গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

খণ্ড ৩২, সংখ্যা ৩ - ৪ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | শ্রাবণ-প্রাবণ, ১৩৮৯

❑ সূচী ❑

সম্পাদকীয়

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিবরণ, প্রস্তাবাবলী, মূল সভাপতি, ঔদ্বোধক ও প্রধান অতিথির ভাষণ, পরিষদের প্রতিবেদন, শুভেচ্ছাবাণী ও প্রতিনিধি তালিকা

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী—অলোক সাহানা ১১১

চিঠিপত্র ১১৭

শুদ্ধিপত্র ১১৬

পরিষদ কথা ১১৮

গ্রন্থাগার সংবাদ ১৩০

সরকারী বিজ্ঞপ্তি সমূহ ১৩২

English Abstracts ১৩১

P8435

75(.3
Gree/15

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৩-৪ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৮৯

সম্পাদকীয়

৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের শিক্ষা

সম্প্রতি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল। প্রায় সোয়া সাতশ তালিকাভুক্ত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, এছাড়া স্থানীয় সংগঠক ও কর্মীরাও ছিলেন। এত বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি এর আগে কোন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সমূহ নিয়ে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা নিয়ে, চল্লিশজনের অধিক প্রতিনিধি প্রাণবন্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক ও পথ নির্দেশক বক্তব্য রাখেন। বিগত পাঁচ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি ঘটে। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন, গ্রন্থাগার খাতে উত্তরোত্তর ব্যয় বৃদ্ধি, গ্রামে গঞ্জে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত অনুদান বৃদ্ধি, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নয়ন, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে এই উদ্যোগ প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিপুল অগ্রগতির পটভূমিকায় প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করেছেন। সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তারা যেমন উদ্দীপিত হয়েছেন, সেই সঙ্গে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কারণগুলি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ রাজ্য সরকার, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগার সংগঠক সকলেই অংশীদার তাই এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংপ্রসারণ ও সমুন্নতিতে উপরে উল্লিখিত প্রতিটি অংশের ব্যর্থ-সার্থক নিরূপণের চেষ্টা করা হয়। গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ও অন্যান্য বিবরণ এই সংখ্যা গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়েছে।

সম্মেলনের আলোচনার মূলে যে বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়েছে তা হল :—

(১) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হলে এবং তাকে আরো সুসংহত করে পরিষেবার মান উন্নত করতে হলে

অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯-র নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তর ও জেলা গ্রন্থাগার কর্তাক স্থাপন করতে হবে।

(২) গ্রন্থাগার পরিষেবাকে শুধুমাত্র শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের সাধারণ এক্তিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। আপামর জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের পরিষেবাকে বিস্তৃত করার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারে পাঠকক্ষ নিয়মিত খোলা, এলাকার মানুষের মধ্যে গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নানাবিধ তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি কাজ সংঘটিত করতে হবে।

(৩) গ্রন্থাগারকে এলাকার মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য গ্রন্থাগারের কর্মী ও সংগঠকদের বিশেষ কর্মসূচী নিতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা, আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং এলাকার বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এবং জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য নিয়ে গ্রন্থাগারের আঙিনায় বৃহত্তর মানুষকে টেনে আনতে হবে। শুধু জ্ঞানার্জন বা সুস্থ পথে চিত্তবিনোদন নয়, অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির কাজে, নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে এবং সর্বোপরি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে পরিবেশনে গ্রন্থাগারের যে বিশেষ ভূমিকা ও দায়িত্ব আছে তা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আনতে হবে। এই কর্মসূচীর রূপায়ণে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৪) শিক্ষার স্বার্থে শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নয়, মাধ্যমিক স্তরেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির জন্য নিয়মিত অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) পঠন পাঠনে বিষয় ও স্তরভেদে, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর সংখ্যা, গ্রন্থাদির সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করে কলেজ ও পলিটেকনিক্ গ্রন্থাগারের বার্ষিক অনুদানের হার ও কর্মী কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে।

(৬) যে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত অনুদানের যে প্রথা বামফ্রন্ট সরকার প্রবর্তন করেছেন তা অব্যাহত রাখতে হবে।

(৭) বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত যে সব সমস্যা রয়েছে তার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

সম্মেলনের প্রস্তাবনা এইসব সর্বসম্মত বিষয়গুলির নিয়ে আগামীদিনে এই রাজ্যে শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠবে। সেই আন্দোলনের অংশীদার শুধু গ্রন্থাগার কর্মীরাই হবেন না সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরাও এই আন্দোলনের শরিক হবেন।

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগারের ১৩৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীদীপক কুমার রায়ের 'রেফারেন্স টুল্‌স ও তার মূল্যায়ণ' নামক প্রবন্ধের পৃঃ ৬৪ তে 'উপরোক্ত বই পুরোটা পড়ার কথা কল্পনাও করতে পারিনা'র স্থলে 'উপরোক্ত বইগুলো পুরোটা পড়বে আশা করা যায়'। ঐ পৃষ্ঠায় 'সহায়কনিশ্চয়' এর স্থলে 'সহায়কনিচয়' হবে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

২৫শে থেকে ২৭শে জুন, ১৯৮২, শিলিগুড়ি

(প্রতিবেদন)

উদ্বোধন অনুষ্ঠান, ২৫শে জুন, ১৯৮২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং পরিষদের দার্জিলিং জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় ৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে শিলিগুড়ি হিন্দী হাইস্কুল ভবনে ২৫শে থেকে ২৭শে জুন, ১৯৮২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় সম্মেলন উদ্বোধনের প্রাক্কালে বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা আয়োজিত একটি গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি ছায়া বেরা। এই গ্রন্থ মেলাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বহুকুমা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থমেলার সঙ্গে শ্রী দিলীপ চক্রবর্তীর পরিচালনায় একটি পোস্টার প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। অপরাহ্ণে ৫ ঘটিকায় শিলিগুড়ি হিন্দী হাই স্কুলের হলে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সম্মেলনের মূল সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ হরেন মৈত্র। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী সংস্কারের গ্রন্থাগার ও সমাজ-শিক্ষা বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি ছায়া বেরা। বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন পার্বত্য উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী দাওয়া লামা। এছাড়া সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার বিশিষ্ট জননেতা শ্রী হরেললাল ব্রাহ্মণ এবং আনন্দ পাঠক এম, পি, স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রী বীরেন বসু এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীস্বপন সরকার।

সম্মেলনের উদ্বোধন শুরু হয় শিলিগুড়ির "শতফুল" নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে। এরপর সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং শিলিগুড়ি পৌরসভার সভাপতি শ্রী স্বপন সরকার তাঁর স্বাগত ভাষণে শিলিগুড়ি তথা দার্জিলিং জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আশা করেন যে এই সম্মেলন গ্রন্থাগার আন্দোলনে নূতন পথ দেখাবে। সম্মেলন অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা ক্ষমা করার জন্য প্রতিনিধিদের কাছে তিনি অনুরোধ জানান। শিলিগুড়িবাসীদের পক্ষ থেকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে তিনি আরো জানান যে প্রায় বিশ বছর পর এই শহরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁরা গর্বিত এবং আনন্দিত।

শ্রীমতী ছায়া বেরা প্রথমেই সম্মেলন উদ্বোধন করতে আহ্বান জানানোর জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ধন্যবাদ জানান। তিনি অবিভক্ত বাংলাদেশে এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৌরবময় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আশা করেন যে পরিষদে এই গৌরবময় ভূমিকা শুধু অব্যাহত থাকবে না আগামী দিনে আরো সম্প্রসারিত হবে। তারপর তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের

ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলেন যে একদিন ছিল যখন ধনী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র সংঘের বাহিরে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতেন। দেশের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের এই সব গ্রন্থাগারে প্রবেশের কোন অধিকার ছিলনা। আমাদের দেশে উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে একদল নিষ্ঠাবান ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর উদ্যোগে কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। কিন্তু এই গ্রন্থাগারগুলিও মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যে গণজাগরণ হতে পারে এমন কোন ধারণাই তখন ছিলনা। তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থাগারগুলি সীমাবদ্ধ ভাবে শিক্ষিত মানুষের একাংশকে কিছুটা পরিমাণে গ্রন্থাগার পরিষেবা দিয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থাগারগুলি তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ সাহায্যতো পায়নি, উপরন্তু কখনো কখনো রাজরোষে এই গ্রন্থাগারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষা মানুষের চেতনা বৃদ্ধি করে, বিবেকবোধ জাগায়, সামাজিক সচেতনতা আনে, তাই ব্রিটিশ সরকার কোন দিনই চায়নি জনশিক্ষার প্রসার হোক। সমাজের ধনী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময় যে গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠে তা প্রকৃত অর্থে সাধারণের গ্রন্থাগার হয়। যদিও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষ থেকে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন কেউ কেউ অনুভব করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়ে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য লক্ষণীয় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। স্বাধীনতা লাভের পর কিন্তু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলেও এই গ্রন্থাগারগুলি কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে ওঠেনি। জনসাধারণের প্রয়োজন-উপযোগী করে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত করার উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব ছিল। অভাব ছিল পরিকল্পনার, কর্তব্যের, মানসিকতার। এর ফলে গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। এই অবস্থার গুণগত একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট গ্রন্থাগার বিষয়টি তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত করলেন। ১৯৭১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত হয় এবং পরে ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম বিরাট সাফল্য ঘোষিত হয়। বামফ্রন্ট সরকার অনেক নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং গ্রন্থাগার গুলিতে অনুদান বৃদ্ধি করেছেন। রাজ্যস্তরে ও জেলাস্তরে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার গুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে পুস্তক নির্বাচন করে পাঠকদের পুস্তকপাঠে আকৃষ্ট করতে পারে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় পুস্তক মেলার আয়োজন করেছেন। একটি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারে গ্রন্থাগারগুলি যাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য এই সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির মাধ্যমে অবহেলিত মানুষের কাছে শিক্ষা পৌঁছায় না, বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যোগসাধন করে, গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপন করে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ খুঁজতে হবে। এটি বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতির অঙ্গীভূত। এই নীতি প্রচলনের মাধ্যমে জনগণের সামনে যে তাঁরা এগোতে পেরেছেন এটাই গর্বের বিষয়। তিনি স্বীকার করেন যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে সব সমস্যার পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হয়নি। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে ১৯৭৭ সালে সরকার যে ঘোষণা করেছিলেন যে সব গণসংগঠনগুলির মতামত ও পরামর্শ নিয়ে কর্মসূচী ও নীতি নির্ধারণ করা হবে সেই কর্মসূচী এখনো অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন—সরকার শিক্ষা বিস্তার পরিকল্পনাতে বাঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শ ও সাহায্যের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে তিনি কর্মীদের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন।

প্রথম প্রস্তাব—যে গ্রন্থাগারগুলি স্থাপিত হচ্ছে—তার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিসেবার মান কতটা উন্নত হচ্ছে তার মূল্যায়ণ করার প্রয়োজন আছে। সব কিছুই করতে হচ্ছে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে। তাই যেটুকু করা হবে তা যেন ব্যর্থ না হয়। গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে পাঠে আগ্রহ জাগানো কতটা সম্ভব হয়েছে তার পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে। আশা করা যাচ্ছে সম্মেলনে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞান ও শিক্ষার সংরক্ষক, ধারক এবং বাহক, কিন্তু গ্রন্থাগারের পাঠক শুধুমাত্র শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। স্বল্প বা অশিক্ষিত মানুষকে এখনো আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়নি। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য সুষ্ঠু গ্রন্থ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন যাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অল্প শিক্ষিত ও সদ্যসাক্ষর মানুষদের প্রয়োজনের দিকে নজর দিতে হবে।

তৃতীয় প্রস্তাব—গ্রন্থাগারের লক্ষ্য শুধু বই এবং পত্র পত্রিকা লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা চলবে না। গ্রন্থাগারগুলিকে করতে হবে তথ্যকেন্দ্র। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের শ্রমিক, কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষের যা তথ্যের প্রয়োজন তা যেন গ্রন্থাগারগুলির থেকে পায়। তথ্যকেন্দ্র হিসাবে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করবে গ্রন্থাগার—বেকার যুবক যুবতীর কাছে কাজে চাকুরীর খবর দেওয়া থেকে শুরু করে চাষের জন্য কি ধরণ উন্নতমান সারের প্রয়োজন যব রকম তথ্য থাকবে গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হবে। সুস্থ সংস্কৃতিকে ধরে রাখার দায়িত্ব যেমন গ্রন্থাগার নেবে তেমনই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। এটিও যেন এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব—গ্রন্থাগার আন্দোলন শুধুমাত্র কর্মীদের আন্দোলন নয়—এই আন্দোলনকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ফলে এবং অন্যান্য আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে, তাকে আরও বিস্তৃতরূপ দিয়ে জনগণের আন্দোলন প্রসারিত করতে হবে—সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে এই আন্দোলনকে যদি ছড়িয়ে যায় তবেই সেই আন্দোলন সার্থক হবে। আমরা যেন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বক্তব্যটি স্মরণে রাখি যে গ্রন্থাগার যেমন পাঠক তৈরী করে পাঠকও তেমনি গ্রন্থাগার তৈরি করে। পরিশেষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি আবার শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয়া মন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পার্বত্য উন্নয়ন বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীদাওয়া লামা নেপালী ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। বামফ্রন্ট সরকার যে নেপালী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এর জন্য তিনি সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে এজন্য তিনি গর্বিত এবং তার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি এই সম্মেলনে তার বক্তব্য নেপালী ভাষায় বলবেন। তিনি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গ্রন্থাগার কর্মী ও অন্যান্যদের রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। তিনি আরোও বলেন যে গ্রন্থাগারে যেমন খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের অমূল্য সম্পদ রাখতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের ভাষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জীবনযাত্রার কথা মনে রেখেই গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থাগারে তার নির্বাচন করতে

হবে। গ্রন্থাগারকে প্রকৃত অর্থে জনগণের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হলে সরকার, জনগণ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যৌথ উদ্যোগ নিতে। নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সাধারণ গ্রন্থাগারে টেনে আনতে হবে। এই ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে জনমুখী করতে হবে। পরিশেষে সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান।

বিধানসভার স্থানীয় সদস্য শ্রীবীরেন বসু তাঁর বক্তব্যে বলেন যে গ্রন্থাগারগুলি ও তার কর্মীদের যে সব সমস্যা আছে তা গত পাঁচ বছরে বামফ্রন্ট সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কিছুটা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে সরকার চিন্তা করছেন। সরকারের চৌত্রিশ দফা কর্মসূচীর মধ্যে, শিক্ষা নীতির মধ্যে, গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন কর্মসূচীও আছে। গ্রন্থাগারগুলিকে শুধু অবসর বিনোদনের কেন্দ্র নয়, নানাধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠানের সামাজিক সার্থকতা প্রমাণ করতে হবে। গ্রন্থপাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করার কাজে এবং পাঠকদের রুচি উন্নত করার কাজে গ্রন্থাগারিকদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের একটি রূপ হিসাবে সরকার স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন এবং প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রচলন করে শিক্ষাকে সার্বজনীন রূপ দিয়েছেন। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগার বিষয়ে একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন; গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সরকার তাঁর এই কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে সহযোগিতা আশা করেন। সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান থেকে যে সমস্ত অভিনন্দন বার্তা আসে সেগুলি পড়ে শোনান পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রী অরুণ রায় (অভিনন্দন বার্তার সংক্ষিপ্তসার অন্যত্র মুদ্রিত হল)। এরপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন (প্রতিবেদন অন্যত্র মুদ্রিত হল)।

এরপর সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রী তরুণ রায়। শ্রী রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন যে বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা বিভিন্ন প্রশাসনিক বাধার জন্য। এই সমস্ত বাধা অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। কর্মীদের অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা এবং অন্যান্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

এরপর সম্মেলনের মূল সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন (অভিভাষণ অন্যত্র মুদ্রিত হল)।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শেষে শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী সম্মেলনের মূল সভাপতি, উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, স্থানীয় বিধানসভার সদস্য, বিশিষ্ট অতিথিবর্গ এবং প্রতিনিধি ও সংগঠকদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলন উপলক্ষে যে সব প্রবন্ধ উপস্থিত করা হয় সেগুলির ভিত্তিতে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা পরিচালনা করেন যুগ্মভাবে অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী এবং ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সম্মেলন উপলক্ষে যে সব প্রবন্ধ পেশ করা হয় তার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধের ছাত্রিতারা উপস্থিত হয়ে

তাদের প্রবন্ধ উপস্থিত করে প্রবন্ধের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা—শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী

(খ) সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জেলা স্তরের প্রশাসনিক কাঠামো—শ্রী অরুণ রায়

(গ) জনমুখী গ্রন্থাগার ঃ রূপ ও রীতি—
শ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

(ঘ) সরকার পোষিত গ্রন্থাগার ও তার গুণগত মান—শ্রী সুকুমার ভট্টাচার্য

(ঙ) গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত গণসংগঠন ও জেলা শাখার ভূমিকা—
শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা

(চ) পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—শ্রী অমিতাভ বসু

(ছ) গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগার কর্মী সমস্যার কয়েকটি দিক—শ্রী সন্তোষকুমার বসাক

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিছু সমস্যা—
শ্রীঅনিল পাল

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা—
শ্রীবিশ্বনাথ বসু

(ঞ) সরকারী কলেজ গ্রন্থাগার ও তার সমস্যাবলী—
শ্রীশশাঙ্ক কুমার বাগচী

(ট) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে—শ্রী অমিতাভ দাশ

(ঠ) পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা—শ্রীশিবানন্দ পাল

(ড) রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে—শ্রীশশাঙ্ক বাগচী

(ঢ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা—শ্রীরঞ্জিত মিত্র (পঃ দিনাজপুর)

—সম্মেলনের মূল প্রবন্ধের নেপালী ভাষায় অনুবাদ করে বক্তব্য রাখেন দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীহরেন্দ্র আলে। সম্মেলনে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার সভাপতি এবং প্রধান জনবক্তা শ্রীমহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় জনশিক্ষা প্রসারে এবং নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে সাধারণ গ্রন্থাগারকে যুক্ত করার বিশেষ আহ্বান জানান।

প্রবন্ধগুলি পেশ করার পরে আলোচনাচক্রের পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সম্মেলনের আলোচনা কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়। এরপর নিম্নলিখিত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রবন্ধ ও প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সর্বশ্রী—(১) সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া (২) শশাঙ্ক বাগচী, কলিকাতা (৩) অমিতাভ মুখোপাধ্যায় হাওড়া (৪) তসীর নীল, কলিকাতা (৫) সত্যব্রত রায়, মুর্শিদাবাদ (৬) প্রদীপকুমার নন্দী, পঃ দিনাজপুর (৭) অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, হুগলী (৮) নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, মেদিনিপুর (৯) অমিত মুখোপাধ্যায়, ২৪-পরগণা (১০) বিশ্বনাথ কোলে, পুরুলিয়া (১৪) মনোতোষ ঘোষ, কলিকাতা (১৫) শিবানন্দ পাল, বর্দ্ধমান (১৬) প্রবীর দে, ২৪-পরগণা (১৭) পার্থ মুখোপাধ্যায়, পুরুলিয়া (১৮) অজিত কুমার গাঙ্গুলি, বাঁকুড়া (১৯) কানাইলাল বর্মণ, জলপাইগুড়ি (২০) সেখ আবদুল রহিম, মেদিনীপুর (২১) সাগরিকা ভট্টাচার্য, হাওড়া (২২) সন্তোষ কুমার বসাক, কলিকাতা (২৩) আবদুল মমিন মিস্ত্রী, বর্দ্ধমান (২৪) বিশ্বনাথ মাইতি, মেদিনীপুর (২৫) বিপ্লবকুমার দত্ত, ২৪ পরগণা (২৬) প্রাণকৃষ্ণ নীল, কুচবিহার (২৭) রঞ্জিত মিত্র, পঃ দিনাজপুর (২৮) মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য, হুগলী (২৯) সুনীল ভূষণ দত্ত, কলিকাতা (৩০) অমিয়কুমার নাগ ২৪-পরগণা (৩১) জীবেন চক্রবর্তী, দার্জিলিং (৩২) মঙ্গলপ্রসাদ সিনহা, কলিকাতা (৩৩) তাপস বিশ্বাস, কলিকাতা (৩৪) অমিতাভ বসু, কলিকাতা (৩৫) রঞ্জিত মিত্র, ২৪-পরগণা (৩৬) অনিল পাল, কলিকাতা (৩৭) সুখরঞ্জন সেন, হুগলী (৩৮) সৌরীন্দ্র নাথ ঘোষ, পঃ দিনাজপুর (৩৯) হরলাল গুহ, কলিকাতা

(৪০) কল্যাণ দে, জলপাইগুড়ি (৪১) সব বাহাদুর লামা, দার্জিলিং (৪২) রেণুকা ঘোষ, কলিকাতা (৪৩) শৈলেন সর্দার, হাওড়া (৪৪) স্বপনকুমার সেন, বর্ধমান।

প্রতিনিধিদের আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব বিষয় উত্থাপিত হয় তা হল—

সাধারণ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; গ্রন্থাগার আইনের সুপারিশ অনুযায়ী জেলা স্তরে গ্রন্থাগার আধিকারিকের পদ এবং জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক সৃষ্টি; গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নয়ন; গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ; গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশনের কর্মসূচী প্রবর্তন; গ্রন্থাগার নিয়মিত খোলা রাখা; নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা; গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গণচেতনা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ; গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ কর্মসূচী, যথা, আলোচনাচক্র, বক্তৃতা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করার কর্মসূচী গ্রহণ; গ্রন্থাগারে শ্রবণ দৃশ্য মাধ্যমের প্রয়োগ; সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগ প্রবর্তন; বাংলাভাষায় বিষয়ানুগ গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশের কর্মসূচী গ্রহণ; গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় পদ্ধতি, জেলাস্তরে জেলা গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ সংরক্ষণ ও যৌথ কর্মসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ; গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থ পরিষেবার সুযোগ দেওয়া; আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন-দেন প্রথার প্রবর্তন; রাজ্য সরকার প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা গ্রন্থাগারে নিয়মিত সরবরাহ; কেন্দ্রসরকারী গ্রন্থাগারে নিয়মিত অনুদান পদ্ধতি অব্যাহত রাখা; গ্রন্থাগার কমিটিগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা এবং এই সম্পর্কিত নিয়মাবলী চালু করা; গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন; সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়ণের সমস্যা; গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ; গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা ক্রয়, বাঁধাই এবং আনুষঙ্গিক খাতের জন্য নিয়মিত বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধি; বিভিন্ন স্তরের সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি; জেলা সমাজশিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের বর্তমান অবস্থা; গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য স্থানীয় গণ সংগঠন, স্বশাসিত সংস্থা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন; রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিশেষ সমস্যা; উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগারের বিশেষ সমস্যা; বাংলা ভাষায় বিষয়ানুগ গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশের কর্মসূচী গ্রহণ; গ্রন্থাগার কর্মীদের অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা এবং ১৮ বছর কর্মাংকে প্রমোশন; গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সার্ভিস কোডের প্রবর্তন; গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান; গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ; গ্রন্থাগারগুলিতে আধুনিক বর্গীকরণ ও সূচীকরণ পদ্ধতি চালু করা।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

সংশোধিত ইউ জি সি বেতনক্রম প্রবর্তন, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়, বাঁধাই ইত্যাদি সম্পর্কিত অনুদানের নীতি নির্ধারণ, কলেজ গ্রন্থাগারগুলির জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মী কাঠামো প্রণয়ন, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারে পরিষেবার মান উন্নয়ন, গ্রন্থাগারগুলিতে ইউ জি সির নিয়মিত অনুদান, গ্রন্থাগারগুলির শূন্য পদে নিয়োগ এবং প্রমোশন ব্যবস্থা, চিফ ইনচার্জ প্রথার অবসান, গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের চিফ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে গ্রহণ, গ্রন্থাগার সহকারী পদে ব্যক্তিগত যোগ্যতা হিসেবে সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স নির্ধারণ, লাইব্রেরি এ্যাটেন্ডেন্টদের জন্য পৃথক বেতনক্রম প্রবর্তন, শিক্ষায়তনের বাজেটের ন্যূনতম

শতকরা ৬.৫ ভাগ থেকে শতকরা ১০ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয়, গ্রন্থাগারের স্থানাভাবে সমস্যার সমাধান, গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করে গ্রন্থাগার কমিটি গঠন, সিকিউরিটি প্রথার অবসান, গবেষণা কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ভূমিকা, ইত্যাদি।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রসঙ্গে ন্যূনতম ৭৫০ জন ছাত্রের শর্তের অবসান; প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য নিয়মিত অনুদান প্রথা প্রবর্তন; বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মী সমস্যার সমাধান; প্রতিটি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে একজন সহকারী নিয়োগ; বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে গ্রহণ; প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে কমিটি গঠন; বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রমের অসঙ্গতির অবসান, ইত্যাদি।

সাংগঠনিক সমস্যা প্রসঙ্গে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন স্তরে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ, অন্যান্য গণসংগঠনসমূহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে

বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি; গ্রন্থাগার উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিতপত্র ও কর্মসূচী; গ্রন্থাগার উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে বাধা; কর্মীদের দায়িত্ব ও ভূমিকা; রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন, ইত্যাদি।

অন্যান্য বিষয়—

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের কার্যধারা; পরিষদের উদ্যোগে রিফ্রেসার্স কোর্স ও গবেষণা, ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়ের উপর আলোচনান্তে প্রস্তাব সমূহ তৃতীয় অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলনের বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করেন সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, রামকৃষ্ণ সাহা, শশাঙ্ক বাগচী, প্রবীর দে, কল্যাণ দে, অমিত মুখোপাধ্যায়, আব্দুল রহিম, আবদুল মোমিন মিন্টা।

আলোচনান্তে সামান্য সংশোধন সহ প্রস্তাব সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (প্রস্তাবসমূহ অন্যত্র মুদ্রিত হল)

সম্মেলনের মূল সভাপতি অধ্যক্ষ ভবেশ মৈত্র প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে কিছু বক্তব্য রাখেন। প্রথম অধিবেশনে তিনি পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন গ্রন্থাগার কর্মীদের যেমন সমাজের কাছে কিছু প্রত্যাশা আছে তেমনি সমাজেরও কিছু প্রত্যাশা আছে গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছ থেকে। এই উভয় প্রত্যাশার মধ্যে একটি সংগতি আনতে হবে। তৃতীয় অধিবেশনে তিনি বলেন যে এই সম্মেলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার ফলাফল আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। তিনি আরো বলেন যে প্রস্তাবসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে রচিত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ও সমাজে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা এই সব প্রস্তাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আগামীদিনে এই সব প্রস্তাবকে ভিত্তি করে ব্যাপক গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পরিশেষে তিনি এই সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য বঙ্গীয়

গ্রন্থাগার পরিষদ, সম্মেলনের সংগঠক ও প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান।

সমাপ্তি অধিবেশন : ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সমাপ্তি অধিবেশনে ৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্মসচিব এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং শাখার সম্পাদক বীরেন চন্দ্র শিলিগুড়িতে ৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন এতো বড় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রায় সাতশোর মতো প্রতিনিধি এসেছেন। প্রায় দুশোর মতো কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তা সত্ত্বেও নানা ত্রুটি থেকে গেছে। প্রতিনিধিরা সেই সব ত্রুটির জন্য সংগঠকদের ক্ষমা করবেন এই আশা তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি আশা করেন যে এই গ্রন্থাগার সম্মেলন রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। পরিশেষে তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে একটি সুন্দর স্মারক পুস্তিকা উপহার দেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে কর্মসচিব রামকৃষ্ণ সাহা সম্মেলন সার্থক করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন : সম্মেলনের মূল সভাপতি অধ্যক্ষ তরেন মৈত্র, উদ্বোধক শ্রীমতী ছায়া বোস, প্রধান অতিথি শ্রীআবুল হাসনা, স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীবীরেন বসু, দার্জিলিং জেলার বিশিষ্ট জনসেবী শ্রীরতনলাল ব্রাহ্মণ ও শ্রীআনন্দ পাঠক, শিলিগুড়ি পৌরসভা ও অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীঅমল সরকার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. প্রসাদ ঘোষ, রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকর্তা ডা. সুশীল গুপ্ত, উপ-শিক্ষা সচিব শ্রীরঞ্জিত চৌধুরী, পা ব্য প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার সভাপতি শ্রীজ্ঞানকীনাথ বসু, সম্মেলনের আলোচনা-চক্রের যুগ্ম-পরিচালক শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও ডা সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও কর্মীবৃন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ শিলিগুড়ি পৌরসভার কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ, হিন্দী হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা দার্জিলিং জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ (পা ব্য সরকার) রাজ্য গ্রন্থাগার আধিকারী, গ্রন্থ ও পোষ্টার প্রদর্শনীর সংগঠক ও কর্মীবৃন্দ, স্থানীয় বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ, শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষ, শিপলস রিলিফ কমিটির শিলিগুড়ি ইউনিট, পা ব্য সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দার্জিলিং শাখা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা এবং দার্জিলিং জেলার সমাজশিক্ষা আধিকারিক, নজরুল শাখার শিল্পীবৃন্দ, বিভিন্ন পৌরসভার কর্তৃপক্ষ, স্মারক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনদাতা ও মুদ্রক, আলোচনাচক্রের প্রতিবেদক ডা জয়ন্তী রায়, শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী, শ্রীঅসিতাভ দাস, শ্রীমতী জয়শ্রী সেন, এবং শ্রীজগমোহন দাস, সম্মেলনের প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ, শিলিগুড়ি শিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রী ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল সভাপতি অধ্যক্ষ ভবেশ মৈত্র-এর অভিভাষণ

সুধীবৃন্দ,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৮তম দ্বারা সম্মেলন উপলক্ষে আজ আমরা রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীরা এখানে সমবেত হয়েছি। বর্তমান পৃথিবীতে গ্রন্থাগার কর্মীদের সামনে মূল বিষয় হ'ল "মানবিক শক্তির বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় উন্নতি ও মানবকল্যাণের লক্ষ্যে পুরণে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারকে কত ভালভাবে কাজে লাগান যায় সে সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করা।" সারা বিশ্বে দেশে দেশে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। আপনারাও সেই মহান কর্মকাণ্ডের অংশীদার।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার :—আমরা সবাই জানি গ্রন্থ যুগ সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ধরে রেখেছে। আবদ্ধ করে রেখেছে মানব হৃদয়ের অজস্র আশা-আকাঙ্খা ও আকুতিকে। গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করি অনন্ত-কালের এক চলমান ধারাকে। এর ফলে আমাদের মানসিক পুষ্টি সাধন হয়, সমৃদ্ধ হয় আমাদের জ্ঞান এবং সুগম হয় আমাদের চেতনার বিকাশের পথ।

অতীতে মানুষ তার কর্ম, চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে দিয়ে জগৎ সম্পর্কে যা জানতে ও বুঝতে পেরেছে লিপিবদ্ধ আকারে তা সঞ্চিত হয়ে আছে গ্রন্থরাজির মধ্যে। গ্রন্থ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ সৃষ্টি করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গ্রন্থের মধ্যে মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করে রেখেছে।" আর গ্রন্থাগার হল এক অতুলনীয় ভাণ্ডার যেখানে সঞ্চিত থাকে বিভিন্ন সময়ে রচিত গ্রন্থরাজি—যার মাধ্যমে মানুষ সহজেই পৌঁছে যায় সুদূর অতীতে। তাই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ যত উন্নত ও প্রসারিত হবে ততই অতীতে অর্জিত ও সৃষ্ট জ্ঞানের সাথে আজকের মানুষের পরিচিত হওয়ার সুযোগ বাড়বে এবং অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতাসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হবে জ্ঞান-জগতের নূতন নূতন দিগন্ত। বহু অজানা জানার গণ্ডীতে এসে স্থান করে নেবে।

গ্রন্থাগারে পাঠক স্বাধীনভাবে বিচরণের অধিকারী। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব এইখানেই। গ্রন্থাগারিকের সহায়তায় পাঠক এগিয়ে চলে নিজ রুচীমত স্বচ্ছন্দগতিতে জ্ঞান জগতের গভীরে। তবে গ্রন্থকে আমরা যেন জ্ঞানের মূল উৎস বলে ভুল না করি। জ্ঞানের সৃষ্টি হয় বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে। কর্মক্ষেত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয় মানুষের মানসপটে এবং তারপর তা লিপিবদ্ধ হয় গ্রন্থে।

গ্রন্থাগার জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভের একটা শক্তিশালী হাতিয়ার। এই হাতিয়ার উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারা চাই। গ্রন্থকে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা বলতে বোঝায় অতীতকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ব্যবহার। জ্ঞান জগতের গতিশীল ধারা তথা সমাজ বিকাশের প্রগতির ধারার সাথে নিজ নিজ চিন্তা, ভাব ও ভাবনার আদান প্রদানের মাধ্যমে একাত্ম হতে পারে। এর ফলে মানুষের দৃষ্টি হয় সৃষ্টিশীল, মন উদার এবং দৃষ্টি স্বচ্ছ ও প্রসারিত হয়। সে অর্জন করে অমোঘ শক্তি ও প্রেরণা এবং মুক্তি পায় বদ্ধ্যা ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার থেকে। আর বিকশিত হয় মানবিক মূল্যবোধগুলি।

সাধারণ গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা :—গ্রন্থাগারের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সমাজ যতই উপলব্ধি করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি "সাধারণ গ্রন্থাগার" আন্দোলন ও তৎই ব্যাপকতা ও প্রসারতা লাভ করছে। একটী সমাজের সাধারণ মানুষ সাধারণ গ্রন্থাগারের সুযোগ কতটা পাচ্ছে এবং কতটা তা ব্যবহার করছে তা দিয়ে সেই সমাজের উন্নতির মান পরিমাপ করা যায়। সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত "ইউনেস্কোর" ইস্তাহারে বলা হয়েছে "সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন ও তার পরিপোষণের দায়িত্ব প্রতিটি দেশের জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের"। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি কোন মতেই কেবল মাত্র ব্যক্তিগত বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগ ও ক্ষমতার উপর ন্যস্ত করে রাখা যায় না। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য যে আমাদের দেশের জাতীয় সরকার অর্থাৎ ভারত সরকার এ বিষয়ে তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ নীতি ছিল না—তার ফলে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রসার বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে অতি সম্প্রতি আমাদের বহু আকাঙ্খিত "পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন" পাশ হয়েছে। অনেক গ্রন্থাগার স্পনসরড্ গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তি ও পেশাগত জীবন উন্নত হয়েছে এবং তাতে স্থায়িত্ব এসেছে, সাধারণ গ্রন্থাগারের খাতে খরচ বহুগুণ বেড়েছে—এক কথায় বলা চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বহুদিনের অপূর্ণ দাবী ও সাধারণ মানুষের চাহিদা আজ পূর্ণ হওয়ার পথে এবং এর মাধ্যমে আমাদের রাজ্যে জনশিক্ষার এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে ভিত তৈরী হয়েছে তাকে আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করতে পারলে জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারকে সার্বজনীন করতে তথা জনশিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগার তার নিজস্ব ভূমিকা আরও ভালভাবে পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়। তবে এজন্য শুধু সরকারী উদ্যোগ ও সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকা চলে না। আমাদের দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো মূলতঃ সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। তাই যে কোন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সাফল্য শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগ ও সাহায্যের উপর নির্ভর করে লাভ করা সম্ভব নয়। সরকারী সাহায্য ও উদ্যোগের সাথে ব্যক্তিগত ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগ, সেবা ও দানকে যুক্ত করতে পারলে বর্তমান পরিস্থিতিতে এ সব ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশী সাফল্য লাভ করা যেতে পারে। এক কথায় বলা যায়, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের আদর্শ মেল বন্ধনের মাধ্যমেই আমরা সবচাইতে ভাল ফল পেতে পারি। সম্প্রতি এ রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যতটুকু উন্নতি হয়েছে তার পেছনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার সেবী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মত। এ প্রসঙ্গে আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্বসূরীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থাগারের পাঠক :—এতো গেল গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের কথা—এখন যাদের জন্য এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তাদের প্রসঙ্গে আসা যাক্। অর্থাৎ পাঠকের কথা। গ্রন্থাগার সংগঠিত করলেই যে আপনা আপনি পাঠক এসে জুটে যাবে এমনটা সব সময় আশা করা যায় না। লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যার উপর পাঠক সংখ্যা নির্ভরশীল। সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রসার মূলতঃ নির্ভর করে শিক্ষা প্রসারের উপর। তাই গ্রন্থাগার কর্মীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ও শিক্ষা প্রসারের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এ বিষয়ে আপনারা চিন্তা ভাবনা করছেন বলে আমি আশা রাখি। সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা প্রসারের

পথে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, কি উপায়ে সে সব প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করা যায় সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করানোর জন্য আপনারা নিশ্চয়ই সচেষ্ট রয়েছেন।

শিক্ষিত মানুষের মধ্যে পড়ার অভ্যাসের অভাব গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তার পথে আর একটা বড় অন্তরায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি এক সমীক্ষার ফল থেকে জানা যায় রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদির প্রভাবে সেখানকার মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। বর্তমান যুগের যান্ত্রিকতা, অতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বেপরোয়া ও অহর্নিশের প্রতিযোগিতা যে সমাজের উপর যত বেশী আধিপত্য বিস্তার করছে সে সমাজের মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে পড়ার অভ্যাস ততই কমে যাচ্ছে। কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জনের বা জ্ঞানের বিকাশের জন্য গভীর মনোনিবেশের সাথে অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনে আগ্রহী লোকের অভাব ক্রমশই বাড়ছে। পড়ার অভ্যাস ছোট বেলায় গড়ে তোলাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এ বিষয়ে স্কুল কলেজের শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিশোর কিশোরীদের বই পড়ার জন্য উৎসাহিত করে বিভিন্ন স্তরের বইয়ের যোগান দিতে হবে। ব্যয়বহুল পোষাকের বদলে ছেলেমেয়েদের বই উপহার দেওয়ার প্রথাকে জনপ্রিয় করতে পারলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয়। শুধুমাত্র পরীক্ষা পাশের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী করার মধ্যে সমস্ত প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকলে তাদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে না। পরীক্ষায় পড়ার পাঠের জ্ঞান যে খুব বেশী থাকে না সে কথা সকলেরই জানা।

পাঠক তৈরীর ব্যাপারে সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যত বেশী সংখ্যক মানুষের সাথে গ্রন্থাগারের যোগাযোগ ঘটবে পাঠকের সংখ্যাও ততই বাড়বে। গ্রন্থাগারকে স্থানীয় অধিবাসীর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। এছাড়া পাঠকের চাহিদা পূরণের সাথে সাথে পাঠককে শিক্ষিত করে তোলাও গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব। শুধু চিত্তবিনোদনের উপকরণ সরবরাহ নয় চিত্তবৃত্তির বিকাশে যথোপযুক্ত সাহায্য করা গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান কাজ। একথা আমরা কখনই ভুলতে পারি না।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার :—জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বাড়াতে এবং চিত্তবৃত্তির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করার কাজে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আজকের শিক্ষার্থী আগামীদিনের নাগরিক। আজকের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাঠক আগামী দিনে সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠক। তা ছাড়া আজকের শিক্ষার্থী আগামী দিনের পিতামাতা। আগামী দিনের কিশোর কিশোরীদের জীবনবোধ ও অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বর্তমানের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও অভ্যাস বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাই দেখতে পাওয়া যায় সাধারণত যে পাঠে আগ্রহী বাবা-মার ছেলেমেয়েরা বইপাঠে আকৃষ্ট হয়। তাই স্কুলে ছেলেমেয়েদের বই পড়ার অভ্যাস বা গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে তার ফল সুদূরে প্রসারিত হতে বাধ্য। এ ছাড়াও পাঠ্য বইয়ের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাইরেও জানার, ভাবার ও দেখার যে বিরাট জগত রয়েছে সে সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা অবহিত হতে পারে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে। বিভিন্ন ধরণের পত্র-পত্রিকা ও বই ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে অর্জিত জ্ঞান গভীর ও প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুলে উপযুক্ত গ্রন্থাগার নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি প্রায় সবই গ্রন্থাগারবিহীন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিভাবে অবহেলিত হচ্ছে তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। জনশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্র নেতাদের ভ্রান্ত ধারণাই এই ধরণের অবহেলার মূলে কারণ। সৃষ্টিমের মানুষকে

উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে নিজেই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মিটে যাবে এবং প্রচলিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাটা রাখা যাবে এই বোধের জন্য আমাদের দেশের শিক্ষার যথোপযুক্ত প্রসার ও মানের উন্নতি হতে পারল না। ১৯৪৮ সালে "খেরা কমিটি" সুপারিশ করেছিল যে কেন্দ্রীয় বাজেটের ন্যূনপক্ষে শতকরা দশভাগ এবং রাজ্য বাজেটের শতকরা ত্রিশভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন। এই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫০ সাল থেকে যদি শিক্ষার জন্য এই হারে ব্যয় করা হত তাহলে ভারতবর্ষ শিক্ষায় এত পেছিয়ে থাকত না। আজও কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা তিন ভাগের বেশী ব্যয় করা সম্ভব হল না। পশ্চিমবঙ্গ সহ দুই একটি রাজ্য ছাড়া অন্য সব রাজ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয় শতকরা ত্রিশ ভাগের চেয়ে অনেক কম। শিক্ষাখাতে বরাদ্দবৃদ্ধি, শিক্ষার প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে গণতান্ত্রিক নীতির অনুসরণ এবং শিক্ষা কর্মীদের সমাজ চেতনা ও দায়িত্ব বোধের সম্মিলন ঘটলেই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতি ও প্রসার সহ ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নতি হতে পারে। এছাড়া সংক্ষিপ্ত পথ বা উপায় নেই। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যাপক অংশের মানুষের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হতে পারে।

তবে অন্তবর্তীকালেও সমাজ সচেতন শিক্ষা ব্রতী মানুষের কাজের কম নয়। বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সুযোগের যতটুকু প্রসার ঘটানো এবং মানের উন্নয়ন সম্ভব সে চেষ্টা করা প্রয়োজন। এবং বর্তমানে যে সুযোগটুকু আছে তাকে অপচয় হতে না দিয়ে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সবল ও সচেতন প্রয়াস থাকা দরকার। সমস্যাটির গভীরতা এবং বিষয়টির উন্নতি সম্পর্কে সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষকে সচেতন ও আগ্রহী করে তুলতে হলে একাজগুলিকে অবহেলা করা সম্ভব নয়।

বর্তমান রাজ্য সরকারের অবশ্যই আগ্রহ ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য আমরা আশা করতে পারি না যে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিশু সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। তা হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সমস্যার মোকাবিলার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা নিতে পারি তা আমাদের ভেবে বার করতেই হবে। এ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্য রাখছি। বর্তমানে এ রাজ্যে প্রায় ২৫০০ পঠনসহায়ক গ্রন্থাগার রয়েছে। এই গ্রন্থাগার-গুলির প্রত্যেকটিতে যদি একটি শিশু বিভাগ খোলা যায় এবং এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় একটি ভ্রাম্যমাণ পাঠা। তাহলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাদের মানসিক ও মানবিক গুণবৃদ্ধির স্বল্পব্যয়ের সহায়ক নানা ধরণের বই অল্প খরচে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক গ্রন্থাগার দশটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে দুশখানা করে বই ভর্তি বাক্স পনের দিনের জন্য এক একটি বিদ্যালয়ে দিয়ে আসতে পারে। পনের দিন পরে 'ক' বিদ্যালয়ের বাক্স 'খ' বা 'গ' বিদ্যালয়ে আবার পনের দিনের জন্য দিয়ে আসতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন একজন ভ্রাম্যমাণ কর্মী, একটি সাইকেল, দশটি বাক্স ও দু হাজার শিশু পাঠ্য বই। তবুও এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় জনসাধারণ ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্যদের সক্রিয় সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন। আমাদের প্রাথমিক গৃহের অবস্থা এতই খারাপ যে সেখানে হয়ত বইয়ের বাক্সটি রেখে যাওয়াও সম্ভব নয়—এ অবস্থাকে মেনে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। স্কুলের পাশে অবস্থিত কোন সচ্ছল মানুষের বাড়ীতে বইয়ের বাক্সটি রাখা যেতে পারে। স্থানীয় আগ্রহশীল যুবক যুবতীদের উৎসাহিত করতে পারলে তাদের কাছ থেকেও এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

মঙ্গল, সকল ও শিক্ষা সচেতন পরিবারের ছেলে মেয়েদের বইয়ের চাহিদা মেটানোর জন্য তাদের অভিভাবকেরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করেন, কিন্তু অবহেলিত পেছিয়ে পড়া মানুষের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস বাড়াতে হলে, তাদের শিক্ষালাভে আগ্রহী করে তুলতে হলে বর্তমান পর্যায়ে আমাদের দেশে এ বয়সের কর্মসূচী গ্রহণের কথা ভাবার প্রয়োজন আছে কিনা তা আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করলাম।

এ ছাড়াও সদা সাক্ষর মানুষদের লেখাপড়ার দক্ষতাকে স্থায়ী করার এবং তার মান আরও বাড়ানোর কাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের কোন ভূমিকা থাকবে কি না—নাকি এজন্য চাই পৃথক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। কোন্ ব্যবস্থা বেশী কার্যকর এবং খরচের দিক থেকে সুবিধাজনক হবে তা আমাদের গভীর ভাবে ভেবে ঠিক করতে হবে।

আমাদের দেশের শতকরা ৬০ জন আজও নিরক্ষর। সাধারণ গ্রন্থাগারের অঙ্গনে কি এসব মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে? এঁরা কি কোন ভাবেই গ্রন্থাগার থেকে উপকৃত হতে পারেন না? যদি তা সম্ভব হয় তবে গ্রন্থাগার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা বিরাজ করছে তাকে কি করে গ্রন্থাগারকে জনজীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ করে তোলা যাবে? স্থানীয় জনসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াদি ও সংবাদ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পরিবেশন করা সম্ভব কিনা এবং এর মাধ্যমে গ্রন্থাগার ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতা কতটা দূর করা যায় তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। রাজ্য সরকার, গ্রন্থাগার, সমাজশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে এসব বিষয়ে আলোচনা সুরু করতে পারলে ভালই হবে বলে আমার মনে হয়।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ ১৯২৫ সাল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিগত সাতান্ন বছর ধরে বহু মনীষী ও বিশিষ্ট মানুষের পরামর্শ শত শত কর্মীর ঘনিষ্ঠ কর্মপ্রয়াসে এই প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবাংলার জনজীবনে স্থান করে নিয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিচালনার অনেক দায় ও দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানকে বইতে হবে। জনশিক্ষার আগ্রহী মানুষের গ্রন্থাগার পরিষদ ও তার কর্মীদের কাছ থেকে অনেক আশা। আমি আশা করব অতীতে এই প্রতিষ্ঠান যেমন তার দায়িত্ব পালন করেছে আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে।

এরকম একটি ঐতিহ্য সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে মূল সভাপতি নির্বাচিত করে আপনারা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার ও আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আপনাদের সবাইকে জানাই আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। —তরুণ মৈত্র

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত, পরিষদ লিলি-পুড়িতে ২৫-২৭ জুন ১৯৮২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করেছে—

১ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব

১১ অভিনন্দন-প্রত্যাশা-প্রতিশ্রুতি

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৭৭-৮২ সাল এই পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। এই সম্মেলনের দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে ১৯৮২-৮৭ এই পাঁচ বছরেও বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের কর্মসূচী সার্থক করে তোলার কাজে গ্রন্থাগার কর্মীরাও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করবে।

১২ জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের আবশ্যিক সর্ত : নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের আবশ্যিক সর্ত হল সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে, বিশেষ করে দরিদ্র অবহেলিত সমাজবঞ্চিত ও অল্পশিক্ষিত মানুষকে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে টেনে আনা। এই উদ্দেশ্য সাধনে একদিকে যেমন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি থেকে চাঁদা ও ডিপোজিটের বাধা অপসারণ করা প্রয়োজন অপরদিকে সমাজবঞ্চিত ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের যোগ্যমান পাঠ্যসামগ্রী সাধারণ গ্রন্থাগারে রাখা প্রয়োজন যাতে তারা অর্জিত শিক্ষাকে সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত করতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে নিঃশুল্ক বা বিনা চাঁদায় করাই হবে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

গ্রন্থাগার পরিসেবার মান উন্নয়ন

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্রন্থাগার পরিসেবার মান উন্নয়নের জন্য যে সব বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ তা হল।

ক) নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে গ্রন্থাগার জন সাধারণের জন্য খুলে রাখা ;

খ) গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক অভিযান চালান, বিশেষ করে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষ, শিশু ও মহিলাদের গ্রন্থাগারে টেনে আনা ;

গ) প্রতিটি গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা সংকলনে বিশেষ নজর দেওয়া এবং যেখানে সম্ভব পৃথক শিশুবিভাগ সংগঠিত করা ;

ঘ) গ্রন্থাগারগুলিতে আধুনিক পদ্ধতিতে সূচী প্রণয়ন ;

ঙ) গ্রন্থাগারের পরিসেবামূলক কাজকে শুধুমাত্র গ্রন্থ লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নানারকমের মৌখিক তথ্য পরিবেশন দ্বারা গ্রামের, সমাজবঞ্চিত ও নিরক্ষর মানুষকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দিকে টেনে আনা ;

চ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য একদিকে যেমন নানাধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আলোচনচক্র, বক্তৃতামালা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা, অপরদিকে সাধারণ চলচ্চিত্র, স্লাইড, টেপ প্রভৃতি উপকরণগুলি ব্যবহারের সুযোগ নেওয়া ;

ছ) রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যাতে যথাযথ ভূমিকা পালন ও নেতৃত্ব দিতে পারে তার জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন ও রূপায়ণ ;

জ) জেলা গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে জেলাস্তরে একটি পুস্তক সংরক্ষণ বিভাগ স্থাপন, জেলার গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহের যৌথসূচী প্রণয়ন, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেন প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদি কর্মসূচী বিবেচনা করে দেখা ;

ঝ) গ্রন্থাগারগুলিতে রাজ্য সরকার প্রকাশিত নানাবিধ পুস্তিকা ও পত্রপত্রিকা নিয়মিত সরবরাহ সুনিশ্চিত করা, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য স্থানীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন গণ-সংগঠন ও স্বশাসিত সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা ;

ঞ) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানের কাজে গ্রন্থাগারগুলিকে সংযুক্ত করা ;

ট) সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থ পরিষেবার কর্মসূচী সংগঠিত করা।

১৪ উন্নতমানের পরিষেবার জন্য অনুদান ও কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে উন্নতমানের পরিষেবা ব্যবস্থা প্রবর্তনকল্পে যে কয়টি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত তা হল :

(ক) গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন এই উদ্দেশ্যে প্রদেয় বাৎসরিক অনুদান বৃদ্ধি করা, অপরদিকে গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে আনুষাঙ্গিক ব্যয়ের জন্য প্রদেয় অনুদান (কন্টিনজেন্সী) বৃদ্ধি করা।

(খ) প্রতিটি স্তরের গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে এবং ন্যূনতম কর্মীর প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়ে, গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা, দৈনিক পুস্তক লেন-দেনের সংখ্যা, গ্রন্থাগারের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কর্মী কাঠামোর একটি যুক্তি সঙ্গত নীতি প্রয়োগ করে কর্মীর অপ্রতুলতাজনিত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান।

১৫ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং জেলা ও রাজ্য স্তরের প্রশাসনিক কাঠামো।

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে রাজ্যপুষ্ট সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার পরে জেলা স্তরে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা, কর্মী সংখ্যা, এবং গ্রন্থাগার-কেন্দ্রিক কর্ম তৎপরতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্মেলন আরো মনে করে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ মূলক কর্মসূচীর দ্রুত রূপায়ন, গ্রন্থাগার-গুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন, কর্মীদের অনেক সমস্যার দ্রুত সমাধান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি অবিলম্বে কার্যকর করা উচিত :

(ক) প্রতিটি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের পদ ও দপ্তর সৃষ্টি।

(খ) স্থানীয় (জেলা) গ্রন্থাগার কমিটি গঠন।

(গ) স্থায়ীভাবে রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকর্তা ও উপ-অধিকর্তা নিয়োগ করে রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারকে পরিপূর্ণভাবে সংগঠিত করা।

(ঘ) রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদে কর্মী প্রতিনিধির নির্বাচনে অনুষ্ঠিত করা।

(৫) বিভিন্ন সরকারী ও সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ ত্বরান্বিত করা।

১৬ গ্রন্থাগার কমিটিগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা

৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে—সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত "সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী" অনুযায়ী প্রতিটি গ্রন্থাগার অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে গ্রন্থাগারগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা উচিত।

১৭ কর্মীদের সমস্যার সমাধান

৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য উন্নতমানের বেতনক্রম ও ভাতাদি প্রবর্তনের জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মেলন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মীদের নিম্নলিখিত সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাচ্ছে।

(ক) কিছু কিছু পদের বেতনক্রমে যে সব অসঙ্গতি ও ত্রুটি আছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কর্মী সমিতির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে তার সুষ্ঠু সমাধান।

(খ) কর্মীদের ক্ষেত্রে অবিলম্বে পেনসন, গ্রুপ ইন্সিওরেন্স ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা প্রবর্তন।

(গ) সম্প্রতি গৃহীত সার্ভিস রুল অবিলম্বে চালু করা।

(ঘ) যে সব কর্মীর প্রয়োজনীয় বৃত্তিগত যোগ্যতা নেই তাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ, রাজ্যসরকার পরিচালিত ও অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে এই শিক্ষণকার্য সুসংগঠিত করার জন্য বিশেষ অনুদান প্রদান, শিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করা এবং পুরানো কর্মীদের জন্য বিশেষ রিফ্রেসার্স কোর্সের প্রবর্তন।

১৮ বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির জন্য অনুদান

৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার আছে যারা গ্রন্থাগার পরিষেবা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই ধরণের বেশ কিছু গ্রন্থাগার আছে যারা বিরাট ঐতিহ্যের বাহক এবং বিপুল সাংস্কৃতিক সম্পদের অধিকারী। বামফ্রন্ট সরকার ঐ গ্রন্থাগারগুলির জন্য বর্ধিত হারে অনুদান প্রথা প্রবর্তন করায় এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়, যদিও প্রশাসনিক বাধ্যতার জন্য ১৯৮১-৮২ সালে এই অনুদান দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই অনুদান প্রথা পুনরায় প্রবর্তনের জন্য এবং এই ধরণের পুরানো ও ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ সমস্যা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য এই সম্মেলনে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

১৯ ভবিষ্যত গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার দৃষ্টিভঙ্গী

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী বছরগুলিতে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনাকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করার জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদকে অনুরোধ করছে। বিগত পাঁচ বছরের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলার প্রয়োজন ও বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী পরিকল্পনা রচনা; এযাবৎকাল প্রতিষ্ঠিত সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মসূচীর উন্নতিকরণ ও সংহতিকরণের কর্মসূচী গ্রহণ; নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের ক্ষেত্রে এবং পুরানো গ্রন্থাগারগুলিকে এই প্রথায় অন্তর্ভুক্ত

ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঘর ও স্থানের সংখ্যা নির্ধারণ করা; পুরানো গ্রন্থাগার ভবনগুলির সংস্কার এবং নতুন গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা রচনা।

১৯২ গণ সংগঠনের ভূমিকা

৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দুটি প্রবীণ সংগঠন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য ও জেলা স্তরে যৌথ উদ্যোগ করা উচিৎ। সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মেলন মনে করে যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরো ব্যাপক ও জনপ্রিয় করে তুলতে রাজ্য ও জেলা স্তরে বিভিন্ন গণসংগঠন গুলিকে এই আন্দোলনে টেনে আনার জন্য পরিষদ ও কর্মী সমিতিকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

১৯৩ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার

৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন এই রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিপুল অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এবং সরকারী তথ্যচিত্র নির্মাতা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং গ্রন্থাগারের ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন গণ-প্রচারের মাধ্যমে যথাযথ প্রচারের বন্দোবস্ত করা হোক।

২ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করছে—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহ পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে না। পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে যে যে ধরণের ও মানের পরিষেবার প্রয়োজন হচ্ছে; কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা, সরকারী আনুকূল্য, উপযুক্ত সম্পদ, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও উপযুক্ত কর্মী বাহিনী প্রভৃতির অভাবের দরুন গ্রন্থাগারগুলি তার যাবহ রক্ষাবীদের কাছে উপযুক্ত পরিমাণে তথ্যভার নিয়ে অগ্রসর হতে পারছে না।

(খ) এই সম্মেলন লক্ষ্য করে যে বিগত ২০ বছর যাবত অজ্ঞাত কারণে পূর্ব কালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ হতে নিয়মিতভাবে অনুদান গ্রন্থাগারগুলিতে প্রবাহিত হচ্ছে না। ফলতঃ গ্রন্থাগারগুলির ক্রয়ক্ষমতা ও দক্ষতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

(গ) গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট ঔদাসিন্য লক্ষ্য করা যায়। সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে উত্তর বঙ্গ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া পশ্চিম বঙ্গে দীর্ঘ দিন যাবত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের পদগুলো এবং ঐ পদ পূরণ করার বিষয়গুলি দীর্ঘায়িত হওয়ায় গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা দেখা দিয়েছে এবং পরিষেবার মান নিম্নগামী হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের বেতন ও পদ মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিপন্থী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য গ্রন্থাগারগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় উপ ও সহ গ্রন্থাগারিকের পদ যথেষ্ট নয় ফলতঃ পরিচালনার ক্ষেত্রে নানারূপ অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

(ঘ) এই সম্মেলন লক্ষ্য করে যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ঘটছে না। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। নির্দিষ্ট মানের পরিষেবার অভাব অনুভূত হচ্ছে।

(ঙ) কর্মচারীদের নিয়োগপদ্ধতি ও পদমর্যাদার জটিলতা প্রমোশনের সুযোগ সুবিধার অভাব এবং কর্মীসংখ্যার অভাব থাকায় গ্রন্থাগারের কাজকর্ম বিশেষভাবে প্রতিহত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের বি লিব এস সি বা এম লিব এস সি পড়ার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অনুৎসাহ কর্মীদের ক্ষুব্ধ করছে।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে ৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে :

২১ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করতে হবে। যেহেতু সম্পদের অধিকাংশ উৎস কেন্দ্রীয় সংকারের হাতে এ-জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর আর্থিক সাহায্য করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও গ্রন্থাগারে পরিচালনা ও পরিকল্পনার বিষয়গুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

২২ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগারিকসহ ও অন্যান্য পদগুলি পূরণ করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসমূহকে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের অধ্যাপকদের সমতুল ও পদমর্যাদা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে অবিলম্বে উপযুক্ত সংখ্যক উপ ও সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

২৩ কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়োগবিধি, প্রমোশনপ্রথা এবং উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষার জন্য সবেতন ছুটি দিতে হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের মান বাড়ানোর জন্য রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মচারীরা যাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত সম্মেলন, সেমিনার ও সিম্পোসিয়ামগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য ও ছুটির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন—এ-সম্পর্কে একটি নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন।

২৪ গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবার মান উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন পরিচালনা নীতি গ্রহণ করতে হবে। গ্রন্থাগারের ক্রিয়া কর্মগুলির মূল্যায়ণ (Job description, Job evaluation প্রভৃতি) করা প্রয়োজন। পরিসেবাগুলি সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু হওয়া প্রয়োজন।

২৫ এই সম্মেলন গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছে আবেদন করে যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার নানারূপ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারে সুষ্ঠুভাবে পরিসেবা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এ কাজ গ্রন্থাগারিকতা বৃদ্ধির স্বার্থেই করতে হবে। তাই কর্মীদের কাছে আবেদন এ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

৩ কলেজ গ্রন্থাগার সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ

শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত ৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন কলেজের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিলম্বে হলেও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম প্রবর্তনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এই সম্মেলন তাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও মনে করিয়ে দেয় যে কলেজগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুদান প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাওয়ার কারণে গ্রন্থাগারগুলি প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত এবং উপযুক্ত পরিসেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। কলেজগুলিতে বৈজ্ঞানিক প্রথা সম্বলিত কোন স্টাফ প্যাটার্ন তৈরী হয় নি। গ্রন্থাগার সহকারীদের নিয়োগকালে যোগ্যতা হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের কোন স্বীকৃতি নেই। লাইব্রেরী এ্যাটেন্ডান্টদের পদমর্যাদা দক্ষ ল্যাবোরেটরীর স্টাফদের সমতুল নয়। এই রকম অবস্থায় এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে—

৩১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ও কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কলেজ গ্রন্থাগারের বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ সেই কলেজ বাজেটের মোট ৬·৫% —১০% ভাগ নির্দিষ্ট করা হোক।

৩২ অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সুপারিশকৃত যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের কলেজ শিক্ষকদের সমতুল বেতন দিতে হবে। কলেজের অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত যে সমস্ত অসঙ্গতিগুলি রয়েছে অবিলম্বে সেগুলি দূর করতে হবে। গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের বেতন ফিক্সেশন করার কাজটি ত্বরান্বিত করতে হবে।

৩৩ প্রত্যেক কলেজে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পাঠকক্ষ আসবাব ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে হবে। বইপত্র বাঁধাই ও সংরক্ষণ বাবদ বার্ষিক অর্থবরাদ্দ করতে হবে। পুস্তক ও পত্রিকা ক্রয়ের জন্য নিয়মিত অনুদান দিতে হবে।

৩৪ গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সহকারী পদের জন্য অন্ততঃ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া লাইব্রেরী এ্যাটেন্ডান্টদের ক্ষেত্রে দক্ষ ল্যাবরেটরী এ্যাটেন্ডান্টদের সমতুল বেতনক্রম দিতে হবে। গ্রন্থাগার সর্টারের পদ প্রবর্তন করতে হবে।

৩৫ পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যে 'স্টাফ প্যাটার্ণ' চালু করা হয়েছে তা কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে রচিত হয়নি এবং সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে কোন স্টাফ প্যাটার্ণ নেই। এমতাবস্থায় বেসরকারী ও পৌরিত কলেজে কর্মী কাঠামোর অবিলম্বে সংশোধন করা যেমন প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কলেজে কর্মী কাঠামো প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

৩৬ কলেজ গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'চীফ' ইন চার্জ' পদের অবলোপ করে গ্রন্থাগারিককে আহ্বায়ক করে ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বে গ্রন্থাগার কমিটির গঠন করতে হবে।

৩৭ কলেজ গ্রন্থাগারিক সহ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকের সদমর্যাদার Teachers' Council এর সদস্য পদ দিতে হবে। এ বিষয়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশ দিতে হবে।

৩ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব

৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গ্রহণ করেছে :—

(১) এই সম্মেলন উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য রাজ্য সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

(২) এই সম্মেলন মনে করে যে উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর যে ন্যূনতম সংখ্যা ৭৫০ জন করা হয়েছে তা শিথিল করে প্রতিটি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(৩) শিক্ষার স্বার্থে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(৪) গ্রন্থাগারে আসবাবপত্র ও গ্রন্থক্রয় এবং পুস্তক সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) প্রতিটি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার পিরিয়ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) ছাত্রছাত্রীদের পাঠকক্ষের (Reading Room) জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি প্রশস্ত কক্ষের সংস্থান করতে হবে।

(৭) প্রতিটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য একজন সহকারী (Attendant) নিয়োগ করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা, পুস্তক সংখ্যা

ইত্যাদি বিবেচনা করে অতিরিক্ত কর্মীর সংস্থান করতে হবে।

(৮) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রমে যে অসংগতি আছে তা বিলুপ্ত করে তার অবসান করতে হবে।

(১০) প্রতিটি বিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গ্রন্থাগারিককে সদস্য করতে হবে এবং গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার কমিটি করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

যে সমস্ত সদস্য এখনও ১৯৮১-৮২ সনের চাঁদা দেন নাই তাঁদের আর গ্রন্থাগার পাঠানো হবে না।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রতিবেদন

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিমণ্ডলীর ও অন্যমহোদয়দের সাদর অভ্যর্থনা জানাই। বিগত সম্মেলনের পর থেকে এই সম্মেলন কাল পর্যন্ত যে সব গ্রন্থাগার কর্মীর ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহযোদ্ধার জীবনাবসান ঘটেছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করছি—

উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

১ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ গঠিত হয়েছে। বিগত বছরে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের মোট চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যাবলী বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২ প্রনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী রচনা করা হয়েছে। এই পরিচালন বিধি কার্যকর করা হলে গ্রন্থাগারগুলির সাংগঠনিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে।

৩ গ্রন্থাগার কর্মীদের এ যাবৎ কাল কোন সার্ভিস রুলস্ ছিল না। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ সার্ভিস রুলস প্রণয়ন করেছে। এই সার্ভিস বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনা রয়েছে।

৪ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মিত বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে, নূতন রীতি প্রবর্তনের ফলে বেতন পাওয়ার অনিশ্চয়তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৫ গ্রন্থাগার আইন সংশোধনের জন্য একটি অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন করা হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্সের ফলে প্রনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে আইনের অন্তর্ভুক্ত করার যে অসুবিধা ছিল তা দূরীভূত হয়েছে।

৬ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য সরকারী কর্মচারী সহ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদেরও বেতনক্রমের সংশোধনের কর্মীরা বঞ্চিত হয়ে বেতন পাচ্ছেন। এছাড়া কর্মীরা মহার্ঘভাতা, বাড়ীভাড়াভাতা ও চিকিৎসাভাতা পাচ্ছেন। কোন কোন পদের বেতনক্রম সম্পর্কে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে, সে সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কাছে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। পেনসন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

এ ছাড়া আর যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হ'ল—

ক) পরিষদ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যাপক সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কলকাতা নগর গ্রন্থাগার ২৪-পরগণা জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের অনুরোধে সাময়িকভাবে পরিষদ একটি শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছে।

খ) কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ইউ জি সি বেতনক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম প্রবর্তন বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

গ) কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহ গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ঘোষণা করা হয়েছে।

যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অমীমাংসিত রয়েছে এবং আশু সমাধানের দাবী রাখে তা হ'ল—

১ গ্রন্থাগার আইনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির সংশোধন—

২ জেলাস্তরে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তাকগুলির দ্রুত গঠন—

৩ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের পদগুলির প্রবর্তন—

৪ গ্রন্থাগার আইনের মোতাবেক রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধি নির্বাচন—

৫ নতুন পরিচালন বিধি অনুসারে গ্রন্থাগার-গুলির নির্বাচন অনুষ্ঠান গ্রন্থাগার কর্মীদের সার্ভিস ক্লাস প্রবর্তন—

৭ আলোচ্য বছরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা ও কার্যকর করা—

৮ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রমের অসঙ্গতি দূর করা—

১ প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক দের বেতনক্রমের অসঙ্গতি দূরীকরণে—

১০ নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

এবারের সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়

এবারের সম্মেলনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা। অন্যান্য গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী নিয়েও আলোচনা হবে। আপনাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই আলোচনা সার্থক হোক। ধন্যবাদান্তে

২২ ৬।৮২

রামকৃষ্ণ সাহা
সাধারণ সম্পাদক
কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষে

শুভেচ্ছাবাণী

শিলিগুড়ি অনুষ্ঠিত ৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী

৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ২৫ থেকে ২৭শে জুন, শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে উদ্যোক্তা ও অংশগ্রহণকারীদের আমার শুভেচ্ছা জানাই।

জ্যোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

আমি উপস্থিত থাকতে পারছিনা শিলিগুড়ি সম্মেলনে। খুব দুঃখিত। আমি আপনাদের সাথেই আছি। পরিষদের প্রবীণ সদস্যদের আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।

পার্থ দে
প্রাক্তন শিক্ষা ও গ্রন্থাগার
বিষয়ক মন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনাদের ৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সর্বাঙ্গীন সফলতায় সার্থক হউক। এই কামনা করি।

রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য।
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক
বিক্রেতা সভা

The council, staff and Director of Aslib send fraternal greetings to the 38th Library conference on the occassion of its meeting from June 25-27, 1982.

Dr. D. A. Lewis
Director
ASLIB

It gives me, as president of the library Association, greater pleasure to send a message of goodwill on the occasion of the 38th Bengal Library conference.

On behalf of all my colleagues in the Library Association may I wish you a happy and enjoyable conference.

Kenneth A. Stockham
President
Library Association,
Great Britain

I hope the Deliberations of the conference will be constructive and fruitful in particular reference to improved standard of Library Services. I wish the conference all Success and convey my thanks to the organisers.

R. K. Poddar
Vice-Chancellor
University of Calcutta

The policy and Finance Subcommittee met last Saturday and asked me to send the committee's good wishes for the success of the 38th Bengal Library conference.

Mrs. M. Curtis
Secretary
School Library
Association, U K

.....I, on behalf of the Bihar Rajya Pustakalaya Sangh sent my good wishes for success of the conference and also the sense of appreciations to fellow professionals and workers who have dedicated their life for this noble cause.

Dr. R. S. P. Singh
General Secretary
Bihar Rajya Pustakalay Sangha,
Patna.

With great pleasure, the China Society of Library Science would like to extend its warmest congratulations to the Bengal Library Association, on the occasion of the holding of the 38th Bengal Library Conference. We sincerely wish the Associations greater achievements in promoting library Services in West Bengal. ... May the interflow and cooperation in library field between our two countries be ever growing.

China Society of library of
Science, Bejing People's
Republic of China.

..... I take the proud privilege of conveying the best wishes and warm greetings to the delegates on behalf of the IASLIC Secretariat.

T. Lahiri
Joint Secretary
IASLIC, Calcutta

..... It is gratifying that the public library movement in West Bengal is receiving a great thrust now and the goal of free public library service to one and all is being realised. In this endeavour, the Bengal Library Association has a major role to play.....I wish the 38th Bengal Library conference every success.

T. S. Rajagopalan
Scientist-in-charge
INSDOC, New Delhi

May the 38th session of the Bengal Library Conference be successful in its efforts to promote libray services. My best wishes are extended to you and to the delegates.

William J. Welsh
Acting Librarian
Librarian of Congress, U.S.A

৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে নথিভুক্ত প্রতিনিধিবৃন্দের নাম

॥ কলিকাতা ॥

১। অমিতাভ বসু ২। অর্চনা শ্রীমানী ৩। অনিলচন্দ্র পাল ৪। অরুণ রায় ৫। অসিতাভ দাস ৬। আরতি বড়াল ৭। কবিতা চ্যাটার্জী ৮। কমলাকান্ত সাহা ১। কালিদাস দে ১০। কালি প্রসাদ ১১। কৃষ্ণা সরকার ১২। খুসীরঞ্জন কুণ্ডু ১৩। গৌতম গোস্বামী ১৪। গৌতম চাটার্জী ১৫। চাঁদনা চক্রবর্তী ১৬। ছায়া ঘোষ ১৭। জয়ন্তী রায় ১৮। জয়শ্রী সেন ১৯। বন্দু মুখোপাধ্যায় ২০। তুলি রায় ২১। তপন কুমার রায় ২২। তরুণ কুমার চাটার্জী ২৩। তাপস কুমার বিশ্বাস ২৪। তারকনাথ সিংহ ২৫। দিলীপ কুমার দাস ২৬। দুলালচন্দ্র পাত্র ২৭। দেবনারায়ণ মান্না ২৮। ননী গোপাল বসাক ২৯। নারায়ণ চক্রবর্তী ৩০। নিতাই চন্দ্র ঘোষ ৩১। নিরঞ্জন চক্রবর্তী ৩২। পমি সেন ৩৩। পরেশচন্দ্র সাহা ৩৪। পাপিয়া চক্রবর্তী ৩৫। প্রতাপাদিত্য সরকার ৩৬। প্রদ্যোৎ বসুচৌধুরী ৩৭। প্রবীর রায়চৌধুরী ৩৮। প্রশান্ত কিশোর রায় ৩৯। প্রসাদ কুমার চট্টোপাধ্যায় ৪০। বলাই চন্দ্র ঘোষ ৪১। বাণী চক্রবর্তী ৪২। বিকাশ মুখোপাধ্যায় ৪৩। নিমলি কৃষ্ণ গোস্বামী ৪৪। বৃন্দাবন চন্দ্র দত্ত ৪৫। বৈজয়ন্তী ঘোষ ৪৬। ভারতী বিশ্বাস ৪৭। এম, এন, নাগরাজ ৪৮। মঙ্গল প্রসাদ সিংহ ৪৯। মঞ্জু রায়চৌধুরী ৫০। মনতোষ কুমার ঘোষ ৫১। মল্লিকা মিত্র ৫২। মালতী ভট্টাচার্য ৫৩। মালা সেন ৫৪। মায়া দে ৫৫। মিতালী চট্টোপাধ্যায় ৫৬। মিহির কুমার ভট্টাচার্য ৫৭। যূথিকা ধাম ৫৮। রতনলাল গুহ ৫৯। রথীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬০। রথীন্দ্রনাথ দাস ৬১। রামকৃষ্ণ সাহা ৬২। রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ৬৩। রীণা গুহসরকার ৬৪। রুমা সরকার ৬৫। রেণুকা ঘোষ। ৬৬। লজিলা সেনগুপ্ত ৬৭। শশাঙ্ক কুমার বাগচী ৬৮। শিবা সিংহ ৬৯। শিবদাস আচী ৭০। শিপ্রা সরকার ৭১। শুভ্রা বসু ৭২। শোভন কুমার হরি ৭৩। শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪। সত্যজিৎ বসু। ৭৫। সন্ধ্যা মিত্র ৭৬। সলিল কুমার চাকলাদার ৭৭। সবিতা চট্টোপাধ্যায় ৭৮। সমর রায় চৌধুরী ৭৯। সমীর দত্ত ৮০। সাগরিকা ভট্টাচার্য ৮১। সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায় ৮২। সুজয় সরকার ৮৩। সুমিত কুমার আলা ৮৪। সুবিমল চন্দ্র রায় ৮৫। সুভাষ চন্দ্র ঘোষ ১৬। সুভাষেন্দু গুপ্ত ৮৭। সোম মুখোপাধ্যায় ৮৮। স্নিগ্ধা দাস ৮৯। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

॥ কুচবিহার ॥

১। জগদীশ চন্দ্র সরকার ২। জিতেন্দ্র চন্দ্র নন্দী ৩। ননী গোপাল সেনগুপ্ত ৪। প্রাণকৃষ্ণ লীল ৫। বাদল চন্দ্র সরকার ৬। বিমল ব্যানার্জী ৮। মদন গোপাল সাহা ৯। মনোরঞ্জন দে ১০। রমেন্দ্র মোহন দে ১১। রাজদাস পাল ১২। শচীনন্দন ঘোষাল

॥ ২৪ পরগণা ॥

১। অচিন্ত্য চক্রবর্তী ২। অঞ্জলি ঘোষ ৩। অঞ্জলি

বিশ্বাস ৪। অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য ৫। অতুল চন্দ্র জানা ৬। অণিমা মিত্র ৭। অনুপ কুমার সংকার ৮। অনুপম সেনগুপ্ত ৯। অনীতা ভট্টাচার্য্য ১০। অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১। অমরনাথ ভট্টাচার্য্য ১২। অমিত কুমার নাস ১৩। অমিত কুমার মুখোপাধ্যায় ১৪। অমিত সেনগুপ্ত ১৫। অমিতা কুণ্ডু ১৬। অমিতা ভট্টাচার্য্য ১৭। অর্চনা কুণ্ডু ১৮। অরবিন্দ ভাণ্ডারী ১৯। অরুণাভ ভট্টাচার্য্য ২০। অলকা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১। অলোক চ্যাটার্জী ২২। অশোক কুমার মিত্র ২৩। অসীম কুমার নীল ২৪। আগরপাড়া পাঠাগার ২৫। আবদুর রজ্জাক আকুঞ্জী ২৬। আশিস কুমার প্রামাণিক ২৭। কমলেশ ভট্টাচার্য্য ২৮। কল্যাণী প্রামাণিক ২৯। কাজি ইমামুদ্দিন ৩০। কানাইলাল জানা ৩১। কানাইলাল ভট্টাচার্য্য ৩২। কালীজীবন সরকার ৩৩। কালীপদ পাল ৩৪। কুন্তল কুমার দত্ত ৩৫। কৃষ্ণদেব পাল ৩৬। কেকা শান্তি ৩৭। কেশব চ্যাটার্জী ৩৮। কৃষ্ণপদ মজুমদার ৩৯। খেয়াঘাম মণ্ডল ৪০। গোবিন্দ দে ৪১। গোবিন্দ চন্দ্র খেয়ানাথ ৪২। গৌরহরি দাস ৪৩। গৌরাঙ্গ কর্মকার ৪৪। গৌরী চৌধুরী ৪৫। চরণ দাশগুপ্ত ৪৬। চিত্রা দেব ৪৭। জ্ঞান সংকর ঘোষ ৪৮। জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য ৪৯। জ্যোতিস্ময় ৫০। জ্যোতিষ চক্রবর্ত্তী ৫১। তনুশ্রী কুণ্ডু ৫২। তনুশ্রী মুখোপাধ্যায় ৫৩। তনুশ্রী রায় ৫৪। তপন চক্রবর্ত্তী ৫৫। তপন বসু ঠকুর ৫৬। তরুণকান্তি বসু ৫৭। তরুণকুমার রথ ৫৮। তরুণ বিশ্বাস ৫৯। তাপস কুমার চক্রবর্ত্তী ৬০। তাপস কুমার নাথ ৬১। দীপক কুমার ঘোষ ৬২। দীপক মজুমদার ৬৩। দীপক কুমার মণ্ডল ৬৪। দীপক কুমার মিত্র ৬৫। দুলাল চন্দ্র দাস ৬৬। দেব কুমার ঘোষ ৬৭। দেবতোষ দালাল ৬৮। দেবব্রত পাল ৬৯। দেবাশীষ সেনগুপ্ত ৭০। ধীমান সাহা ৭১। নলিনীরঞ্জন মাইতি ৭২। নন্দা ভৌমিক ৭৩। নারায়ণী রায় ৭৪। নিতাই দেব ৭৫। নিতীক ঘোষ ৭৬। নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ৭৭। নিরঞ্জন মুধা ৭৮। পরেশনাথ বিশ্বাস ৭৯। পুষ্পা দাশগুপ্ত ৮০। পার্থ প্রতিম সরকার ৮১। পুরঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ৮২। প্রদীপ বসু ৮৩। প্রণব চ্যাটার্জী ৮৪। প্রবীর দে ৮৫। প্রবীর ভট্টাচার্য্য ৮৬। প্রসাদ রায় ৮৭। প্রসাদলাল রায় ৮৮। প্রসেনজিৎ কুমার মল্লিক ৮৯। প্রবীর বিশ্বাস ৯০। প্রভাত মাঝি ৯১। বিমলকান্তি চক্রবর্ত্তী ৯২। বিমল কুমার চক্রবর্ত্তী ৯৩। বিমল কুমার দাস ৯৪। বিমল কুমার দত্ত ৯৫। বিভূতি কুমার সাহা ৯৬। বিশ্বজিৎ মুখার্জী ৯৭। বীরেন্দ্রনাথ কাজী ৯৮। মদনমোহন দাস ৯৯। মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ১০০। মিতা রায় ১০১। মিতা রায় ১০২। মুকুল ঘোষ ১০৩। মোহন চন্দ্র নস্কর ১০৪। মৈত্রেয়ী দেব ১০৫। যামিনীকান্ত মণ্ডল ১০৬। রঞ্জিত কুমার মিত্র ১০৭। রতন কুমার চৌধুরী ১০৮। রত্নাবলী দত্ত ১০৯। রবিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ১১০। রবীন্দ্রনাথ দে ১১১। রবীন্দ্রনাথ বেরা ১১২। রমা কান্তিলাল ১১৩। রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ১১৪। রমা প্রসাদ দত্ত ১১৫। রাম প্রসাদ দাস ১১৬। রাসবিহারী দাস ১১৭। রূপেন্দ্রনাথ সরকার ১১৮। রেখা চক্রবর্ত্তী ১১৯। লিপিকা রায় ১২০। লিলি সেন ১২১। শক্তি প্রসাদ জানা ১২২। শম্ভুরাম দাসনা ১২৩। শিখা ভদ্র ১২৪। শ্যামল রায় ১২৫। শ্যামাপ্রসাদ নিয়োগী ১২৬। সজল চক্রবর্ত্তী ১২৭। সজল ভৌমিক ১২৮। সন্তোষ কুমার বনাক ১২৯। সন্দীপকুমার মল্লিক চৌধুরী ১৩০। সন্ন্যাসীচরণ ঘোষ ১৩১। সবিতা চ্যাটার্জী ১৩২। সমীর কুমার বিশ্বাস। ১৩৩। সরোজ বিশ্বাস ১৩৪। সুকুমার রায় ১৩৫। সুবোধ মোহন বোস ১৩৬। সুনীল ভূষণ গুহ ১৩৭। সুবোধ কুমার ঘোষ ১৩৮। সুব্রত বোস ১৩৯। সুমন কুমার ১৪০। সুশান্ত চক্রবর্ত্তী ১৪১। সেখ আবদুল বারী ১৪২। সোনালী ভট্টাচার্য্য ১৪৩। স্বপন কুমার দে ১৪৪। স্বপন কুমার ভুঁইয়া ১৪৫। স্বপন কুমার সেন ১৪৬। স্বাতীশ কুমার সেনগুপ্ত ১৪৭। হিরেন্দ্র কুমার নাগ

॥ জলপাইগুড়ি ॥

১। অজিত কুমার ঘোষ ২। অরুণ কুমার ঘোষ ৩। আজিজার রহমান ৪। কল্যাণ সে ৫। কানাইলাল বর্মণ ৬। কালীনাথ দাস ৭। কেশব চন্দ্র রায় ৮। চন্দন কুমার দাস ৯। চায়না সে ১০। তপন কুমার সে ১১। তারাপদ ভট্টাচার্য ১২। দিলীপ চক্রবর্তী ১৩। দেবব্রত মুখার্জী ১৪। নলিনী রঞ্জন সরকার ১৫। নিত্যরঞ্জন গুহ ১৬। নির্মল চন্দ্র রায় ১৭। নীতিশ চন্দ্র বসু ১৮। পরিমল কান্ত ভট্টাচার্য ১৯। পুলক সেনগুপ্ত ২০। বলরাম সাহা ২১। বিদ্যুৎ কুমার নন্দী ২২। বেলা কোর্ট পাবলিক লাইব্রেরী ২৩। মনোজিৎ কুমার মিত্র ২৪। রণজিৎ কুমার মিত্র ২৫। সমীর বর্মন ২৬। সমীরেন্দ্র প্রসাদ তালুকদার ২৭। সুরেশ পাল ২৮। সুবীর সেনগুপ্ত ২৯। এস, কে, লাহিড়ী ৩০। সুব্রত থানাজী ৩৬। হরিদাস হাজরা

॥ দার্জিলিং ॥

১। অশোক বসু ২। কালীনাথ দত্ত ৩। কীর্তীমান রাই ৪। কৃষ্ণ সেনশর্মা ৫। কে, এস, থামাং ৬। গোবিন্দ মল্লিক ৭। গৌরি সে ৮। চন্দনলাল সেখান ৯। জি, ডি, রাই ১০। জি, এস, বাসনেট ১১। ডি, পি, থাম্বা ১২। তপন দাস ১৩। দিলীপ চক্রবর্তী ১৪। দীপক মুখার্জী ১৫। দেবেশ মজুমদার ১৬। নরবাহাদুর লামা ১৭। নবকুমার রায় ১৮। নবনী রায় ১৯। নরেন মজুমদার ২০। নিতা রঞ্জন সে ২১। নিম্ পালডেন্ অ্যাডেন্ ২২। পি, থাম্বাং ২৩। পি, পি, শুরু ২৪। পি, রাই ২৫। পি, এস, ছেত্রী ২৬। প্রদীপ নেউল ২৭। বসন্ত লেপচা ২৮। বি, ছেত্রী ২৯। বি, থাপা ৩০। বি, মোক্তান ৩১। বি, সাহু ৩২। বি, বি, সুব্বা ৩৩। বিমল চৌধুরী ৩৪। বি, এস, ছেত্রী ৩৫। বি, সেনগুপ্তন ৩৬। বিকুপদ ঘোষ ৩৭। বীরেন্দ্র কুমার চন্দ ৩৮। বীরেন্দ্র কুমার সে ৩৯। বেণুভক্ত থাপা ৪০। ভীম প্রকাশ সুব্বা ৪১। এম, কে, প্রধান ৪২। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৪৩। রবীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী ৪৪। শংকর তন্ত্র ৪৫। শামেল বসাক ৪৬। এস, কে, রাই ৪৭। এস, টি, লেপচা ৪৮। স্বপন বাগচী ৪৯। সুজিত চক্রবর্তী ৫০। সুনীল পাল ৫১। সুনীল ঘোষ ৫২। সুব্রত সরকার ৫৩। এইচ, আলে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষণ বিভাগের শিলিগুড়ি শাখার ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।

॥ নদীয়া ॥

১। অনাথ নাথ সেন ২। অনিল কুমার কর ৩। অসিত কুমার চ্যাটার্জী ৪। কানাই লাল ঘোষ ৫। জনার্দন সাহা ৬। প্রদীপ কুমার বিশ্বাস ৭। প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায় ৮। বিশ্বনাথ মুড়ে ৯। বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ ১০। বৃন্দাবন চন্দ্র মণ্ডল ১১। মদন মোহন মল্লিক ১২। সাহা চট্টোপাধ্যায় ১৩। স্বপন কুমার মিত্র ১৪। সঞ্জিত বিশ্বাস ১৫। সাগরময় অধিকারী ১৬। সন্তোষ কুমার সরকার ১৭। রামারমণ প্রামাণিক ১৮। রামপ্রসাদ দাস

॥ পশ্চিমদিনাজপুর ॥

১। অজিত কুমার সরকার ২। অতিন্দ্রচন্দ্র সিংহ ৩। অনিতা চৌধুরী ৪। অনিতা সরকার ৫। অম্বিকা চরণ চ্যাটার্জী ৬। অসিত কুমার তালুকদার ৭। অসিত কুমার সরকার ৮। উপেন্দ্র নাথ দাস ৯। কংসেশ্বর রায় ১০। খলিলুর রহমান ১১। ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল ১২। গুরুপদ মণ্ডল ১৩। চিত্তরঞ্জন দত্ত ১৪। জয়ন্ত কুমার সিকদার ১৫। জিতেন্দ্র নাথ সরকার ১৬। দিলীপ কুমার রায় ১৭। ধরণী কান্ত সরকার ১৮। নিতাই চন্দ্র লাহা ১৯। প্রতাপ কুমার দেব ২০। প্রদীপ কুমার নন্দী ২১। প্রবীর সেনগুপ্ত ২২। প্রসন্ন কুমার পাল ২৩। ফণীন্দ্র নাথ সরকার ২৪। বসন্ত কুমার মেহেরা ২৫। বিকাশ রঞ্জন ঠাকুর ২৬। বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী ২৭। বিমল চন্দ্র সরকার ২৮। মদন মোহন চক্রবর্তী ২৯। মোহিনী মোহন

মল্লিক ৩০। রঞ্জন কুমার রায় ৩১। রঘুনাথ বর্মণ ৩২। রবীন্দ্র নাথ গোস্বামী ৩৩। রীতা বসু ৩৪। রমেন্দ্র নাথ দাস ৩৫। লতীদুলাল চৌধুরী ৩৬। শম্ভু নাথ মণ্ডল ৩৭। শ্যামল কুমার বিশ্বাস ৩৯। শিবেন্দ্র নাথ দাস ৪০। শুভব্রত চক্রবর্তী ৪১। স্বপন কুমার দাস ৪২। সরোজ কুমার লাহা ৪৩। সুলেখা চন্দ্র কর ৪৪। সুশীল কুমার সরকার ৪৫। সোমেন্দ্র কুমার বসু ৪৬। সৌম্যেন্দ্র কুমার ঘোষ ৪৭। সুবোধ চন্দ্র কর

॥ পুরুলিয়া ॥

১। অপরূপ চক্রবর্তী ২। অর্ধেন্দু পাল ৩। অশেষ কুমার পাঠক ৪। আবরচন্দ্র মাহাত ৫। কাজল পুরোহিত ৬। কানাইলাল কুইরী ৭। ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাত ৮। গোপেশ্বর মাহাত ৯। চতুর্ভুজ মাজী ১০। দুর্গাচরণ পৈতণ্ডী ১১। দোল গোবিন্দ কুইরী ১২। প্রণত মুখোপাধ্যায় ১৩। প্রসন্ন মাহাতো ১৪। পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫। বলরাম ব্যানার্জী ১৬। বিশ্বনাথ কুকে ১৭। ভক্তিরঞ্জন পাত ১৮। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ১৯। মহাদেব মুখার্জী ২০। মুক্তিপদ দত্ত ২১। মাতকাড়ি রায় ২২। সুকান্ত হাজরা ২৩। সুভাষ চন্দ্র লায়েক ২৪। সুব্রত চন্দ্র কুইরী ২৫। এস, কে, আবদুল রহমান ২৬। লক্ষ্মণ চন্দ্র মাহাতো

॥ বর্দ্ধমান ॥

১। অধিভূষণ ভট্টাচার্য ২। আনন্দ নারায়ণ গোস্বামী ৩। আব্দুল গণি পরিকর ৪। আব্দুল মমিন মিস্ত্রী ৫। ইলা হালদার ৬। কেশব চন্দ্র মণ্ডল ৭। কিতীশচন্দ্র ঘোষ ৮। গৌতম কুমার চট্টোপাধ্যায় ৯। চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১০। তুষার কান্তি গোস্বামী ১১। দিলীপ কুমার দত্ত ১২। দুর্গাদাস গুপ্ত ১৩। ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ১৪। নবকুমার মাজি ১৫। নারায়ণ চন্দ্র দে ১৭। নিমাই চরণ কর ১৮। বাসন্তীরাণী দাস ঠাকুর ১৯। বাসব মুখার্জী ২০। বিকাশ মুখার্জী ২১। মনোজ মুখার্জী ২২। মির্জা আহাম্মদ হোসেন ২৩। মুকুল কুমার মিত্র ২৪। মোহিনী মোহন দাস ঠাকুর ২৫। রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৬। শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল ২৭। শান্তি কুমার রায় ২৮। শিবা মণ্ডল ২৯। শিবানন্দ পাল ৩০। সত্যজিৎ হাজরা স্বপন কুমার সেন ৩২। সুবোধ চন্দ্র কর ৩৩। সুবোধ কুমার গাঙ্গুলি।

॥ বাঁকুড়া ॥

১। অজিত কুমার গাঙ্গুলী ২। অমলেন্দু নন্দী ৩। দুলাল চন্দ্র সেন ৪। বংশী বটব্যাল ৫। বাসুদেব কুণ্ডু ৬। বিদ্যুৎ বরণ প্রতিহার ৭। বিমল তারণ ঘোষ ৮। রণজিত কাপড়ী

॥ বীরভূম ॥

১। অলোক কুমার চৌধুরী ২। অসিত বরণ সাহা ৩। কালিপদ দাস ৪। গঙ্গাধর মণ্ডল ৫। গৌরাঙ্গ চরণ মজুমদার ৬। গৌরীশঙ্কর অধিকারী ৭। তরণ রায় ৮। দেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল ৯। নিবারণ চন্দ্র কুজ ১০। পঙ্কজ কুমার চক্রবর্তী ১১। পান্নালাল মুখোপাধ্যায় ১২। প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায় ১৩। প্রশান্ত কুমার দত্ত ১৪। বনমালি বিশ্বাস ১৫। বৈদ্যনাথ ঘোষ ১৬। ভবানী প্রসাদ রায়চৌধুরী ১৭। মদন মোহন ডোম ১৮। মিহির কুমার পাত্র ১৯। লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ২০। শান্তি কুমার ঘোষ ২১। শিশির কুমার নন্দী ২২। সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২৩। সত্যবান চক্রবর্তী ২৪। সন্তোষ কুমার ঘোষ ২৫। সন্তোষ ঘোষাল ২৬। সমীর কুমার মুখার্জী ২৭। সাক্ষী গোপাল চন্দ্র

॥ মালদহ ॥

১। আব্দুর রজ্জাক ২। যতেন্দ্র চন্দ্র দাস ৩। গৌরপদ সিংহ ৪। প্রতিনিধি চর অনন্তপুর নওজোয়ান সংঘ ও পাঠাগার ৬। জ্যোতিষ চন্দ্র মণ্ডল ৬। স্বদেশেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৭। নারায়ণ গোপাল দত্ত ৮। প্রবীণ প্রামাণিক ৯। বিজয় গোপাল

বন্দ্যোপাধ্যায় ১০। মজুকেশ ভট্টাচার্য ১১। মোহম্মদ আব্দুল ওদুদ ১২। সহলালাহেল উপাধ্যায় ১৩। সুনীল কুমার মৈত্র ১৪। সুবোধ কুমার গোস্বামী

॥ মেদিনীপুর ॥

১। অজিত কুমার ঘোষ ২। অনিল কুমার শাসমল ৩। অমিত কুমার কৈনা ৪। অলোক কুমার পান্ডা ৫। অরুণ কুমার শাসমল ৬। আশুতোষ পাড়ুই ৭। কামিনী কান্ত গিরি ৮। কান্তিক চন্দ্র পিপলী ৯। চিত্তরঞ্জন মুদলী ১০। জয়হরি বেরা ১১। দামোদর রায় ১২। দুর্গা প্রসাদ দোলুই ১৩। দেবদাস ভট্টাচার্য ১৪। দেবাশীষ ধানাজী ১৫। নন্দলাল পাঁজা ১৬। নগেন্দু কুমার মহাপাত্র ১৭। নিমাই চাঁদ সী ১৮। নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯। নীতিশ চন্দ্র পট্টনায়েক ২০। পুলিন বিহারী সাহু ২১। প্রভাংশু কুমার দাস ২২। বসন্ত কুমার মন্ডল ২৩। বিদ্যাধর মুদলী ২৪। বিবেকানন্দ দাস অধিকারী ২৫। বিশ্বনাথ মাইতি ২৬। ব্যোমকেশ ঘোষ ২৭। ব্যোমকেশ মাইতি ২৮। মদন মোহন দাস ২৯। মাণিক চন্দ্র পাল ৩০। মৃত্যুঞ্জয় সিংহ ৩১। রতন চন্দ্র পিন্ডা ৩২। রতিকান্ত চক্রবর্তী ৩৩। রাধা গোবিন্দ রায় ৩৪। শচীনন্দন কর্মকার ৩৫। শশাঙ্ক শেখর মন্ডল ৩৬। শিপ্রা বসু ৩৭। শ্যামল চন্দ্র দাস ৩৮। শ্যামাকিঙ্কর সরকার ৩৯। শেখ আবদুল রহিম ৪০। শেখ আবদুল হামিদ ৪১। সর্বেশ্বর মিশ্র ৪২। সুপ্রীতি রঞ্জন দে ৪৩। সুশান্ত কুমার গাঙ্গুলী

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

১। অমিত মুখার্জী ২। কিশোরী মোহন মন্ডল ৫। তপন অধিকারী ৬। নুরু ইসলাম হক ৭। পঙ্কজ কুমার দাস ৮। প্রণব কুমার কুন্ডু ৯। প্রনব কুমার পাল ১০। বিনয় কুমার মন্ডল ১১। বিমল কুমার দাস ১২। বিজন কুমার দাস ১৩। বেচন সোদার ১৪। ব্রজদুলাল গোস্বামী ১৫। প্রতিনিধি মণীন্দ্র নগর যুব সঙ্ঘ পাঠাগার ১৬। রথীন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৭। রমণী মোহন সরকার ১৮। রাধামাধব সরকার ১৯। শিবা মন্ডল ২০। শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ২১। সতব্রত রায় ২২। স্বপন কুমার ধানাজী ২৩। হরেন্দ্র নাথ দাস

॥ হাওড়া ॥

১। অনিল কুমার দেবনাথী ২। অম্লান চক্রবর্তী ৩। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪। অজিত কুমার ঘোষ ৫। অরুণ কুমার চক্রবর্তী ৬। অশোক কুমার ঘোষ ৭। অশোক কুমার দাস ৮। অষ্টম কুমার রায় ৯। আশীষ কুমার খাঁড়া ১০। আশীষ সরকার ১১। কৃষ্ণ ওহদেদার ১২। কাশীনাথ পাত্র ১৩। জগদীশ সাঁপুই ১৪। জগমোহন দাস ১৫। তাপস কুমার বাগ ১৬। দিলীপ কুমার দাস ১৭। নিরাপদ মন্ডল ১৮। পঙ্কজ কুমার নস্কর ১৯। প্রদীপ কুমার গাঙ্গুলী ২০। প্রদীপ দত্ত ২১। প্রদ্যোত কুমার সরকার ২২। প্রসেনজিৎ ঘোষ ২৩। বলাই মুখোপাধ্যায় ২৪। ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫। মহীতোষ বেরা ২৬। মাণিকচন্দ্র অধিকারী ২৭। মিহির ঘোষ ২৮। মুরারী মোহন পরে ২৯। রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৩০। রীণিকা দাস ৩১। লক্ষ্মীচরণ সাঁতরা ৩২। শরদিন্দু ঘোষ ৩৩। শেখ সারফুদ্দিন আমেদ ৩৪। শুভেন্দু মান্না ৩৫। শৈলেন্দ্র নাথ শর্মা ৩৬। শ্যামল কুমার ঘোষ ৩৭। এস, বি, জামাল ৩৮। সনৎ কুমার সেন ৩৯। সুকুমার হাজরা ৪০। সুনীল কুমার ঘোষ ৪১। সুনীল কুমার বেরা ৪২। সুরেন্দ্র মাইতি ৪৩। সুশান্ত মুখোপাধ্যায় ৪৪। স্বপন রায় কাজিলাল ৪৫। হরপ্রসাদ মাইতি ৪৬। হলধর ঘোষ

॥ হুগলী ॥

১। অনংগ ভট্টাচার্য ২। অনিল কোঙার ৩। অনিল কুমার দত্ত ৪। অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫। অমিতাভ চৌধুরী ৬। অশোক কুমার পাল

৭। অসিত কুমার ঘোষাল ৮। অজিত গোস্বামী ৯। অনীম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০। অশ্বিনী কুমার ভক্ত ১১। অসিতবরণ পাল ১২। কালীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩। চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য ১৪। জগন্নাথ কর ১৫। জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৬। জগন্নাথ মন্ডল ১৭। তপন কুমার দে ১৮। তরুণ কুমার সুর ১৯। তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ২০। দিবাকর ঘোষ ২১। দীপক কুমার মুখোপাধ্যায় ২২। দীপেন কুমার সিমলাই ২৩। দেবাশীষ মুখার্জী ২৪। ধীরেন্দ্র নাথ সাঁতরা ২৫। নিতাইগোপাল গোস্বামী ২৬। নিত্যানন্দ চৌধুরী ২৭। নির্মল চন্দ্র চৌধুরী ২৮। পীযুষ কান্তি সিংহ ২৯। প্রদ্যুম্ন চন্দ্র সুর ৩০। প্রবীর কুমার আচার্য্য ৩১। বিশ্বনাথ দাস ৩২। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ৩৩। বীণা ভট্টাচার্য্য ৩৪। ভবানী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫। মৃণাল কান্তি ভট্টাচার্য্য ৩৬। রণজিত কুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৭। রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৩৮। রামপদ পাল ৩৯। শশধর নায়েক ৪০। শক্তিধর ঘোষ ৪১। শান্তনু কোলে ৪২। শিবনাথ কোলে ৪৩। শিবরঞ্জন আদক ৪৪। শম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় ৪৫। শিশির গোলুই ৪৬। সুভেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৭। সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী ৪৮। সমীর চ্যাটার্জী ৪৯। সহদেব আদক ৫০। সুরঞ্জন দে ৫১। সুনীল কুমার দত্ত ৫২। সুশীল কুমার পাঁজা ৫৩। হারাধন নায়েক

বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া জেলা শাখার কার্যালয় হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত হয়েছে। জেলা শাখার কার্যালয় সোমবার ও মঙ্গলবার এবং অন্যান্য ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রয়োজন বোধে যে কোনো সদস্য, কর্মী, অনুরাগী উপরি কথিত দিনসমূহে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সহ সম্পাদিকা শ্রীবাণী চট্টোপাধ্যায় (চক্রবর্তী) এর সঙ্গে অথবা সম্পাদক ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা চিঠি লিখতে পারেন নিম্ন ঠিকানায়—

সম্পাদক,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলা শাখা
হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
৫/৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া
ময়দান। হাওড়া-৭১১১০১]

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী

অলোক সান্যাল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার" পত্রিকার পৌষ ১৩৮৮ সংখ্যাটির সম্পাদকীয় নিবন্ধে পশ্চিমবাংলার প্রাচীনতম কতকগুলি গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলির শতবর্ষপূর্তি হয়ে গিয়েছে বা হতে চলেছে। এই বিরল ঐতিহ্যের অধিকারী গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে আরো একটির নাম সংযুক্ত করা যায়। এটি হল কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী। ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটি বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করে সগৌরবে ১২৬ বছরে পদার্পণ করেছে। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ও বৃহত্তম এবং "ক" শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থাগার।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যে ঢেউ অবিভক্ত বাংলার প্রত্যেক অঞ্চলকে আন্দোলিত করেছিল তার স্পন্দন জেগেছিল এই ছোট্ট শহর কৃষ্ণনগরের বুকেও। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা তারই একটি অনাতম ফলশ্রুতি।

১৮৫৬ সালে নদীয়া জেলার বিদ্যালয়সমূহের তৎকালীন পরিদর্শক মিঃ হজসন প্র্যাট আই,সি,এস কৃষ্ণনগরে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনাকে তৎকালীন বিদ্যোৎসাহী সমাজ গভীর আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাটির বাস্তব রূপায়ণের জন্য জেলার মুখ্য অফিসিয়েটিং ম্যাজিস্ট্রেট রামলোচন ঘোষ মহাশয় কৃষ্ণনগর কলেজ হলে নদীয়াবাসীর এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন। কালের নিখিখে সেই সভা এক ঐতিহাসিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয় কারণ সেই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় (১৮৪২-৫৮) স্বয়ং, উনার জমিদার বাবুরা, রাণাঘাটের স্বনামধন্য পালচৌধুরী বাবুরা, নাটুদহের বাবু প্রাণকৃষ্ণ পাল, শিবনিবাসে বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার ও জেলার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা। এই সভাতেই কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পরিচালক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হন যথাক্রমে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং রামলোচন ঘোষ মহাশয় এবং সহ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছিলেন যথাক্রমে রামলোচন ঘোষের পুত্র মনমোহন ঘোষ এবং নদীয়ার জেলা শাসক। এই উপলক্ষে নদীয়াবাসীর মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং সেই সভাতেই চাঁদা হিসাবে সংগৃহীত হয় দশহাজার টাকা। প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারটির স্থাপনকল্পে মহারাজা শহরের কেন্দ্রস্থলে কোর্টরোডের উপর এক একর উনিশ শতক নিষ্কর জমি দান করেন—গ্রহীতা কৃষ্ণনগরের জনসাধারণ। ১৮৫৯ সালে বর্তমানে গ্রন্থাগার ভবনটির নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয় এবং প্রথম গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রী দীননাথ পাল মহাশয়।

পরিবর্তনশীল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে কোন কোন সময় এর চলার পথ অতি দুর্গম হয়ে পড়েছে। ১৮৬৬ সাল নাগাদ এই গ্রন্থাগার ভবনে গোবিন্দ মডেল বিদ্যালয় নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় চালু হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এটি স্থানান্তরিত করতে অস্বীকৃত হলে সাময়িকভাবে জটিলতার সৃষ্টি

হয়। এর নিমন্ত্রনের জন্য ১০ই আগষ্ট ১৮৯২ তারিখের মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র, মনমোহন ঘোষ, জেলা শাসক, জেলা জজ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ডবলিউ বিলীং প্রভৃতির উপস্থিতিতে কৃষ্ণনগর কলেজ হলে নদীয়াবাসীর আবার এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত প্রচেষ্টায় ১৮৯৬ সালে এই বিদ্যালয়টিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে গ্রন্থাগারের চলার পথ সাময়িক ভাবে কণ্টকমুক্ত করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক এমন অবস্থাও গিয়েছে যখন পরিচালকবর্গকে সংস্কৃত বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতির উপর তোলা ধার্য করে এর ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে। এর ফলে তাঁরা একটি বিষয় উপলব্ধি করেন যে, এই গ্রন্থাগারটিকে যদি সঠিক ভাবে পরিচালিত করতে হয় তাহলে প্রয়োজন একটি আদি পরিবারের যাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণ আর্থিক দায়দায়িত্ব প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলির উপর সদাসর্বদা দৃষ্টি রাখবেন। ১৯০৭ সালের ১৬ই নভেম্বর এই মর্মে একটি আদি দলিল সম্পাদিত হয় এবং ১৯০৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এটি রেজেষ্ট্রি হয়। এই দলিলটি দ্বারাই এই ভবন ও সংলগ্ন জমির উপর কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর অধিকার সুরক্ষিত হয়।

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী সে সময় শুধু যে পঠন পাঠন কেন্দ্র হিসাবেই পরিচিত ছিল তা নয়। বিভিন্ন খেলাধুলো ও শরীর চর্চা কেন্দ্র হিসাবেও এর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এই প্রাচীন ভবন কেন্দ্রটির উপরও এসে পড়েছিল। এই গ্রন্থাগার ভবনের পিছনদিকের মাঠে বিপ্লবী বাঘা যতীনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও ব্যায়ামের আখড়া। এর নিয়মিত সদস্য ছিলেন সুরেশ চন্দ্র মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) নিবারণ মজুমদার, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশের নজরদারি পড়িত হয় এই বিদ্যামঠটির উপর। গ্রন্থাগারটি হয় বিপদ্জনক গ্রন্থাগারের তদানীন্তন পরিচালক ও কর্মীদের অনেকে হন কারারুদ্ধ। গ্রন্থাগারের বহু প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থ পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়। শোনা যায় সেই সময় কিছু অসাধুচেতা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি গ্রন্থাগারটি থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও পুস্তকের এক বিরাট সংগ্রহের বিলুপ্তি ঘটায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী মহাদানও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সময়ে এখানে যাঁরা সভাসমিতি করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডঃ আনে, এফ, কে নিরমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

স্বাধীনতা উত্তরকালে গ্রন্থাগারের সাধারণ বিভাগ ছাড়াও কিশোর কিশোরীদের মানসিক উন্নয়নের জন্য কিশোর বিভাগের সূচনা করা হয়। বিভিন্ন সময়ে এর গৃহের বিভিন্ন সংস্কারও সাধিত হয়, এর নবপর্যায়ের সূচনা।

কিন্তু বর্তমানে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত সুপ্রাচীন বিদ্যামঠটি নিদারুণ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। এই সংকটের সূত্রপাত প্রধানত সত্তরের দশক থেকে। পূর্বেই বলেছি এই গ্রন্থাগারটির অবস্থিতি সহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে। একদিকে মুখ্য ডাকঘর অপরদিকে জেলা জজেস্ কোর্ট—এই মধ্যস্থলে কৃষ্ণনগরের বাস্তুতম রাজপথ মনমোহন ঘোষ স্ট্রীটের (পূর্বনাম কোর্টরোড) উপর এই কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীটি অবস্থিত। এই সহরের এক প্রান্তে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পরিপূর্ণভাবে মিটানো সম্ভব নয়। কৃষ্ণনগরের জনসংখ্যা লক্ষাধিক। ফলে তার পুরোক্ষ চাপ এসে পড়েছে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর উপর। আরো একটি বিষয়ও চিন্তা করার আছে। পূর্বে কৃষ্ণনগরে অনেক অঞ্চল ভিত্তিক

গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। এগুলি স্থানীয় পাঠক-বর্গের চাহিদা অনেকাংশে মেটাতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে এগুলির অধিকাংশই অবলুপ্ত হয়েছে বা হতে চলেছে। এর ফলে সামগ্রিক চাপ এসে পড়েছে সহরের কেন্দ্রস্থিত এই গ্রন্থাগারটির উপর।

এবারে এই সুপ্রাচীন গ্রন্থাগারটির আভ্যন্তরীণ অবস্থার একটু পর্যালোচনা করা দরকার। দুটি মিলে বর্তমানে গ্রন্থাগারের সভ্যসভ্যা সংখ্যা প্রায় এগারোশোর কাছাকাছি। প্রতিদিন গড়ে প্রায় চারশ সভ্যসভ্যা পুস্তক লেনদেন করে থাকেন। তাছাড়াও রয়েছে ফি রিডিং রুমের ব্যবস্থা। এখানের গড়ে প্রায় একশ পাঠক পাঠিকা বিভিন্ন প্রয়োজনে পঠনপাঠন করে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের গবেষণার সাথে যুক্ত বহু ব্যক্তি এই ফি রিডিং রুমের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন বা হচ্ছেন।

১১৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত মিলিয়ে প্রায় ২৪০০০ এর উপর। এর মধ্যে রয়েছে দুষ্প্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য আকর গ্রন্থের এক বিরাট সংগ্রহ। এই গ্রন্থাগারে একদিকে যেমন রয়েছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম দিকের সংস্করণের পূর্ণাঙ্গ সভ্যার হিস্টোরিয়ান্স মিশ্রের খণ্ডগুলি কিংবা ইম্পেরিয়াল সেরনীয়ারের সম্পূর্ণ সভ্যার সহ ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের এক বিপুল আয়োজন অন্যদিকে তেমনি রয়েছে যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের সমসাময়িক ভারত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইন-ই-আকবরী, অনুরূপা দেবীর মহানিশা, স্বর্ণকুমারীদেবীর ছোটুক নাটা, কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী প্রনীত রসসাগর বাংলা সাহিত্য-পুরুষ, কুমুদনাথ মল্লিকের সতীদাহ, নদীয়া কাহিনী, নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত বাইশ খণ্ড বিশ্বকোষের পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে রঘুনন্দন গোস্বামী প্রনীত রাম রসায়ণ, রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা বিধান, লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল, প্রভৃতি সহ ধর্ম ও দর্শনের অমূল্য গ্রন্থরাজি এবং পূর্ণচন্দ্র কবিভূষণ কাব্যের সংকলিত উল্টে সাগর কিংবা হরিদাস রায়ণ প্রামাণিক মহাশয় রচিত কমলা-করপাবিলাস, নাম পুস্তকের প্রভৃতি সহ সংস্কৃত পুস্তকের এক সুন্দর সংগ্রহ।

অথচ এহেন একটা গ্রন্থাগারের আয় বলতে সভ্য চাঁদা ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যাকে আরো ঘনীভূত করেছে পুস্তক ও পত্রপত্রিকার ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, বাঁধাই খরচ বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ সংকটজনিত খরচ বৃদ্ধি। এর সাথে রয়েছে কর্মীদের বেতন, পোষাকের প্রভৃতি আনুষঙ্গিক খরচ। কিন্তু এরসাথে সংগতি রেখে সভ্য চাঁদা বা আসনের কোনদিনই বাড়েনি। কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরি সভ্য চাঁদা এক টাকার এবং আসনের দুই টাকায় স্থির হয়ে রয়েছে। ফলে গ্রন্থাগারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সংগতি রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

অপর যে সমস্যা এই গ্রন্থাগারটির অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছে সেটি হল তীব্র স্থানাভাব। আনুমানিক ৩২০০ বর্গফুটে এই গ্রন্থাগার ভবনের সর্বত্র শুধু আলমারীতে ভরা। কিন্তু তবুও বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। স্থানের অভাবে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, ভক্তকৌমুদী, মানসী মর্মবাণী প্রভৃতি অসংখ্য মূল্যবান পত্রপত্রিকা, বহু প্রবন্ধ, সাহিত্য, ধর্মীয় দর্শন ও ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের বহু মূল্যবান গ্রন্থ ঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কীটগ্রস্থ হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও এ সকল কারণে হয়ত এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজির সংগ্রহকে বেশীদিন রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

রাজ্য-সরকার কাইণ্ডেশন সহ বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময়ে অর্থ সাহায্যের হাত যে প্রসারিত করেন নি তা নয়। কিন্তু সেই সাহায্য থেকে এই

গ্রন্থাগার দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল কারণ এটি সমিতি আইনানুগ পঞ্জীভুক্ত ছিলনা। পূর্বে এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। যার ফলে ১২৬ বছরের প্রাচীন গ্রন্থাগারটি ১২৪ বছর পর্যন্ত কোন সরকারি সাহায্যই পায়নি। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর বর্তমান পরিচালক সমিতির সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে তাঁরা বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে দৃঢ়তার সাথে অতিক্রম করে এক সমিতি আইনানুগ পঞ্জীভুক্ত করেন।

এই রকমের বিশাল কোন প্রতিষ্ঠান সরকারি সাহায্য সহযোগিতা ও আনুকূল্য ছাড়া শুধু সভ্য চাঁদার উপর নির্ভর করে যে চলতে পারেনা একথা অনস্বীকার্য। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যাপক গ্রন্থাগার স্থাপন কর্মসূচীর অন্তর্গত টাউন লাইব্রেরী পর্যায়ে এটিকে গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার বিষয়টিতে বর্তমান পরিচালক সমিতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এই গ্রন্থাগারের পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, ঐতিহ্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে এটিকে অনতিবিলম্বে সহর গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। বর্তমান কর্তৃপক্ষ এই মাসে সহস্রাধিক কৃষ্ণনাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকপত্র মাননীয় মন্ত্রীসহ বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলে প্রেরণ করেন। আশার কথা DACSE এর সভাতেও এর পক্ষেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি বর্তমানে সরকারের উচ্চপর্যায়ের বিবেচনাধীন রয়েছে।

কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই গ্রন্থাগারটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য। আর এই গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃত। তাই আমরা মনে করি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

চিঠিপত্র

গ্রন্থাগার সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ২৯ আগস্ট 'আজকাল' দৈনিকে প্রকাশিত বিকাশ সংবাদ ও সুশান্ত নিয়োগীর 'জেলা সমীক্ষা : জলপাইগুড়ি' নিবন্ধে জানলাম, এখানকার সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারে জেলার কবি লেখকদের বইপত্র এবং স্থানীয় লিট্‌ল ম্যাগাজিন-গুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ সত্য হলে, এ ব্যাপারে জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগী হওয়া অবশ্য উচিত। কারণ জেলার লেখকদের গ্রন্থ, পত্র পত্রিকাদি, স্থানীয় ইতিহাস, লোক গণনার রিপোর্ট, কৃষি, শিল্প সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া জেলা গ্রন্থাগারগুলির একটি অন্যতম কর্তব্য বলে আজ স্বীকৃত। জানি এ ব্যাপারে উপযুক্ত কর্মীর অভাবের বা অন্যান্য অসুবিধার কথা হয়ত আসবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, যেহেতু বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগারের বিষয়ে উদার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে নতুন সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা হয়েছে। পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে। এর উপযুক্ত সদ্ব্যবহারে তৎপর হওয়া গ্রন্থাগারকর্মী, পরিচালক ও সংগঠকদের আশু কর্তব্য। গতানুগতিক বই দেওয়া নেওয়া ও কিছু পত্র পত্রিকা পঠনের আয়োজন করা ছাড়াও যুগের চাহিদা অনুযায়ী আরো কিছু করার ভাবনাকে কার্যকরী রূপ দেবার সময় কি এখনও আসেনি?

ধন্যবাদান্তে।

ভবদীয়,

রাণা রায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার

কলিকাতা—৭০০ ০৩২

তাং

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮২

শুদ্ধিপত্র

গ্রন্থাগার—ফাল্গুন-চৈত্র

মুদ্রণ স্থান			মুদ্রিত আছে	পড়িতে হইবে
৩০৭ পৃ: ২ কলম ১৬ লাইন			মুদ্রিত নাই	রঙ্গনাথন এস, আর, R
পরিভাষা অংশ				
৩০৭ পৃঃ	১ কলম	৮ লাইন	• আছে	• থাকিবে না
৩০৮ ,,	২ ,,	৪ ,,	পরিগ্রহণ সংখ্যা বিভাগ	পরিগ্রহণ সংখ্যা অঙ্কন
৩০৮ ,,	১ ,,	১১-২০	—Order	—Order
			দেখুন	
			Alphabetical arrangement	Alphabetical arrangement
৩০৯ ,,	১ ,,	১৭	author দেখুন	—author দেখুন
৩০৯ ,,	৩ ,,	১৩	বিষয় বিশ্লেষণী	অন্তর্বিষয়ী
			সমলেখ	সমলেখ
৩১০ ,,	৩ ,,	৭	বিনাস্ত	বিন্যাস
৩১২ ,,	৩ ,,	১৫	কৃত্রিম সমাসিত	কৃত্রিম সমাসিত পুস্তক
৩১২ ,,	৩ ,,	১৫	গ্রন্থপঞ্জী বিষয়ক বিভাগ	এক লাইন নীচে কথাগুলি পড়িতে হইবে
৩১৩ পৃ:	১ কলম	৪ লাইন	of periodicals	—of periodical
,,	৩ ,,	২ ,,	সাময়িক পত্রের সূচী	এক লাইন নীচে হইবে
,,	১ ,,	৬ ,,	of periodicals	—of periodicals
,,	১ ,,	৭ ,,	of serials	—of serials
,,	১ ,,	৯ ,,	systematic	—of systematic
,,	৩ ,,		ছাপা হয় নাই	গ্রন্থপঞ্জীকরণ
,,	১ ,,	১৬ ,,	Biography	Biographee
,,	৩ ,,	১৩ ,,	দ্বিভাষিক	দ্বিভাষিক
,,	৩ ,,	১৪ ,,	দ্বিভাষিক	দ্বিভাষিক সূচী
,,	১ ,,	১৯ ,,	Bipartite	Bipurtite
,,	৩ ,,	১৮ ,,	গ্রন্থ	পুস্তক বা বই
৩১৪	১ ,,	১২ ,,	—Dellers	—sellers catalogue
৩১৫	৩ ,,	৩ ,,	ক্রমিক সংখ্যা বিভাগ	ক্রমিক সংখ্যা অঙ্কন

মুদ্রণ স্থান			মুদ্রিত আছে	পড়িতে হইবে
	৩ ,,	১০ ,,	কার্ড বন্ধ	কার্ড বন্ধ
	৩ ,,	১৭ ,,	ব ভে'র প্রয়োগ কৌশল	'থানচিত্র' কথাটি নীচের লাইনে
			থানচিত্র	হইবে
৩১৬	১ ,,	৩ ,,	Code	• —code
,,	২ ,,	২৬ ,,	···for mat	—format
৩১৭	২ ,,	২ ,,	givename	given name
	৩ ,,	৩ ,,	কাল নির্দেশক অক্ষর	পরবর্তী লাইনে
				Chronograme অর্থে হইবে
,,	৩ ,,	৮ ,,	বৃত্তাকার বন্ধনী	বৃত্তাকার বন্ধনী
৩১৮	৩ ,,	১২ ,,	—Staotement	•—statement
,,	৩ ,,	১৩ ,,	পুস্তকাংশ বর্ণন	'বর্ণন কথাটি বাদ হইবে
				(পুস্তকাংশ মুদ্রনাঙ্ক বর্ণন অবশ)
,,	১ ,,	১৭ ,,	—Collective title	Collective title
৩২২	১ ,,	৫ ,,	Curvee	curvee

উপরোক্তগুলি ব্যতীত নিম্নোক্ত শব্দগুলি ISI শব্দ বলিয়া (•) তারকা চিহ্নিত করিতে হইবে।

Author analytical entry, Canonical focus, Canonical subject, Canons of catalogue, Caption, Catalogue Card, Catalogue Code, Cataloguer, Cataloguing, Catchward entry, Catchword title, Catchism, Centralised cataloguing, Chain, Christian name, Chronological device, Collaborator, Collation, Collation and imprint section, Collection number, Commemoration volume, Common isolate, Common isolate part of a chain, compiler, Complex arry isolate Complex class, complex isolate, Composite book, Composite work, Compound class, Compound family name, compound focus, Compound given name, Compound name, Compound number, Concordance, Conference, Connecting symbol, Consistency, Consolidated, Consolidated entry, Consolidated general entry, Constitutional organ, Continuation card, Continuity, Contractions, Contribution, Contributor, Conventional document, Co-operative catalogue, Copyright document, Corporate author, Corporate body, Cross reference index entry,

পরিষদ কথা

॥ কলিকাতা ॥

গত ১৭ই মার্চ, ১৯৮২ তারিখে ছাত্র সংযোগ সমিতির উদ্যোগে ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ভারত সভা হলে। সভায় সভাপতিত্ব ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীলবিহারী ঘোষ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীরা। বিপুল উদ্দীপনার সাথে এই সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ৮ই আগস্ট, ১৯৮২ তারিখে বসিরহাট মিউনিসিপ্যালটি হলে পরিষদের ২৪ পরগণা জেলা শাখার বসিরহাট মহকুমা সম্মেলন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন পরিষদের কর্মসচিব রামকৃষ্ণ সাহা। গ্রন্থাগার বিষয়ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এম এল এ, গৌতম চৌধুরী এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নারায়ণ সরকার। সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিমলকান্তি চক্রবর্তীকে আহ্বায়ক করে এগারো জনের একটি উপসমিতি গঠন করা হয়।

॥ দার্জিলিং ॥

গত ২রা আগস্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারীকের দপ্তরে জেলার গ্রন্থাগারগুলি এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারকে জেলা গ্রন্থাগারে উন্নীত করা, সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির জন্য অবিলম্বে কর্মী নিয়োগ করে গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা, প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে কর্মীদের ব্যবস্থা করা, পার্বত্য এলাকার কর্মীদের অবিলম্বে পার্বত্যভাতা প্রদান, কার্সিয়াং বুমেছিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগারের বিগত দুই বছরের পুস্তক ক্রয়ের টাকা অবিলম্বে দিতে হবে, বিধাননগরের পরলোকগত গ্রন্থাগারিক চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা তার পরিবারবর্গকে দিয়ে দিতে এবং ভারবাদা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অচলাবস্থা অবিলম্বে দূর করার জন্য দাবী জানানো হয়। স্মারকলিপি পেশ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক বীরেন চন্দ।

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

১৮-৭-৮২ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলার ৮ম জেলা সম্মেলন প্রসন্নকুমার স্মৃতি নগর গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় গোবিন্দ সুন্দরী বিদ্যালয়, বেলেডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সমাজশিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সদস্য শ্রী নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, রামকৃষ্ণ সাহা, অরুণ রায় ও সনাতন বাগচী উপস্থিত ছিলেন। জেলার ৪টি মহকুমার গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার সহ গ্রন্থানুরাগী ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি উৎসাহ জনক। সম্মেলনে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও জেলার

গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ বিস্তারিত আলোচনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ১৯৮২-৮৪ সালের জন্য নিম্নলিখিত ১১ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

১। কণা বন্দ্যোপাধ্যায় ২। মদন মণ্ডল ৩। সত্যব্রত রায় ৪। গৌতম বিকাশ চক্রবর্তী ৫। রমণী মোহন সরকার ৬। হরিপ্রসাদ মুখার্জী ৭। দে চাওড়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি ৮। কাঁদী সাধারণ পাঠাগার ৯। কাজীদা নজরুল লাইব্রেরী ২০। নকুলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১। বিমল দাস।

॥ মেদিনীপুর ॥

গত ২২শে জুন, ১৯৮২ তারিখে বুধবার ১২টায় জেলা গ্রন্থাগারে রাজ্য সরকারের সমাজশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরাকে পরিষদের জেলা শাখার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামরঞ্জন ভট্টাচার্য। এই সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক দীপক সরকার, ডঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, শিবপ্রসাদ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা অপিমা ভট্টাচার্য, শিবানী আহমেদ, ডঃ সুশীলা মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ জেলা শাখার পক্ষ থেকে সম্পাদক শেখ আবদুল রহিম মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীমতী ছায়া বেরা এই সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুনিশ্চিতরূপে সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পরিষদের মেদিনীপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে গত ১৮।৬।৮২ তারিখে বেলা ৪টায় জেলা গ্রন্থাগারে সমিতির সহ-সভাপতি ও নজরুল পুরস্কার বিজয়ী আজহারউদ্দীন খানকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

গ্রন্থাগার সংবাদ

॥ কলিকাতা ॥

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

বিগত ১৬ই জুন, ১৯৮২ তারিখে বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসব পালন করার আয়োজন করা হয়। ১৬ই জুন এই উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রবীণ সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ এবং শত প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করে জগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্র পত্রিকার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তুষারকান্তি ঘোষ। ২০শে জুন সকালে গ্রন্থাগার ভবন থেকে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই পদযাত্রায় প্রায় দুই-শত সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগার

গত ২০শে জুলাই, ১৯৮২ তারিখে ইণ্টালি একাডেমী স্কুলে সন্ধ্যা ৭টায় পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৮২-৮৩ সালের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি—ননীগোপাল রায়; সহঃ সভাপতি অজিতকুমার নন্দী ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার; সম্পাদক সমীরকুমার ঘোষ; সহঃ সম্পাদক— পূরবী পাল; কোষাধ্যক্ষ—রঞ্জিতকুমার পাল; গ্রন্থাগারিক তপতী মুখোপাধ্যায়; সভ্যগণ—অরুণ মুখোপাধ্যায়, সাধন বসু, চৈতন্য আঢ্যদস, গৌতম চক্রবর্তী, রুমিতা চক্রবর্তী, কুমুদ মজুমদার, বীরাজ সরকার, তপন বিশ্বাস, শ্যামল ঘোষ এবং সুমন্ত হীরা।

॥ ২৪ পরগণা ॥

আগরপাড়া পাঠাগার, কামারহাটি

গত ১৩ই জুন, ১৯৮২ তারিখে পাঠাগারের উদ্যোগে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় "রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ভবেশ সরকার ও শান্তনীল দাস।

তারাতলিয়া বীণাপাণি পাঠাগার, তারাতলিয়া

গত ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৯ তারিখে পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ তারিখে পাঠাগারে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ৮৩তম জন্ম দিবস পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব গোলাম হোসেন।

প্রগতি সঙ্ঘ পাঠাগার, আগরপাড়া

গত ৯ই জুলাই, ১৯৮২ তারিখে সন্ধ্যা ৬-০০মিঃ এ পাঠাগারের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান অনিমেষেন্দু মজুমদার। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও ডঃ পবিত্র সরকার। ঐ সভায় বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

সংহতি গ্রন্থাগার, বারাসাত

গত ১১ই মে ১৯৮২ তারিখে গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন চিত্তরঞ্জন মুখার্জী। সভায় বক্তব্য রাখেন সভানেত্রী অঞ্জলী সাহু, মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়, শান্তিদাস চৌধুরী, রঞ্জিতকুমার মিত্র।

॥ নদীয়া ॥

বিবেকানন্দ পাঠাগার, কাঁদোয়া

গত ১০ই, ১৪ই, ও ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ তারিখে পাঠাগারের ৩৩ তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী, বহরমপুর

গত ৭ই জুলাই, ১৯৮২ তারিখে পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয় :—

সভাপতি—সাবিত্রীপ্রসাদ গুপ্ত ; সহ-সভাপতি —অমিতাভ রায় ; সাধারণ সম্পাদক—স্বপনকুমার দেবনাথ ; কোষাধ্যক্ষ—রমেশচন্দ্র সাহা ; সদস্য—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ সাহা, প্রকাশ অধিকারী গৌতমকুমার সাহা, কল্যাণকুমার দত্ত, বাবলু সাহা, অসীমকুমার মণ্ডল ও অনিলকুমার দে।

॥ মেদিনীপুর ॥

দুবড়া অগ্রগামী ক্লাব, দুবড়া

গত ১২ই জুলাই, ১৯৮২ তারিখে বিকাল ৪টায় অগ্রগামী পাঠাগারে এক সুন্দর ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে দুবড়া ৭ নং অঞ্চলের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের এক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভারতী পাঠাগার পোঃ শঙ্করপুর

গত ১৫-৮-৮২ তারিখে পাঠাগারের ৩৬ তম জন্মজয়ন্তী ও স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। সকালে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীমতী শান্তিরাণী চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন রতনমণি মণ্ডল ও অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

॥ হাওড়া ॥

সংস্কৃতি, চাকপোতা, আমতা

গত ১৪ই আগষ্ট, ১৯৮২ তারিখে গ্রন্থাগারের উদ্যোগে নজরুল-সুকান্ত উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিমাই মান্না ও মদন ধাওরা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দিলীপ মান্না।

প্রতিবেদক : অসিতাভ দাস

সাধারণ গ্রন্থাগারের সাপ্তাহিক ছুটি ও কাজের সময় সম্পর্কে সার্কুলার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Education Department/S. E. Branch

No. 514-Edn (WE) / 21-1/81 Dated, Calcutta, the 14th Sept., 1982.

From : Shri R. Chowdhury, Deputy Secretary to the Government of West Bengal.
To : The Director of Library Services, West Bengal.
Ref : His U.O, No. 112/L.S. dated 27th April, 1982.

In the partial modification of Government Order No. 217-Edn (SE) dated 17th August, 1981 the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to order that all Government Libraries and Government Sponsored Libraries shall remain closed on every Wednesday as well as on 2nd and 4th Tuesday of a month. These Libraries should remain open 7 hours at a stretch between 11 A.M. and 8 P.M. on full working days. The State Central Library also shall remain closed on every Wednesday as well as on 2nd and 4th Tuesday of a month but it shall remain open for 7 hours from 11 A.M. to 6 P.M. The hours of opening and closing of other public Libraries may be adjusted between 11 A.M. and 8 P.M. according to local requirements.

Sd/- R. Chowdhury.
Deputy Secretary

কর্মীদের এক্স-গ্রাসিয়া অনুদান সম্পর্কে সার্কুলার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Education Department/S. E. Branch

No. 533-Edn (SE)
1G-41/78

Dated Calcutta, the 21st September, 1981

From Shri R. Chowdhury, Deputy Secretary to the Government of West Bengal.
To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub :—Sanction of ex-gratia grant of Rs. 100/- to the employees of the Institutions for physically handicapped/Sponsored Libraries, Audio-visual Units and Community Centres/Voluntary Organisations approved in Govt. Order No. 519-Edn (SE) dated 23-8-1973.

In continuation of Government Order No. 593-Edn (SE) dated the 21 Sept., 1981 the undersigned is directed by order of the Governor to say that in order to provide some relief to the employees of the marginally noted institutions during the ensuing festivals, the Governor is pleased to sanction an ex-gratia grant of Rs. 100/- (Rupees one hundred) only to each employee of the marginally noted institutions whose basic monthly pay as on 1st July, 1982 is Rs. 1000/- or below subject to the same conditions as laid down in the Govt. Order referred to above.

1) Approved whole-time teaching and non-teaching staff of the Institutions for physically handicapped (both sponsored and non-sponsored)

2) All employees of sponsored libraries, Audio-visual Units and Community Centres

3) All Employees of Voluntary Organisations shown in the statement attached to the G.O. No. 519-Edn (SE) dt. 23-8-1973

The charge will be debited to the appropriate head in the budget from which grant for payment of salaries to the employees concerned is met.

This order issues with the concurrence of the Finance Deptt. vide their U. O, No. Group B 1765, dt. 18th September, 1982.

The Accountant General, West Bengal and the Pay and Accounts Officer, Calcutta Pay and Accounts Office are being informed.

Deputy Secretary.

'ডিয়ারনেস পে' সম্পর্কে সার্কুলার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Education Department/Budget Branch

No. 161 (6)-Edn. (B) / 1M-37/81 Dated Calcutta, the 7th April, 1982.

From : Shri A. K. Patnaik, I. A. S., Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The 1) Director of Public Instruction, West Bengal ;
2) Director of Technical Education, West Bengal ;
3) Director of Secondary Education, West Bengal ;
4) Director of Primary Education, West Bengal ;
5) Director of Adult Education, West Bengal ;
6) Director of Library Services, West Bengal.

Sub. : Grant of Dearness Pay to employees of non-Govt. educational institutions with effect from 1. 1. 82.

Ref. : 104 (6)-Edn. (B) dated 11. 3. 82.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to direct that the following amounts of Dearness Elements sanctioned from time to time to the teaching and the non-teaching staff of the aided/sponsored educational institutions as shown in the annexure shall be treated as Dearness Pay with effect from 1. 1. 82 and will be treated as pay :—

i) Staff (Teaching/Non-teaching) drawing basic pay upto Rs. 300/- P. M.—36% of basic pay—

ii) Staff (Teaching/Non-teaching) drawing basic pay more than Rs. 300/- P. M. —27% of basic pay subject to a minimum of Rs. 108/- P. M. and a maximum of Rs. 243/- P. M.

The existing Dearness pay of Rs. 31/- to Rs. 39/- sanctioned in the Education Department's Order No. 104(6)-Edn(B) dated 11-3-82 shall not be drawn in addition to the Dearness Pay sanctioned in Para I above.

The charge involved will be debited to the appropriate head under Non Plan (Plan budget under " 277-Education (Excluding Sports and Youth Welfare) "/" 278-Art and Culture " in the current financial year, where necessary funds will be provided by re-appropriation or otherwise shortly.

This order issues with the concurrence of the Finance Dept. vide their G. O. No. 421-Group 'J' dated 6. 4. 82.

The Accountant General, West Bengal and the Pay and Accounts Officer, Calcutta have been informed.

Sd/- A. K. Patnaik,
Deputy Secretary.

'ডিয়ারনেস পে' সম্পর্কে সার্কুলার

Government Of West Bengal
Education Department/Budget Branch

No. 104 (6)-Edn. (B)
1M-37/81 Pt

Dated Calcutta, the 11th March, 82

From : Shri A.K. Patnaik, I.A.S , Deputy Secretary to the Government of West Bengal.

To : 1) The Director of Public Instruction, West Bengal ;
2) The Director of Technical Education, West Bengal ;
3) The Director of Secondary Education, West Bengal ;
4) The Director of Primary Education, West Bengal ;
5 The Director of Adult Education, West Bengal ;
6) The Director of Library Services, West Bengal.

Sub : Grant of Dearness Pay to the employees of non-Government educational institutions, with effect from 1-4-81.

Ref : G.O. No 390 (6)-Edn. (B) dated 18-8-1981.

The undersigned is directed to say that, after careful consideration of the recommendation of the Second Pay Commission the Governor is pleased to direct that the teaching and non-teaching staff of the aided/sponsored educational institutions as shown in the Annexure I will get Dearness Pay at the rates shown in the margin w.e.f. 1-4-81 and until further orders on the following terms and conditions :

Pay Per month	Rate of Dearness Pay Per Month.
Upto Rs. 229	Rs. 31/-
Rs. 230-350	Rs. 32/-
Rs. 351-650	Rs. 34/-
Rs. 650-1475	Rs. 39/-
Rs. 1476	Rs. 24/-
Rs 1499	Rs. 1/-
Rs. 1500 and above	Nil.

In the Pay range Rs. 1,476/- and above Dearness Pay—Rs. 1500—Pay (excluding adhoc Pay)

This element of Dearness pay will form a part of Dearness element already sanctioned to such employess w.e.f. 1-4-81 and 1-8-81 (i.e. there will be no change in the total amount of Dearness element allowed to such employees w.e.f. 1-4-81). The only benefit that will accrue on account of this Dearness pay is that this will be taken into account for the purpose of Calculation of House Allowance when such employees will come under the Revised scale of pay w.e.f. 1.4 81.

The charge involved will be debited to the appropriate head under Non-Plan/Plan budget under "277-Education (Excluding Sports and Youth Welfare)/278-Art and Cultural" in the budget for the current financial year, necessary fund thereunder being provided by re-appropriation or otherwise in due course.

This order issues with the concurrence of the Finance Deppt. vide their U.O. No. 191/Group 'J' dated the 2nd March, 1982.

The Pay and Accounts Officer, Calcutta Pay and Accounts office, and the Accountant General, West Bengal are being informed.

Sd/-A. K. Patnaik,
Deputy Secretary[

কলেজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের 'এফিসিয়েন্সি বার' সম্পর্কে সার্কুলার

Government Of West Bengal
Education Department C. S. Branch

No. 527-Edn (CS) / 5P-6'82 — Calcutta, the 17th April, 1982.

From : Shri S. Ghosh, Deputy Secy. to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub . : Revision of salary scales of librarians and Physical Instructors of non-Govt. Colleges.

The undersigned is directed to say that in the new U.G.C. scales of Rs. 550—25—750—EB—30—900/- for librarians (including Dy. Librarians and Asstt. Librarians), Rs. 550—25—750—EB—30—900/- and Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700/- for Physical Instructors of non-Govt. Colleges as sanctioned in terms of G. O. No. 589-Edn (CS) dt. 25. 4. 80 there are efficiency bars. A question has been raised as to the modalities for crossing the bar in respect of such an employee allowing him/her to draw pay in the next stage and the conditions that are required to be fulfilled for this purpose.

2. After due consideration it has been decided by Govt. that the Governing Body/ Ad-hoc Committee/Administrator of the College concerned may after considering a written report to be submitted by the Principal of the college about the performance of the concerned employee may allow him/her to cross the efficiency bar with effect from the due date or from any subsequent date and allow him/her to draw pay at the next stage provided that the authority has satisfied itself in writing that the work of the employee is satisfactory and that he is fit to cross the efficiency bar. Such records should be carefully maintained for future reference.

Sd/- S. Ghosh,
Deputy Secretary.

জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ (ডাকসি) সম্পর্কে সার্কুলার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Education Department S. E. Branch

No. 477-Edn (SE) / 5C-6/77 Dated : Calcutta, the 25th August, 1982

From Shri R Chowdhury, Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.
To : The Director of Library Services, West Bengal.
Ref. His U.O. No. 166/L.S. dated 7.7.82.

It has been reported that of the members of the District Advisory Councils of Social Education some Members of Legislative Assembly have become Ministers of the present Government and some members of the Last Assembly are not members of the present Assembly. Moreover, some, Members of the previous Assembly are members of the present Assembly ; but they are to be nominated afresh in the District Advisory Councils of Social Education as they were nominated when they were members of the previous Assembly.

In the circumstances the undersigned is directed to say that the existing Distirct Advisory Councils of Social Education may continue to function until the formation of the Local Library Authority to the exclusion of these members who were members of the previous Assembly but are not the members of the present Assembly and who are the members of the present Assembly but have become Ministers of the present Government.

The fresh nomination of the members of the District Advisory Council of Social Education from amongst the members of the present Assembly will follow soon.

Sd/ R. Chowdhury,
Deputy Secretary

আঠার বছর চাকুরীর পর পরবর্তী বেতনক্রম দেওয়া সম্পর্কে সার্কুলার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Education Department/Budget Branch

No. 407 (6)—Edn (B) Dated Calcutta, the 14th Sept. 1982.

From : Shri T. H. Sengupta, I A S, Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To
1) Director of Public Instruction, West Bengal
2) Director of Technical Education, West Bengal
3) Director of Secondary Education, West Bengal
4) Director of Primary Education, West Bengal
5) Director of Adult Education, West Bengal
6) Director of Library Services, West Bengal

The undersigned is directed to refer to the Sub-Para (2) of para 5 (benefit of next higher scale of pay/certain contingency) of the G. O. No, 492 (6)-Edn (B) dated 26. 10, 81 and to say that the Governor is pleased to direct that with effect from 1. 4. 81 the pay of such a Teaching and non-Teaching staff of the non-Government/Sponsored aided Educational Institutions and other organisations including the employees of the District School Boards in such next higher scale of pay shall be fixed at the next higher stage of pay drawn in the lower scale, the date of next increment remaining the same as it would have been in the lower scale.

This order issues with the consent of the Finance Department vide their U. O. No. Group B/1720 dated 13. 9. 82.

All concerned have been informed,

Sd/- T. H. Sengupta,
Deputy Secretary.

No. 407(6)/1(3)-Edn(B)

Copy forwarded to the :—

1) Finance Department of this Government
2) Pay & Accounts Officer, Calcutta Pay & Accounts Office
3) Accountant General, West Bengal for information.

Calcutta,
The 14th September, 1982.

Sd/- T. H. Sengupta,
Deputy Secretary.

স্কুল গ্রন্থাগারিকদের বেতন সম্পর্কে সার্কুলার

1. Copy of Govt. order No. 16-Edn (HS) dated 18th March 82.

Sub : Appointment of Librarians for Higher Secondary Courses.

The undersigned is directed to state that for the existing incumbent of the posts of librarians in Higher Secondary Schools the Pay Scales according to Qualifications, as approved in terms of Govt. order No. 372 Edn (B) 31.7.81 will apply.

Sd/-S. Ghosh
Deputy Secretary

2. Copy of Govt. Order No. 17-Edn (HS) dated 18th March, 82.

Sub : Appointment of Librarians in State Govt. Sponsored or Secondary Schools upto Class XII standard.

The undersigned is directed by order of the Govt. to say that all recruitments to the posts of Librarians, in future, in the institutions mentioned above should be from graduates with Diploma in Library Science (Pay Scales Rs 550-900). No Higher Qualification should be considered.

Sd/-S. Ghosh
Deputy Secretary

অতিরিক্ত ডি এ সম্পর্কে সার্কুলার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Education Department/Budget Branch

No. $\frac{346(6)\text{-Edn(B)}}{1M\text{-}45/82}$ Dated Calcutta, the 13th August, 1982.

From : Shri T. H. Sengupta,
Deputy Secretary to the Government of West Bengal.

To : The 1) Director of Public Instruction, West Bengal.
2) Director of Technical Education, West Bengal.
3) Director of Secondary Education, West Bengal.
4) Director of Primary Education, West Bengal.
5) Director of Library Service, West Bengal.

Sub : Grant of further Additional Dearness Allowance that the employees of non-Government Educational Institutions with effect from 1st July, 1982.

Ref : G. O. No. 396(6,-Edn(B) dt. 24. 8. 81.

The undersigned is directed by order of the Governor, to say that the Governor is pleased to direct that all whole-time teaching and non-teaching employees of aided-sponsored educational institutions as enlisted in Annexure—I will get Dearness Allowances at the rates shown in Col. 2 of the Annexure—II with effect from 1st July, 1982 and until further orders.

2. Existing total Dearness Allowance (which includes D. P. and D. A. elements) as shown in Col. 3 should be deducted from the figure under Col. 2 of the Annexure—II and the balance as shown in Col. 4 will be the additional amount admissible with effect from 1st July, 1982.

3. The Governor is further pleased to direct that the additional Dearness Allowance wherever admissible in accordance with paragraphs 1 + 2 above shall be drawn subject to the following conditions :—

i) The basic pay as mentioned in the Annexure II shall be the grade pay drawn by the employees in their respective revised scales of pay and shall not include special pay, dearness pay, personal pay. Administrative pay and any other categories of pay, if any, save and except grade pay.

ii) In the case of employees who have not opted to come under the revised scales of pay of 1981 or who could not come under the revised scales of pay of 1981 due to some reasons or other, the basic pay in this cases shall mean the grade as the case may be, plus Ad-hoc pay, Interim pay, Qualification pay, Special Allowance, Administrative Allowance and Special pay, if any, which have not been retained in addition to the grade pay of the posts/services in the revised scales of pay of 1981.

4. The charge involved will be debited to the respective appropriate head in the current year's plan/non plan budget under "w77 Education (Excluding Sports and Youth Welfare)"/278-Art and Culture" where necessary fund will be provided by re-appropriation or otherwise in dure course.

5. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. 820 Group-J dated 7th August, 1982.

6. All concerned are being informed.

Sd/-
Deputy Secretary.

ANNEXURE—I

G. O. No, 346(6)-Edn(B) Dated the 13th August, 1982,

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar, Vol. 32. No. 3-4, July-Oct., 1982

Compiled by **Goutam Goswami**

1. **Editorial : The Lesson of 38th Bengal Library Conference. P. 79-80**

High lights the discussion of the 38th Bengal Library Conference and stresses the importance of unity among the Library workers stresses the role and responsibilities of Library workers. Discusses the major issues focused in the conference.

2. **38th Bengal Library Conference, June 25-27, 1982 P. 81-88**

It covers the proceedings of conference on following fields (a) Public Libraries (b) College and university Libraries (c) School Libraries (d) Organisational problems (e) Role of Left Front Govt. towards the development of Library system—Also covers the inaugural session of the conference. Sm. Chhaya Bera, Minister for Library Services was the inaugurator and Shri Dawa Lama, Minister for Hill Development was the chief Guest.

3. **Speech of the President of the 38th Bengal Library Conference. P. 89-93.**

The speech discusses about the (1) Promotion of reading habit (2) Role of public Libraries in mass education (3) Readers role (4) Role of school Libraries and their relationship with public Libraries (5) Role of Library workers in promotion of Library Service. The Presidential speech was delivered by eminent educationist Principal Bhabesh Maitra, President, W. B. Board of Secondary Education.

4. **Resolution : 38th Bengal Library Conference, P. 94-100**

Resolutions on following topics have been taken in 38th Bengal Library Conference (a) Public Library system (b) Introduction to free library service (c) Administrative set up at the district and state levels and development & expansion programme of Library service (d) Election of Library Committee (e) Problems of staff (f) Grant to the non-Govt. Libraries (g) Role of mass organisations (h) Problems related to university libraries, college libraries and school libraries.

5. **Reporting of the Executive Committee of the B. L. A. in 38th Bengal Library Conference, Presented by Ramkrishna Saha, Secretary. P. 101-102**

Reports the development and achievements during the last year.

6. **Greetings : 38th Bengal Library Conference, Siliguri, June 25-27, 1982 P 103-104**

7. **Name of the Delegates present in 38th Bengal Library Conference. P. 105-110**

8. **Krishnanagar Public Library, by Alok Sanyal. P. 111-114**

It was established in 1956. In 27th Feb., 1908 the library was registered. The

Library has more than 24000 books, approximately 1100 members besides it has got a Valuable Collection of rare books. Lastly the author discusses different problems of the library and request the govt. to convert it into a Town Library.

9. Letters to the Editor by Radhanath Roy, P. 115

10. Corrigendum, P. 116-117

11. Association News, P. 118
    a) Student Relation Committee
    b) District conference, Basirhat Sub-Division, 24 Pgs.
    c) B. L. A. District Branch, Darjeeling
    d) B. L. A. District Branch, Murshidabad
    e) B. L. A. District Branch, Midnapore

12. Library News, P, 120.121
    1) Bagbazar Reading Library, Calcutta
    2) Rabindra Maitra Smriti Pathagar, Calcutta
    3) Agarpara Pathagar, Kamarhati, 24 Parganas
    4) Taragunia Binapani Pathagar, Taragunia, 24 Pgs.
    5) Pragati Sangha Pathagar, Agarpara, 24 Pgs.
    6) Seohati Granthagar, Barasat, 24 Pgs.
    7) Vivekananda Pathagar, Kandoa, Nadia
    8) Bankim Chandra Library, Behrampore, Murshidabad
    9) Dubra Agragami Club, Dubra, Midnapore
    10) Basudebpur Grampanchayet Bharati Pathagar, P. O. Sankarpore, Midnapore
    11) Sanskriti, Chakpota, Amta, Howrah

13. Govt. Circulars, P. 122-130
    a) Regarding the weekly Holidays and working hours
    b) Regarding of Exgratia grant
    c) Regarding grant of Dearness pay to the employees of non govt. educational institution with effect from 1. 1. 82.
    d) Regarding grant of Dearness pay to the employees of non-govt. educational institutions with effect from 1. 4. 81.
    e) Regarding the Revision of salary scales of Librarians and physical instructors of non govt. Colleges
    f) Regarding the DACSE
    g) Regarding the next higher pay scale after 18 years of service
    h) Regarding the Appointments of Librarians in State govt. sponsored or secondary schools up to XII standard

গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী ছায়া বেরা ৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উদ্বোধন করবেন।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি পার্বত্য উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী দাওয়া লামা ভাষণ দিচ্ছেন

Annual Price Rs 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 32 : No. 3 & 4

August-September, 1982

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

- 5 NOV 1982

All payments should be sent to

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

CALCUTTA

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press
23, Dixon Lane, Calcutta—700014

Editor : Prabir Roychaudhury

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৩ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | ভাদ্র, ১৩৮৯

॥ সূচী ॥

	পৃঃ
সম্পাদকীয়	১৩৪
নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন—ভবানীকুমার ঘোষ	১৩৭
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা—শিবানন্দ পাল	১৬০
পরিষদ কথা	১৪৫
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৪৭

২০শে ডিসেম্বর ১৯৮২, সোমবার

গ্রন্থাগার দিবসে কেন্দ্রীয় জনসভা

স্থান - রাজ্য যুব কেন্দ্র হল

(মৌলালী, কলিকাতা)

সময়- অপরাহ্ণ ৪॥ টা

বিশিষ্ট বক্তা— ১। শ্রীমতী ছায়া বেরা

রাষ্ট্রমন্ত্রী, গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ।

২। শ্রী শান্তি ঘটক

রাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, পশ্চিমবঙ্গ।

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেবেন এইজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকগণ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন্ পৃষ্ঠার	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : শুর্ব মলাট	— ৪০০	— ৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	৩৫০	৪৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৭৫	— ২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	— ৩০০	— ৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৫০	— ২৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	— ১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৬ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৪৪-৮৩৪৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

। পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

বাণী বসু (সঙ্কঃ —বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।
মূল্য—৭·০০
১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৮২।
মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]
খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক লিখনীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৫ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | ভাদ্র, ১৩৮৯

সম্পাদকীয়

সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থক্রয় নীতি ও পদ্ধতি

বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একদিকে যেমন বিপুল সংখ্যক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটানো, অন্যদিকে গ্রন্থাগার-গুলিতে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়, বাঁধাই ও সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক অনুদান বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নত করা। গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য অনুদান বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সরকার গ্রন্থক্রয় সম্পর্কে কিছু নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। এই নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণের কাজে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও সহায়তা করেন। সরকার পোষিত (স্পনসর্ড) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ-ক্রয় নীতি ও পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হল : (ক) ভালো এবং রুচি সম্মত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা নির্বাচন করে পাঠকদের রুচি ও সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন সুস্থ-পথে মানুষের চিত্তবিনোদন মূলক বা আধুনিক চাহিদা পূরণে সক্ষম এই ধরণের গ্রন্থও নির্বাচন করতে হবে, অন্যদিকে মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যমূলক গ্রন্থ, আকর গ্রন্থ, বিষয়ানুগ গ্রন্থ এবং বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতবাদের গ্রন্থও গ্রন্থাগারে নির্বাচন করতে হবে। (খ) গ্রন্থ-ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রাজ্য সরকারের বার্ষিক অনুদানের শতকরা ৩০ ভাগ অনুদানের জন্য গ্রন্থ রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা থেকে নির্বাচন করতে হবে। অনুদানের শতকরা ৭০ ভাগের জন্য গ্রন্থ তালিকা গ্রন্থাগারগুলি নিজেদের প্রয়োজন মতো করতে পারবেন। গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য প্রণীত উভয় তালিকাই (শতকরা ৩০ ভাগ ও শতকরা ৭০ ভাগ) ক্রয়ের পূর্বেই জেলা সমাধিকারিক উপদেষ্টা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। (গ) রাজ্য সরকার প্রদত্ত অনুদানের শতকরা ৩০ ভাগের জন্য গ্রন্থ পঃ বঙ্গ প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে, যাতে নির্বাচিত গ্রন্থগুলির সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। (ঘ) গ্রন্থাগার কর্মীদের অত্যাধিক কর্মচাপের অসার ভালো গ্রন্থ যাতে

যাহাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে কমিশনের সুপারিশ হার হবে শতকরা ১৫ ভাগ। (ঙ) গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ নির্বাচনে সাহায্য করার জন্য রাজ্যস্তরে একদিকে যেমন নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করতে হবে অপরদিকে সদ্যমুদ্রিত বাংলা ক্রয়লভ্য গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। (চ) রাজ্য ও জেলা স্তরে গ্রন্থমেলা সংগঠিত করতে উৎসাহ দিতে হবে।

বিগত দুবছরে এই নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে কিছু বাস্তব অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে. প্রথমেই বলা দরকার যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থসম্ভারে পাঁচ-ছয় বছর আগে যে শোচনীয় অবস্থা ছিল আজ তার অবসান হয়েছে। বন্টিত হারে অনুদানের ফলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক নূতন গ্রন্থ আসতে শুরু করেছে। যে কোন সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে গেলেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। গ্রন্থ-ক্রয়ের জন্য এই বিপুল পরিমাণ অনুদান বন্টনের জন্য আমরা রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ-ক্রয় পদ্ধতির কিছু ত্রুটি ও অসুবিধা সম্পর্কেও আমরা রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এইগুলি হল।

(ক) পুঃ বঃ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভার মাধ্যমে গ্রন্থ-ক্রয়ের (অনুদানের শতকরা ৩০ ভাগ পরিমাণ অর্থের) যে সুপারিশ করা হয়েছে তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব অসুবিধা দেখা দিয়েছে। আকাঙ্খিত গ্রন্থ দ্রুত সরবরাহ হবে এই আশা নিয়ে রাজ্য সরকার এই ধরণের একটি দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাকে গ্রন্থ সরবরাহের ভার অর্পণ করেন। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিচালক ও কর্মীদের অভিজ্ঞতা হল: গ্রন্থ সরবরাহে অত্যধিক বিলম্ব; তালিকা অনুযায়ী পুরো গ্রন্থ সরবরাহে অক্ষমতা যদিও তালিকাভুক্ত অধিকাংশ গ্রন্থই বাজারে পাওয়া সম্ভব); এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত নয় এই ধরণের কিছু গ্রন্থও সরবরাহ করা। অপরদিকে প্রকাশকদের অভিজ্ঞতা হল অধিকাংশ জেলাতে জেলা সমাজশিক্ষা অফিসার না থাকায় সরবরাহকৃত গ্রন্থের অর্থ প্রদানে অহেতুক বিলম্বতা এবং এর ফলে ছোটখাটো পুস্তক ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। (খ) সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের নির্বাচিত তালিকা যা রাজ্য সরকার বিগত দুবছর ধরে প্রকাশ করেছেন তা গ্রন্থাগার কর্মী ও প্রকাশকদের মধ্যে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। অপরদিকে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের উদ্যোগে যে সদ্যমুদ্রিত ক্রয়লভ্য বাংলা গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছে তাও এ রাজ্যের গ্রন্থানুরাগী মানুষ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করেছে। কিন্তু এই ধরণের গ্রন্থপঞ্জী নিয়মিত প্রকাশের জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন বিভাগ সংগঠিত করা আজো সম্ভব হয়নি। এর ফলে এই দুটি গ্রন্থপঞ্জীর নিয়মিত প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে।

সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য পেশ করছি: (ক) নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা এবং বাংলা ক্রয়লভ্য গ্রন্থের তালিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন বিভাগ স্থাপন করার প্রস্তাব রাজ্য সরকার সহৃদয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন (খ) যতদিন না পর্যন্ত এই ধরণের একটি ব্যবস্থা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গড়ে তোলা যায় ততদিন পর্যন্ত এই ধরণের নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশনে অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরেও রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ অবিলম্বে তৎপর হোন (গ) ন্যূনতম শতকরা ৩০ ভাগ নির্বাচিত তালিকা থেকে এবং সর্বোচ্চ শতকরা ৭০ ভাগ নিজেদের ইচ্ছামত গ্রন্থনির্বাচনের যে পদ্ধতি বর্তমানে চালু

আছে তা অব্যাহত থাকুক, তবে পাঃ বাঃ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভার পরিবর্তে ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত যে কোন পুস্তক প্রকাশক বা পুস্তক বিক্রেতার নিকট থেকে গ্রন্থক্রয়ের অধিকার গ্রন্থাগার-গুলিকে দেওয়া হোক। কমিশন সম্পর্কে সর্বোচ্চ যে সীমা আছে তাও বজায় থাকুক, কেননা এতে গ্রন্থ ব্যবসায় একটি সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য ইংরেজী বইএর ক্ষেত্রে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ কমিশন আজ সর্বত্র স্বীকৃত। (খ) শতকরা ৩০ ভাগ এবং শতকরা ৭০ ভাগ উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থ তালিকা আগে থেকে জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ বা জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। (ঙ) গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাক্রয় তালিকা অনুযায়ী ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমস্ত সদস্যদের জানান যাইতেছে যে যাঁরা এখন ১৯৮২ সালের চাঁদা দেননি তাদের আর "গ্রন্থাগার" পাঠানো সম্ভব হবে না।

রামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব

খরা পীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে মুক্ত হস্তে দান করুন

সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী—দরদী ও অন্যান্যদের প্রতি আবেদন

বন্ধুগণ,

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আজ ভয়াবহ খরাকবলিত। ১৫টি জেলার সমস্ত ফসল প্রচণ্ড খরায় প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। গ্রাম বাংলার মানুষ আজ এক সংকটজনক অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছেন।

সারা রাজ্যের মানুষ আজ তাঁদের সাহায্য এগিয়ে এসেছেন। স্বভাবতঃই গ্রন্থাগার কর্মী দরদী ও বন্ধুরা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবেন, এ আস্থা পরিষদের আছে।

ইতিমধ্যে পরিষদের কাউন্সিল সভায় কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। অনেক বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরিষদে এসে খরা ত্রাণের জন্য অর্থ জমা দিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা পরিষদের পক্ষ থেকে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী, দরদী ও বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, খরাত্রাণে যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

পরিষদে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর খরাত্রাণ তহবিলে দান করা হবে।

রামকৃষ্ণ সাহা
সাধারণ সম্পাদক

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বান ॥

আজ থেকে ৫৮ বছর আগে অবিভক্ত বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়। তদবধি প্রতি বছর এই দিনটি রাজ্যের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস রূপে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

আমাদের দেশে বিদেশী শাসনকালে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কিছু স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর ত্যাগ ও নিষ্ঠার ফলে বেশ কিছু সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যাশা ছিল স্বাধীনতা লাভের পর এই গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক ও সাংগঠনিক সঙ্কট দূরীভূত হবে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতা এনে তার সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হবে এবং সর্বোপরি প্রকৃত অর্থে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। স্বাধীনতালাভের পর প্রথম তিন দশকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই প্রত্যাশা রূপায়িত হয়নি, যদিও পরিসংখ্যানের দিক থেকে কিছু গ্রন্থাগার হয়তো সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে। এই অবস্থার গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় ১৯৭৭ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণে বামফ্রন্ট সরকারের এই উদ্যোগ প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে বহু প্রত্যাশিত গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন, সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি, গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ের জন্য সরকার পোষিত ও-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে বর্ধিত হারে অনুদান প্রদান, গ্রামে-গঞ্জে ১৬৫টি সহর, গ্রামীণ ও প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী অনুমোদন, কলিকাতা নগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি ও অনুদান প্রদান, বাংলা ক্রয়যোগ্য গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা উন্নীতির চেষ্টা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে। শিক্ষানুরাগী মানুষ এবং স্বেচ্ছাসেবী ও বেতনভুক কর্মীদের উদ্যোগে যে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাতে রাজ্য সরকারও আজ অন্যতম শরিক।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই অগ্রগতিতে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার নিরিখে আমাদের স্থির করতে হবে যে অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পেরেছি কিনা। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিসেবা আজো শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আজো নিঃশুল্ক করা যায়নি। অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, শিক্ষিত, সাক্ষর ও নিরক্ষর মানুষের মধ্যে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে জ্ঞান ও তথ্য পরিবেশনের কাজে, নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে এবং আপামর জনসাধারণের মধ্যে সমাজ সচেতনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের কাজে গ্রন্থাগারের যে সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে তা গ্রন্থাগারগুলির কার্যধারার মধ্যে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছেনা। এমনকি পাঠক্ষম মানুষের মধ্যেও পাঠস্পৃহার বিস্তার ও পাঠরুচির পরিবর্তনের কার্যক্রমও যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। গ্রন্থাগার দিবসে উপরোক্ত অবস্থাসমূহের পর্যালোচনা করে গ্রন্থাগারের পরিসেবা কর্মসূচী এমনভাবে উন্নত ও সম্প্রসারিত করতে হবে যাতে আরো অধিকসংখ্যক মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করা যায়, যাতে শিক্ষণের গ্রন্থমুখী করে তোলা যায়। তবেই প্রকৃত অর্থে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হবে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কর্মসূচীর দ্রুত ও সার্থক রূপায়ণের পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূরীকরণের জন্য গ্রন্থাগার দিবসে যেসব প্রশ্নগুলি আমাদের জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে তা হল ঃ গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণের জন্য গ্রন্থাগার আইনের সুপারিশ অনুযায়ী জেলা স্তরে অঞ্চলভিত্তিক জেলা গ্রন্থাগার অধিকর্তার পদ ও দপ্তর সৃষ্টি এবং জেলা গ্রন্থাগার কর্তাক প্রতিষ্ঠা করা; গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে জনমুখী করার জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে বিনামূল্যে করা, শুধু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নয় প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকপ্রধান গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করা, প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ প্রবর্তন করা, কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ের জন্য বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধি করা, পৌরসভা গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পেনশন ও সার্ভিস রুল প্রবর্তন করা এবং বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান, ইত্যাদি। গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থানুরাগী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন এই দিবসটি যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালন করুন। প্রয়োজনবোধে গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে একপক্ষ কালের মধ্যেও অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

রামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব

২০শে নভেম্বর, ১৯৮২

★ জেলা, আঞ্চলিক কর্মসূচী ও গ্রন্থাগার ভিত্তিতে সভা, আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী, মিছিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবসের বক্তব্য জনসমক্ষে তুলে ধরুন।

★ সাধারণ মানুষের কাছে বক্তব্য তুলে ধরুন—গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই—গ্রন্থাগারে আসুন—বই পড়ুন, বই পড়ান।

★ গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করুন।

★ শিশু ও কিশোরদের অধিক পরিমাণে গ্রন্থাগারে আনার কর্মসূচী গ্রহণ করুন।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮২ কেন্দ্রীয় জনসভা
রাজ্য যুব কেন্দ্র হল
(মৌলালী, কলিকাতা)
বিকেল—৪-৩০ টা

বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে সভায় উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় ছায়া বেরা ও শান্তি ঘটক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে কর্মসচিব রামকৃষ্ণ সাহা কর্তৃক প্রচারিত

নির্ব্বাচিত তথ্য পরিবেশন (S D I)

ভবানী কুমার ঘোষ
ব্রিটিশ কাউন্সিল, কলিকাতা

১ ভূমিকা

আধুনিক কালে গ্রন্থাগারের সংখ্যা যেমন বাড়ছে—সেই সঙ্গে বাড়ছে বই, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা। এমন অবস্থায় গ্রন্থাগারিকেরা একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন তথ্য পরিবেশনের ব্যাপারে। পাঠকের প্রশ্ন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। পাঠকেরা তাই অল্প আয়াসে তথ্যের সন্ধান করে চলেছেন। এর ফলে বিপাকে পড়েছে গ্রন্থাগারিকের দল। তথ্য পরিবেশনের সহজ সাধ্য সুফল পদ্ধতি সম্বন্ধে সকলেই আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এই চিন্তার অবসান ঘটেছে নির্বাচিত তথ্য পরিবেশনের বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগে। পাঠকের চাহিদা যত বাড়ছে—যত বেশী বিষয় থেকে বিষয়ের গভীরে যাচ্ছে ততই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে পরিবেশন পদ্ধতির। গবেষণামূলক কাজে তাই প্রয়োজন নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন। বিষয়কে আরও সহজভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব এসে পড়েছে। গ্রন্থাগারিকদের তথ্য এমনভাবে নির্দেশ করতে হবে যেন পাঠক তার প্রয়োজন মত বিষয়কে খুঁজে পায়। পাঠকের প্রয়োজনে তথ্য নির্বাচন এবং তথ্য পরিবেশন আধুনিক কালে গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব বাড়িয়ে তুলেছে।

১১ সংজ্ঞা

ইংরেজিতে যাকে বলে S D I (Selective Dissemination of Information) বাংলা অভিধানে তাকে বলে নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন। কোন বিশেষ বিষয়ের উপর তথ্যকে নির্বাচন করে পাঠকের সামনে প্রয়োজনানুযায়ী তুলে ধরার পদ্ধতিকে তথ্য পরিবেশন বলা হয়।

২ নির্বাচিত তথ্য পরিবেশনের লক্ষ্য

এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত পাঠকের চাহিদার নিবৃত্তি ঘটানো। বিষয় সম্পর্কে গবেষণা যত বাড়ছে পাঠকের চিন্তাশক্তি একটি বিষয়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করেছে। যে পদ্ধতি অতি সহজেই তথ্য পরিবেশনে সহায়তা করে স্বভাবতঃই তা প্রশংসার যোগ্য। গবেষকদের এমন সময় থাকে না যে, সমস্ত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ও বইএর খবর তারা রাখতে পারেন। গ্রন্থাগারিকের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত পাঠক যে বিষয়ের সন্ধান চান তাকে সেই বিষয়ের তথ্য পরিবেশন করা। সুতরাং বলা যেতে পারে আধুনিক গ্রন্থাগার তথ্য পরিবেশনের ভূমিকা যথেষ্ট বেড়ে গেছে আর সেই সঙ্গে বেড়েছে তথ্য পরিবেশনের নানান পদ্ধতি। সমস্ত পদ্ধতি গড়ে উঠেছে পাঠকের স্বার্থে।

SDI তথ্য পরিবেশনের একটি প্রক্রিয়া মাত্র। পাঠকের সুবিধার্থে পরিবেশন করাই গ্রন্থাগারিকের আশু কর্তব্য। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেটানই SDI'র প্রাথমিক লক্ষ্য।

২১ নির্বাচিত তথ্য পরিবেশনে পাঠক নির্বাচন

নির্বাচিত তথ্য পরিবেশনের প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজন পাঠক নির্বাচন অর্থাৎ বিশেষ পাঠকের প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ। পাঠক নির্বাচনকে ইংরাজীতে Users Profile বলা হয়। ইহার অর্থ বিশেষ বিষয়ের জন্য পাঠকের নাম নির্দেশ করা। Users Profile সাধারণতঃ Broad Subject Reading এবং পরিশেষে বিষয়ের আনুষঙ্গিক ভাগগুলি নির্বাচন করতে হয়।

যেমন Life Sciences একটি বিষয়। গ্রন্থাগারিক এমন একটি গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত যেখানে উপোরক্ত বিষয়ের উপর Profile তৈরী করতে হবে। SDI যে শুধুমাত্র বিশেষ গ্রন্থাগারের উপযুক্ত তা নয়, প্রয়োজনানুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগারেও এই পদ্ধতি প্রচলিত হতে পারে। গ্রন্থাগারিকের প্রথম কাজ Life Sciences বিষয়ের উপর গ্রহণ করতে ইচ্ছুক পাঠকের তালিকাভুক্ত করা।

এক্ষেত্রে Life Sciences একটি Broad Subject প্রথমে এই বিষয়ের অন্তর্বর্তী বিষয়গুলিকে নির্বাচন করা। যেমন Biochemistry, Botany। Zoology ইত্যাদি। এই বিষয়গুলিকে পুনরায় বিশেষ বিষয়ে ভাগ করা যায়। Biochemistry'র ক্ষেত্রে General —Microbiology—Molucular Biology—Cell Biology ও Zoology'র ক্ষেত্রেও সেই মত বিষয়কে ভাগ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ Cancer বিষয়টি Biochemistry'র মধ্যে একটি বিশেষ বিষয়ে রাখা যেতে পারে নতুবা Cancer বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা heading'এ রাখা হয়। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে পাঠকের Subject of interest বা Areas of Research অনুযায়ী বিষয়কে ভাগ করা যেতে পারে। এই ভাবে বিষয় বিন্যাসে পাঠককে তার প্রয়োজনীয় জায়গায় স্থাপন করলে সমষ্টিগত ভাবে যে তালিকা তৈরী হয় তাকেই আমরা Users Profile বলছি। সাধারণতঃ ৫'×৩' কার্ডে পাঠকের নাম, বিষয়ের নাম, বিভাগের নাম ইত্যাদি লিখে রাখা হয়। এর ফলে গ্রন্থাগারিকেরা বর্ণানুক্রমিক অনুসারে সাজাতে পারেন—প্রয়োজন হলে নতুন নাম সংযোগ করতে পারেন বা পাঠকের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন এই ভাবে Users Profile কে Update করা হয়।

এবার ধরা যাক্ প্রথম পর্যায়ে Life Sciences বিষয়ের তথ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন ৫০ জন পাঠকের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। এবার গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ঐ ৫০ জন পাঠকের Areas of interest বা Areas of research সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া।

এর জন্য গ্রন্থাগারিক একটি Circular তৈরী করতে পারেন যাতে লেখা থাকবে পাঠকের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে তথ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। অতএব ৫০ জন পাঠকের জন্য ১৫০টি (৫০×৩) কার্ড তৈরী করতে হবে। বিষয়গুলি কার্ডের উপরে লিখে Broad Subject'র সঙ্গে বিশেষ বিষয়গুলি আলাদাভাবে file করতে হবে। এই ভাবে কার্ডগুলি সাজানো থাকলে যে কোন বিষয়ে তথ্য গ্রহণে ইচ্ছুক পাঠকের নাম নজরে পড়বে। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকেরা তিনটি Index করবেন। ধরা যাক্ একজন পাঠক Biochemistry'র মধ্যে Molecular Biology, Microbiology, এবং Cell Biology'র উপর কাজ করছেন। Subject Index অনুযায়ী Biochemistry'র পাশাপাশি তিনটি বিভাগের পৃথক Index তৈরী করতে হবে। অতএব গ্রন্থে পাঠকের নাম, পরে তার প্রয়োজনে Subject Index প্রয়োজনানুযায়ী গ্রন্থাগারিকেরা প্রধান কার্ডের ডানদিকে একটি Serial number দিতে পারেন এবং Subject Index'এর ক্ষেত্রে ঐ Serial numberটি দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং Biochemistry—Molcular Biology সম্বন্ধে তথ্য গ্রহণে ইচ্ছুক পাঠকের নাম Subject heading কার্ডের Serial number অনুযায়ী নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই ভাবে ইচ্ছামত পাঠকের নাম সংযোজন করা যায় অথবা নাম তালিকা থেকে বাদ যায়। Users Profile কে কার্যকর করার জন্য পাঠকের বিষয়ের উপর সব সময় নজর রাখতে হয়। তথ্য পরিবেশন পদ্ধতির প্রধান কাজ Users Profile ঠিকমত তৈরী করা। তথ্যকে পরিবেশন করা যেখানে গ্রন্থাগারিকের প্রধান কাজ সেখানে ইহা নিখুঁত ভাবে তৈরী করতে হয়।

২১১ নির্বাচিত তথ্য পরিবেশনের পদ্ধতি

২১২ পত্র-পত্রিকা দ্বারা

ধরা যাক গ্রন্থাগারে Life Science বিষয়ক ৫টি পত্রিকা Subscribe করা হয়। গ্রন্থাগারিকের প্রথম কাজ ঐ পত্রিকাগুলি গ্রন্থাগারে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করা। তারপর পত্রিকার সূচীপত্র থেকে Article গুলি Scanning করা। Scanning করার সময় সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয় Key words গুলির দিকে। অর্থাৎ Article গুলি কোন বিশেষ বিষয়ের উপর লেখা। অনেক সময় একটি Article একাধিক বিষয়ের থেকে যেমন Microbiology ও Molecular biology ইত্যাদি। Specific বিষয় নির্ধারণ করার পর Users Profile থেকে নামগুলি Subject heading থেকে খুঁজে বার করতে হয়। অতএব Journal'এর SDI'র জন্য প্রথমে Article গুলি select করা, পরে ঠিকমত disseminate করে পাঠককে নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন করা। এইভাবে পত্রিকার ক্ষেত্রে SDI দেওয়া হয়।

২১৩ বই দ্বারা

বইয়ের ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারিকেরা SDI করতে পারেন। গ্রন্থাগারে নতুন বই সংযোজন হলে ঐ বিশেষ বিষয়ের (Life Sciences) বই থাকলে বইটির গ্রন্থপঞ্জী সমেত সংক্ষিপ্ত সার পরিবেশন করা হয়। এইভাবে গবেষকরা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পান।

২১৪ অন্যান্য পত্র পত্রিকা

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও গ্রন্থাগারে বহু তথ্য চোখে পড়ে। যেমন Report, Theses, Conference Proceedings, News items, Pamphlets ইত্যাদি। এইসব তথ্য থেকেও বহুক্ষেত্রে SDI দেওয়া যায়। গ্রন্থাগারে পাওয়া সমস্ত তথ্যই SDI'র উপযুক্ত। শুধুমাত্র প্রয়োজন মত সরবরাহ করা।

৩ নির্বাচিত তথ্য পরিবেশনের ভুল সম্বন্ধে দৃষ্টি

SDI'এর ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে সকলসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ SDI সেই সকল পাঠককে সরবরাহ করা হয় যারা কোন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। সুতরাং ভুল তথ্য পরিবেশন করার ফলে পাঠকের গবেষণার কাজ ব্যাহত হয়। উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের নিষ্ঠুঁতিতার পরিচয় প্রকাশ পায়। গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে SDI একটি প্রয়োজনীয় কাজ। ঠিকমত Users Profile তৈরী করা, সঠিক বিষয় বস্তু নির্বাচন করা এবং সঠিক তথ্য পরিবেশন করা SDI পদ্ধতির প্রধান কাজ। পাঠকের Areas of interest বা Areas of research কখন পরিবর্তন হচ্ছে সে বিষয়ে নজর রাখতে হয়। Users Profile ঠিকমত নির্ধারণ করে সঠিক তথ্য সঠিক পাঠককে সরবরাহ করার Success কে আমরা feed back বলে থাকি।

৪ উপসংহার

আধুনিক সমাজজীবনে পত্র-পত্রিকা, বই এবং অন্যান্য তথ্য যত বেশী প্রকাশিত হচ্ছে তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব তত বেশী বেড়ে যাচ্ছে। গবেষক ও সাধারণ পাঠকের এমন সময় থাকে না যাতে তারা সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ঐ তথ্যগুলি যথাযথ ভাবে নির্বাচন করে পাঠকের সামনে তুলে ধরা। তথ্য যত বেশী প্রকাশ হবে SDI'র প্রয়োজনীয়তা তত বৃদ্ধি পাবে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে SDI Unit নামে নতুন বিভাগ গ্রন্থাগারে থাকবে যাদের কাজ হবে গ্রন্থাগারের নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন করা। বর্তমানে বহু গ্রন্থাগারের SDI'র কাজ হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এর প্রয়োজনীয়তা দ্বিগুন বেড়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বিশেষ কাজের মাধ্যমে পাঠকের যেমন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জন্মায়—গ্রন্থাগারিকেরাও নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশের সুযোগ পায়।

পশ্চিমবাঙ্গের বর্ত্তমান সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা

শিবানন্দ পাল

১। পূর্ব্বতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

যাবফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা মোটেও আশানুরূপ নয়। এককথায় অপুষ্টিজনিত রোগাক্রান্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। "সরকারী উদ্যোগে কিছু নতুন গ্রন্থাগার স্থাপিত হলেও গ্রন্থাগারগুলির চরম আর্থিক দুর্গতি, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব, রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে অত্যন্ত অল্প ব্যয় এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষম বিকাশে অনীহা, গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ে পক্ষপাত, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রতি চরম উদাসীন মনোভাব— এই সবই বিগত তিন দশকের সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে তৎকালীন সরকারের মনোভাব।"

২। উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রবর্তনের এ যাবত ফলাফল

(ক) আর্থিক অবস্থা

গত যাবফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় প্রতিবছর পর্যায় ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের কংগ্রেসী সরকারের আমলে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১ কোটি টাকারও কম।

গ্রন্থাগার খাতে ৭৬-৭৭ সালে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৮৬ লক্ষ টাকা।

৭৭-৭৮ ,, ,, ,, হল ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।
৭৮-৭৯ ,, ,, ,, ,, ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
৭৯-৮০ ,, ,, ,, ,, ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা
৮০-৮১ ,, ,, ,, ,, ৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা
৮১-৮২ ,, ,, ,, ,, ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা

(খ) বই-ক্রয় ও বাঁধাই-এর সংস্থান

বই ক্রয়—গ্রন্থাগারগুলিতে অনুদান বৃদ্ধির ফলে আরও বেশী পাঠকের চাহিদা ও আগ্রহ পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণের গ্রন্থাগারে পাঠকের চাহিদা মেটানোর কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রুচি বোধের বিকাশের ক্ষেত্রে, পাঠকের চেতনা থেকে উন্নীত করবার নৈতিক দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের।

বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারে তুলনামূলক পুস্তক ক্রয় এবং পুস্তক বাঁধাই এর অনুদানের চিত্র।

গ্রন্থাগারের শ্রেণী	কংগ্রেস শাসন কালে	যাবফ্রন্ট সরকারের আমলে	পুস্তক ক্রয় বাবদ	পুস্তক বাঁধাই বাবদ
প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগার	বার্ষিক ৫,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা	২০,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা
প্রতিটি শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার	,, ৩,০০০ ,,	১০,৫০০ ,,	৫,০০০ ,,	১,০০০ ,,
প্রতিটি গ্রামীন/প্রাইমারী /আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	,, ৬০০ ,,	৪,০০০ ,,	১,৫০০ ,,	৫০০ ,,

অভিজ্ঞতা।—পুস্তক ক্রয় বাবদ এই বিপুল অর্থের অল্পটা এক শ্রেণীর আমলার হাতের ঘুষ হেড়ে নিল। তাদের পূর্বেকার অপকীর্তি (পুস্তক ক্রয় সংক্রান্ত) গুলির কথা স্মরণে এল এবং তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে ফেললেন। আমরা সংবাদপত্র মারফৎ জানতে পারলাম সরকারী অর্থ বায়ে বই মেলা হচ্ছে। গ্রন্থাগার থেকে T. A. নিয়ে বই মেলায় ঘোড়াতে এসে দেখি সারা মেলা জুড়ে বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে। গ্রন্থাগারিকেরা অহেতুক বিদেহারা হয়ে তালিকা তৈরী করেন। আর প্রকাশকরা আমলাদের পেছনে ঘুরছেন। ৩০ দিনের মধ্যে নাকি জেলার জেলায় বই পৌঁছে দেওয়া হবে। ছয় মাস অতিক্রম হয়ে গেলেও সে বই পৌঁছোয় না কেন জানতে পারি কি?

আসলে কার উপর নির্ভর করব? গ্রন্থাগারিক? সে তো ভাউচার বিলবে। গ্রন্থাগার কমিটি? তারা তো আর বাজে বই কিনবে, তাহলে? কেন্দ্রীয় ভাবে বই কেনা হোক। কিন্তু তারও তো এই অবস্থা।

সুপারিশ।— গ্রন্থ নির্বাচন ও ক্রয় এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হোক। গ্রন্থাগার শুধু চিত্ত বিনোদনের কেন্দ্র নয়। জনগণের পরস্পর অপসংস্কৃতিমূলক গ্রন্থ কেনা সমর্থন যোগ্য না কখনও। তাই গ্রন্থাগারে গ্রন্থাদির সুনির্বাচন সুনিশ্চিত করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট গাইড লাইনের ভিত্তিতে গ্রন্থাগারগুলি পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করবে এবং জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃক (L. L. A) এর অনুমোদন নিয়ে সেই তালিকা অনুযায়ী পুস্তক ক্রয় করতে হবে।

বিভিন্ন গণ-সংগঠনের সহযোগিতায় সংকারী উদ্যোগে আয়োজিত বই মেলা থেকেও অনুমোদিত তালিকা ভিত্তিক পুস্তক ক্রয় করতে হবে।

বাঁধাই-এর সংস্থান

প্রতিটি গ্রন্থাগারেই পুস্তক বাঁধাই নিখুঁত সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি আলাদা ইউনিট থাকা অত্যন্ত জরুরী। গ্রন্থাগারের শ্রেণীভেদ অনুযায়ী ইউনিটটির ভূমিকার গুরুত্ব নির্ধারণ হবে।

যেমন—জেলা গ্রন্থাগারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল সংক্রান্ত সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহ স্বয়ং সম্পূর্ণ ইউনিট থাকবে, ২ জন বাইণ্ডার ও ২ জন সহকারী।

শহর / মহকুমা গ্রন্থাগারে ১ জন বাইণ্ডার, ১ জন সহকারীসহ, ১টি কাটিং মেশিন, বাইণ্ডিং মেশিন এবং লেটারিং যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন।

গ্রামীণ / গ্রাইব্রারী / আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে ১ জন বাইণ্ডার রাখা প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে শহর / মহকুমা গ্রন্থাগারের জেলা গ্রন্থাগারের এবং গ্রামীণ / গ্রাইব্রারী / আঞ্চলিক গ্রন্থাগার জেলা / শহর / মহকুমা গ্রন্থাগারের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবে। অনুদান বৃদ্ধি সর্বস্তরে আবশ্যক।

(গ) আধুনিক নিরমকানুন ও পদ্ধতি প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা—

বর্তমান ক্যাটালগিং পদ্ধতির প্রশাসন এক বিশেষ সমস্যা রূপে দেখা দেয় গ্রামীণ / গ্রাথমিক / আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে। এর প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তব সংবিধানগুলি আবশ্যক মনে করেন না বহু পরিচালকমণ্ডলী। ফলে গ্রন্থাগারিক এর সকল প্রশাসনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন অনেক সময়। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে অজ্ঞতা / একটি গ্রন্থাগার ঘরে এসে ঘরোনা গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে ক্যাটালগ নেই / অথবা ক্যাটালগ ই হলে গ্রন্থাগারের পরিচয় ইত্যাদি অনেক জানগর্ভ কথা। মনে রাখতে হবে পুরাতন সরকারগুলির সময়ে গ্রন্থাগারে ক্যাটালগ পদ্ধতি প্রয়োগের কারণ তাই যেত না কারণ অর্থ অনুদানের অপ্রতুলতা।

আর একটা কথা গত অনেক বছরে বহুদেশের মধ্যে লক্ষ করেছি। জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

সম্প্রসারিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারের সংখ্যা বিগত তিনগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান যেখানে সীমাহীন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে গ্রন্থাগারগুলিকে আরও গণমুখীও কর্মচঞ্চল করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। সেখানে গ্রন্থাগার কর্মী সংখ্যা যথোচিত ভাবে বিবেচিত হচ্ছে না। পূর্বে যত সংখ্যক কর্মীদের সাহায্য গ্রন্থাগার পরিচালিত হত বর্তমানে কাজের চাপের জন্য সেই সংখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ একটা সামগ্রিক আন্দোলন। যার ফল সুদূর প্রসারী। প্রতিটি স্তরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থাকতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মী সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের চৌগলিক অবস্থান, পাঠক সংখ্যা, পুস্তক সংখ্যা এবং বর্তমান গ্রন্থাগার—কর্মীদের সক্রিয়তা বিচার করতে হবে।

আধুনিক নিয়ন্ত্রণ-কানুন কল-কৌশল যেমন প্রয়োগ করতে হবে তেমনি একটি প্রাথমিক / গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কাছে সঠিক সেবা পেতে হলে তার শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

আজ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ছুটিতে গেলে সার্কেল শিপন কর্মীকে কখনও কখনও গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনার সেই গ্রন্থাগারের শিক্ষণ প্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের সময় এই সমস্ত অভিজ্ঞ সার্কেল শিপন দেওয়া উচিত।

ঘ) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার সমস্যা ও সমাধান

- Local Library Authority-র উপর গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব থাকা উচিৎ
- সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগারেই একই কাঠামোর পরিচালন ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।
- Managing Committee-র বদলে Advisory Committee থাকবে। তারাই Library Development এর কাজ করবে। ইহা নীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ হবে। গ্রন্থাগারের কর্মসূচী ও উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে কর্মসূচী বা পরিকল্পনা গৃহীত হবে তার যথাযথ রূপায়ণের প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হবে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর। গ্রন্থাগার কমিটির সংস্থা গ্রন্থাগারিকের পাশে থেকে নানা ভাবে সাহায্য করবেন এবং পরামর্শ দেবেন। গ্রন্থাগারিকের ভূমিকাকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করে গ্রন্থাগারিক পদাধিকার বলে কমিটির সম্পাদক করাই সুবিবেচনার হবে বলে মনে হয়।
- কর্মীদের Service Rule-এ প্রত্যেক কর্মীর আলাদা আলাদা দায়িত্বের কথা উল্লেখ রাখতে হবে।

ঙ) বেতনভুক ও স্বেচ্ছাকর্মীদের সমন্বয়

এখনও গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী সংখ্যা স্বল্পতুল। অতএব যদি কোন স্বেচ্ছাকর্মী এগিয়ে আসেন তবে গ্রন্থাগারের স্বার্থে সেই স্বেচ্ছাকর্মীকে অভ্যর্থনা জানানো উচিৎ। গ্রন্থাগারে স্বেচ্ছাসেবার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে সেই কর্মী গ্রন্থাগার শিক্ষণ কেন্দ্রে ট্রেনিং-এর সুযোগ চাইলে তাকে তা দেওয়া যেতে পারে কি না পূর্ব থেকে তার স্পষ্ট ধারণা থাকলে ভবিষ্যতে জটিলতা সৃষ্টি হবে না।

৩। পরিসেবার প্রকৃতি ও মান

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত মানুষের অংশগ্রহণে সাধারণের গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহার করে থাকেন। প্রায় শিক্ষিত, অর্ধ-সাক্ষর মানুষ, যাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও অবহেলিত, তারা এখনও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আওতার বাইরে। তারা গ্রন্থাগারকে অভিজাত এবং বাবুদের সংস্থা বলে মনে করবে।

এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে / সাধারণ মানুষের দ্বারে গিয়ে স্থানীয় এলাকার মানুষের চাহিদার সমীক্ষা চালাতে হবে। গ্রন্থাগারিকতা

ঘুচিয়ে সামাজিক ভিত্তি দৃঢ় করতে হলে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণই একমাত্র পথ। আমরা যেন ভুলে না যাই যে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গণতান্ত্রিক ও সামাজিক চেতনার বিকাশে, ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মনৈতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৪। ব্যবহারকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি

এই বিরাট পাঠকগোষ্ঠীকে শেখাতে হবে কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হবে। Catalogue ব্যবহারের প্রণালী বুঝিয়ে দিতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে Readers Forum তৈরী করা যেতে পারে উৎসাহী কিছু পাঠককে নিয়ে। ফলে সুসংবদ্ধ সচেতন পাঠক গোষ্ঠি গড়ে তোলা যাবে। যার ফলে অল্প সময়ে পাঠক অনেক বেশী তথ্য আহরণ করতে পা যেন।

৫ শিশু ও কিশোর বিভাগের ব্যবস্থাপনা

এ ক্ষেত্রে সুস্থ চিন্তাশীল জনন সংক্রান্ত পুস্তকের বড়ই অভাব দেখা যায়। অবাস্তব, অলৌকিক সুপারম্যান জাতীয় রচনা, বিজ্ঞান নির্ভরতার নামে বিজ্ঞান বিরোধী কাল্পনিক রচনা শিশুদের জ্ঞানস্পৃহাকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিয়ে যায়। এই বিভাগের পুস্তক বাছাইয়ের সময় গ্রন্থাগারিকের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ শিশুর মানসিক উন্নতির দিকে। নতুন নতুন বই দেখানো বলে, ছবি দেখিয়ে ভাল ভাল বই-এর কিছু অংশ পড়ে শুনিয়ে শিশুদের বই পড়ায় আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৬ অভিনব অনুষ্ঠান ও উপযোগী নতুন কার্যক্রম

রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দ প্রভৃতি কবি ও বিভিন্ন লেখকের জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা বিশেষ কোন বক্তাকে নিয়ে এসে কোন বিশেষ বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আবৃত্তির আসর, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা সামাজিক জীবনে গ্রন্থাগারের প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

৭। সর্বস্তরের কর্মীদের কাছে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা

প্রতিটি কর্মীর উচিৎ তিনি যে গ্রন্থাগারে নিযুক্ত আছেন সেই সেই গ্রন্থাগারটির সার্বিক উন্নয়নের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। গ্রন্থাগারের প্রত্যেকটি বস্তু জনগণের সম্পত্তি। গ্রন্থাগার কর্মী আজ সমাজে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছেন। নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, বিচ্ছিন্নতাবোধ ইত্যাদি সমাজের সকল অনিষ্টকারী কুফলগুলির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানোর সুযোগের সৃষ্টি করে দিতে হবে। তবেই সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

৮ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ণ ও সম্প্রসারণের গণ সংগঠন ও তাদের জেলা শাখার ভূমিকা—

পাঠকের রুচির পরিবর্তন তথা লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন গণ-সংগঠনের সাহায্যে জেলায় জেলায় বই মেলা করতে হবে।

জনপ্রতিনিধি, গণ সংগঠনের প্রতিনিধিদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজে আগ্রহী ও উৎসাহী করে তুলতে গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্যোগ নিতে হবে।

৯ উপসংহার

প্রস্তাব গৃহীত হয় অনেক, কার্যকরী হয় কটা? প্রথমিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় নগন্য। তাই অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই। গ্রন্থাগারগুলিকে শক্তিশালী করা, প্রয়োজন যাতে তারা সাড়া দিতে পারে।

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে নেওয়া হয়েছিল যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি যৌথ উদ্যোগ নিয়ে নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার গুলিকে আর্থিক অনুদান সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি, গ্রন্থাদি ক্রয় সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি, গ্রন্থাগারগুলিকে পলিসড' প্রথায় আওতাভুক্ত করার পত্তাবলী, গ্রন্থাগারের পরিষেবার কর্মসূচী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ধারণা ও পরিকল্পনা ছকার জন্য উদ্যোগী হবে।

এই বিষয় আমাদের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত। সময় পেরিয়ে যেতে এখনও একাধিক জেলায় গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ আন্দোলন ছেয়ে আছে। Managing Committee-র হাতে সরকার যেয়ে বিয়ে যে বেতন পাচ্ছেন না দীর্ঘদিনের গ্রন্থাগার কর্মী।

নতুন অনুমোদিত গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ জানেন না কিভাবে সরকারী অনুদানের অর্থ পাওয়া যায়। প্রকল্প রূপায়নে প্রায়শিক ত্রুটি হয়ে যেছে কোথাও কোথাও। এ ক্ষেত্রে সরকারী অফিসের ভূমিকা—এলোমেলো করে দেওয়া লুটে পুটে খাই। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের সুপারিশ দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে পড়ে থাকছে। এই অবস্থার পরিবর্তন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যে উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল সেই উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। আমাদের এই দুর্বলতা অবিলম্বে কাটিয়ে তুলতে হবে। আজ আত্মসমালোচনা করতে হবে। এখনও অনেক কাজ বাকী।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সহযোগ ও সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে State Central Library-র অধীন District Library, Distict Library-র অধীনে Town/Sub-Divisional Library, Town/Sub-Divisional Library-র অধীনে Rural/Primary Area Library গুলি কাজ করবে। এরই Integrated Library System তৈরী হবে। গড়ে উঠবে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। Town/Sub-Divisional Library গুলিতে Mobile Service চালু করা যেতে পারে।

গ্রন্থ প্রকাশনায় সরকারকে আরও এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে সমবায় করা যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার। দুষ্প্রাপ্য বই-এর পুনর্মুদ্রণ হওয়া দরকার।

সরকারী প্রশাসনে গতিবেগের অভাব এবং জটিলতা আছে এটা জানা কথা। পরিকল্পনা রূপায়ণ করে দেবে কি আমলাতন্ত্র? না কি অফিসের কেরানীকুল? তাহলে কি বলবেন গ্রন্থের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল নয়। একথা মুখ ফুটে কেউ বলবে না। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি—গত কয়েক বছরের বাজেটের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ গ্রন্থাগার খাতে ধরা হয়েছে। অঙ্ক তা যথার্থ খরচ হয়নি।

আমরা বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দের পেট মোটা ছবি দেখেছি, আর সারা বছর আন্দাজ চুরেছি আমলাতন্ত্রকে গালিগালাজ করে। আর আমলাতন্ত্রকে গালিগালাজ করে সময় নষ্ট করা চলবে না। সরিয়ে দেওয়া হোক সেই আমলাকে। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ সরকারকে প্রকল্প রচনায় সাহায্য করুক। সেই প্রকল্প রূপায়িত হোক গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগীতায়।

১২ই সেপ্টেম্বর '৭১ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পর যতগুলি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ভাববার অবকাশ আছে। পূর্বে বলা হয়েছিল আঞ্চলিক কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব খাটিয়ে বহু কম গ্রন্থাগারই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলতঃ এলোমেলো বিশৃঙ্খল গ্রন্থাগার গুলি অবস্থান করছিল। গত

০৬ তম বৈঠকীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কিন্তু বাস্তব রূপায়ণে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখনও উপেক্ষিত হচ্ছে বলেই পুনরুল্লেখ করা হলো।

গ্রন্থাগার আইন কার্যকর করতে পৃথক ডাইরেক্টরেট গঠন, জেলা স্তরে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের পদ সৃষ্টি, গ্রন্থাগার বৎসর স্থাপন এবং জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক সংগঠিত করা সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ০৬ তম এবং ৩২ তম গ্রন্থাগার সম্মেলনে নেওয়া হয়েছিল। তা বস্তুত্ব কার্যকরী হয়েছে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিটি কর্মী বন্ধু ভালভাবে উপলব্ধি করছেন গত দু'বছর ধরে।

কোন প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য যদি সচেষ্ট হওয়া না যায় তবে সেই প্রস্তাব কাগজে প্রস্তাবে পরিণত হয়।

১০ প্রস্তাব

সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি এই সম্মেলনে উপস্থাপিত করছি।

ক) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ ও সম্প্রসারণে আমলাতান্ত্রিক ধারা অপসারিত করে সরকারী উদ্যোগ রূপায়িত করতে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে বিশেষ ভাবে সক্রিয় হতে হবে। সরকারী সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে আমলা বাহিনীর উপর প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

খ) গ্রন্থাগার গুলিকে জনমুখী করে তুলতে গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্যোগী হতে হবে।

গ) ডাইরেক্টরেট ও জেলা স্তরে জেলা-গ্রন্থাগার আধিকারিকের পদ সৃষ্টি এবং তার অধীনে পৃথক জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর স্থাপন করতে হবে।

ঘ) গ্রন্থাগার আইনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক (L.L.A) গঠন এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নিয়মাবলী রচনা দ্রুত করতে হবে।

ঙ) কর্মীদের Service Rule চালু করিতে হবে। কর্মীদের নিয়মিত বাস-পাল্লা বেতন দানের সুষ্ঠু পদ্ধতি চালু করতে হবে। প্রোমোশন, সেনসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) বৈজ্ঞানিক ধাঁচে নিয়ে এবং প্রকৃত প্রয়োজন অনুভব করে গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

ছ) সাধারণের গ্রন্থাগারগুলি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একই বৎসরে পরিচালন ব্যবস্থা সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগারে চালু করতে হবে।

জ) গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষণ এবং উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ (সবেতন ছুটি) সৃষ্টি করতে হবে।

ঝ) নির্দিষ্ট Guide-Line এর ভিত্তিতে জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক (L.L.A) এর অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রন্থাগার গুলিকে সরাসরি পুস্তক ক্রয় করতে দিতে হবে।

বিভিন্ন অঞ্চলসংগঠনের সহযোগিতায় সরকারী উদ্যোগে রাজ্য ও জেলা স্তরে বই মেলার আয়োজন করতে হবে।

ঞ) সরকারী অনুদানে বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করতে হবে এবং সেই প্রকাশিত পুস্তকগুলি গ্রন্থাগারে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিষদ কথা

জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন : হাওড়া

বিগত ২২শে আগস্ট ১৯৮২ আদর্শ সংঘ গ্রন্থাগার, কুলগাছিয়া, হাওড়ার পরিষদের হাওড়া শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ও জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জ্যোতিবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা ও শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর সারাদিনব্যাপী সম্মেলনের সূচনা হয়, বার্ষিক সাধারণ সভায় জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের নানা সমস্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন এবং পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীশ্যামকৃষ্ণ সাহা রাজ্যের বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করেন এবং গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের এই আন্দোলনের প্রসারে আরো ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণে আহ্বান জানান। অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য জেলা শাখার কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি —শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি—শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হাজরা, সম্পাদক—শ্রী সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সম্পাদক—শ্রীবাণী চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅশোক কুমার দাস এবং সদস্যবৃন্দ —শ্রীবিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, শ্রীসলিল মিত্র, শ্রীসৌরেন সংকার, শ্রীঅনিল গোস্বামী ও শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্তী।

বিকাল তিনটেয় প্রকাশ্য সম্মেলন সুরু হয়। জেলা শাখার সভাপতি সকলকে স্বাগত জানান। প্রকাশ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীদেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগ ও তার সফলতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সম্মেলনের বিশেষ অতিথি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীকণিভূষণ দাস গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারে সাধারণ গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিদের ভূমিকা প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোচনা করেন। সম্মেলনের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীনিরুপমা চট্টোপাধ্যায় বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এই জেলা সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে বামফ্রন্ট সরকার চান প্রকৃত শিক্ষা, সুস্থ সংস্কৃতি ও সুস্থ সমাজ। সরকার মনে করেন এই ত্রিবিধ পরিকল্পনাকে একমাত্র সার্থকভাবে রূপায়িত করা যেতে পারে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে, তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের সামনে আজ বিশাল দায়িত্ব। সহকার আশা করেন গ্রন্থাগার কর্ম ও অনুরাগীগণ সরকারের এই আশা পূরণ করবেন। আদর্শ সংঘ গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীনিতাই চৌমিক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

॥ কলিকাতা ॥

রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা-১৪

রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে এবং শ্রী সাধন বসুর পরিচালনায় পাঠাগারের শিশু সভ্যদের নিয়ে ২৬শে আগস্ট ১৯৮২, সন্ধ্যা ৬টায় পাঠাগারের ঘরে আনন্দ আসরের আয়োজন করা হয়। এই আসরের উদ্দেশ্য মূলতঃ শিশুদের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশ।

শহীদ স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা-৩৬

গত ৩০শে আগস্ট কালী মুখার্জী রোড অবস্থিত শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্র নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন শ্রী অজয় ভট্টাচার্য। সভায় গ্রন্থাগারিক নিতাইচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভাষণ দেন।

॥ ২৪ পরগণা ॥

চাপক পাঠাগার, ব্যারাকপুর

১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে পাঠাগারে শিশু বিভাগ খোলা হয়েছে। এই শিশু বিভাগের জন্য কোন চাঁদা লাগে না।

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগার

সাধুজন পাঠাগারের উদ্যোগে, বিগত ১৫ই শ্রাবণ, শনিবার, সাধুজন পাঠ মন্দিরে' বিদ্যাসাগর ১০০তম স্মৃতি বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। সাধুজন পাঠাগার পতাকা উত্তোলন করেন শ্রী কানাইলাল ভট্টাচার্য। বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংগ্রহ-সমৃদ্ধ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রী জোৎস্না রাণী সাধু।

বিগত ২রশে শ্রাবণ, বিকাল ৪টায় সাধুজন পাঠাগার উৎকর্ষ দিবস উদযাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রী দেবপ্রসাদ পাল। আলোচনায় করেন কবিতা ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল বিশ্বাস, কানাইলাল ভট্টাচার্য, দেবজ্যোতি সাধু, অজয় বিশ্বাস, জোৎস্না রাণী সাধু, রবীন দাশ, সবিতা পাল। শ্রী গোপালচন্দ্র সাধু প্রতিভাষণ দেন।

রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগার, টাকী

সম্প্রতি গ্রন্থাগারে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। শ্রীযুক্তা কবি এবং শ্রী আলোক মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সম্প্রতি গ্রন্থাগারে পক্ষ গ্রন্থাগার পালিত হল। এখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে অধ্যাপক অমলেন্দু সেনগুপ্ত এর বিষয় হিতের চেকাপটে শহরটেতের সমাজ চেতনাকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন।

শঙ্খধর পাঠাগার, সুখচর

গত ১৭-১০-৮২ শঙ্খধর পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় (১৯৮১-৮২) শ্রী গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী ১৯৮২-৮৩ র কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন উক্ত সভায় বিদায়ী সম্পাদক শ্রী বনমালি পাত্র গত ১৯৮১-৮২ সালের কার্যবিবরণী পেশ করেন।

সভাপতি—ডাঃ সুনীল বসুরায় সহঃ সভাপতি—শ্রী সমরেন্দ্র চৌধুরী সম্পাদক—শ্রী রমেন চট্টোপাধ্যায় সহঃ সম্পাদক—শ্রী বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় সহঃ সম্পাদক—শ্রী সোমনাথ ব্যানার্জী কোষাধ্যক্ষ—শ্রী

সনাতন দাস ॥ আগামিক—শ্রী কেদারনাথ চাটার্জী সহঃ গ্রন্থাগারিক—শ্রী পরিমল পাত্র কার্যকরী সমিতি সদস্যবৃন্দ—শ্রী দেবাশীষ চক্রবর্তী, শ্রী দুলাল ভট্টাচার্য, শ্রী অজিত চক্রবর্তী।

॥ মেদিনীপুর ॥

শহীদ পাঠাগার, হলদিয়া

গত বিকাল ৩ টায় হলদিয়া উন্নয়ন আধিকারিক মাননীয় শ্রীদেবাশিস চক্রবর্তী মহাশয়ের সৌজন্যে ১৯৮২ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সংযোগাটে থানার ১৬ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীগণকে হৈচৈনাদুং শহীদ পাঠাগার কর্তৃক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

॥ হুগলী ॥

ধনিসালি পাঠাগার, মন্মথনগর

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় পাঠাগারের নিজস্ব প্রাঙ্গণে ধনিসালী পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা দপ্তরের মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ মন্ত্রী মাননীয় হবানী মুখার্জী। সভার পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীহরিপদ কুমার ধানাজী গ্রন্থাগার উন্নয়নে বর্তমান সংকারের ভূমিকা আলোচনা করেন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে পাঠাগারের ভূমিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। মাননীয়া সভানেত্রী তাঁহার বক্তব্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে সংকারের প্রচেষ্টা ও তাহার বাস্তবায়নে প্রতিকূল পরিস্থিতির উল্লেখ করেন।

॥ হাওড়া ॥

সংস্কৃতির রবীন্দ্র জয়ন্তোৎসব

চাকদোতা 'সংস্কৃতি' গত ২৪শে বৈশাখ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ১২১ তম রবীন্দ্রজয়ন্তোৎসব উদ্‌যাপন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের প্রশাসক নিমাই মান্না। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

ডোমজুড় সাধারণ পাঠাগার

অদ্য ডোমজুড় সাধারণ পাঠাগার ভবনে ৩৬ তম স্বাধীনতা দিবস পালন উৎসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পাঠাগারের সম্পাদক ডাঃ সুধীরচন্দ্র বেরা মহাশয়।

প্রতিবেদক : অসিতাভ দাশ

Annual Price Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 32 : No. 5 August-September, 1982

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press
23, Dixon Lane, Calcutta—700014

Editor : Prabir Roychaudhury

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৬ | সম্পাদক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | আশ্বিন, ১৩৮৯

LIBRARIA ASIATICA

সূচী

সম্পাদকীয় ... ১৬৯

গ্রন্থাগার আইনের দুই বছর ও গ্রন্থাগার আন্দোলন—গৌতম গোস্বামী ১৭২

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা —অমিতা কুণ্ডু ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭৫

গ্রন্থাগার আন্দোলন : আমোদ-প্রমোদ সংস্থা গ্রন্থাগারের ভূমিকা—সত্যব্রত সেন ১৮১

পরিষদ কথা : ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ১৮৫

English Abstracts ১৯০

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এইজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন্ পৃষ্ঠার কতটা		সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	৪র্থ মলাট —	৪০০	৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	২য় ও ৩য় মলাট	৩৫০	৪৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ —	১৭৫	২৫০
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	সাধারণ —	৩০০	৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ —	১৫০	২৫০
¼ পৃষ্ঠা :	ঐ —	১০০	১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৬ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০
মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশী সূচি-বাচিত বাংলা বইয়ের তালি ।।

বাণী বসু (সঙ্কঃ)—বাংলা কিশু সা ৫০। : সূচিপত্রী।
মূল্য ৩·০০
১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৩,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৮২।
মূল্য—৩·০০ [বাঁধানো ১০·০০]
খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৭০ সংখ্যা
আলোচিত প্রবন্ধাবলি সংশোধিত ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৬ | সম্পাদক : সুবেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | আশ্বিন, ১৩৮৯

সম্পাদকীয়

আশীর দশকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন

খ্রীষ্টীয় এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়েছিল দেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এবং পরিষদের কর্মক্ষেত্র তখন প্রসারিত ছিল অবিভক্ত দুই বঙ্গের ব্যাপক ভূখণ্ডের মধ্যে। দেশভাগের পর এই কর্মক্ষেত্র এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান শতাব্দীর সত্তরের দশকেই এই পরিষদের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। অবশ্য অবিভক্ত বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনিশ শতকেই কতকগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে। গ্রন্থাগার পরিষদের জন্মের অনেক পূর্বেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ স্বেচ্ছাসেবী, সমাজসেবী ও বিদ্যোৎসাহী কিছু মানুষের প্রচেষ্টায় তখন এইসব গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়েছিল। এঁরা ছিলেন প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। এঁদের এই প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জন সাধারণে শিক্ষার প্রসার ও জাতীয় চেতনার বিকাশ। গোড়ার যুগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থাগারগুলির সমবেত প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও প্রসার এবং জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের আগ্রহ সৃষ্টি করা। তখনকার দিনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মোটামুটি এই রকমই। যদিও এই গ্রন্থাগার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলনা তবু গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে দেশের ব্যাপক জনসাধারণের যোগসূত্র ছিল একান্তই ক্ষীণ; গ্রন্থাগারের সার্বজনীন সামাজিক স্বীকৃতি তো দূরের কথা! গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা ছিল নিতান্তই নগণ্য। বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা তখনও স্বীকৃত হয়নি।

স্বাধীনতার পরে বিগত তিন দশকে অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু জেলা, মহকুমা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে স্থাপিত এইসব গ্রন্থাগার এবং বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত পুরাতন ও নতুন গ্রন্থাগারগুলি এতকাল কাজ করে চলেছে বিচ্ছিন্ন ভাবে / সব গ্রন্থাগা-

গুলিকে নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রাজ্যে এখনও গড়ে ওঠেনি। সম্প্রতির দশকের গ্রন্থাগার আন্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ১৯৭৯ বিধিবদ্ধ করা। এইরূপ একটি আইন পাশ করার প্রচেষ্টা কিন্তু শুরু হয়েছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্মের ঠিক কিছুকাল পর থেকেই। আলীয় দলকে গ্রন্থাগার আন্দোলন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তথা পরিষদ নেতৃত্বের দায়িত্ব বহুগুণে বেড়ে গেছে। নতুন গ্রামীণ ও সহর গ্রন্থাগার গড়ে স্থাপিত হয়েছে সরকারী পোষিত গ্রন্থাগারগুলির অনুদান কয়েকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিষদের দীর্ঘ-দিনের দাবী সুপ্রশস্ত প্রথম পদক্ষেপ রূপে কলিকাতা নগর উদ্বোধন হয়েছে। বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য একটি প্রতিনিধিস্থানীয় রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেছেন যাতে গ্রন্থাগার সমিতিগুলি থেকে প্রতিনিধিরা রয়েছেন। তাছাড়া গ্রন্থাগার উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত স্থানে উপযোগী গৃহনির্মাণ; সহযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তোলা। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আধিকারিক ও জেলা গ্রন্থাগার ও অফিসারদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের উদ্যোগে রাজ্য গ্রন্থমেলার সরকারী সহায়তা, শিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা; রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকাদি প্রকাশ; গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, মর্যাদা ও সেনসন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এইসব পরিকল্পনা কিছু কিছুতে ইতিমধ্যেই হাত দেওয়া হয়েছে। আলীয় দশকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজ্য সরকার যেভাবে গ্রন্থাগার শুরুত্ব দিয়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছেন তা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি।

স্বভাবতই যে বঙ্গীয় পরিষদ এতকাল গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে আলীয় দশকে এসে তার কর্মধারা পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করাও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই দশকেই সম্ভবতঃ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামনে সুযোগ এসেছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের। সঠিক পথে পরিচালিত হলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন যে অনেকখানি এগিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই দশকে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি যে ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে চলেছে তাতে আশা করা যায় এই বৃত্তি অচিরেই তার যোগ্য মর্যাদা লাভ করবে। রাজ্য সরকার সম্প্রতিকালে সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গুলির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাতে রাজ্য গ্রন্থাগারিকতায় শিক্ষণপ্রাপ্ত বহু কর্মীর দরকার হবে। সুতরাং আলীয় দশকের গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফল যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রকার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্বভাবতই আলীয় দশকে তার দায় দায়িত্ব অনেকখানিই এসে গেছে। শুধু গ্রন্থাগার স্থাপন বা অধিক অনুদানই বড় কথা নয়। গ্রন্থাগারগুলি তাদের উপযুক্ত ভূমিকা যাতে পালন করতে পারে সে জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিও থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার পরিষদের অভিজ্ঞ নেতৃত্ব এ বিষয়ে পথ নির্দেশ করতে পারবেন। শুধু কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রন্থাগার যাতে সাধারণ মানুষ, শ্রমিক সমাজের তথা নিরক্ষর মানুষেরও জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে সেজন্য

গ্রন্থাগারগুলিকে প্রস্তুত করতে হবে। গ্রন্থাগারকে সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পথে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা হচ্ছে সেই পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

সুতরাং আগীর দলকে গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারা এই সকল দিকে লক্ষ্য রেখেই নির্ধারণ করতে হবে। জেলায় জেলায় এখন গ্রন্থাগার শাখা গঠিত হয়েছে তাকে জোরদার করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে জেলা ও প্রাথমিক ইউনিটগুলি যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে এবং সঠিক কর্মপন্থা দ্বারা চালিত হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

একটা কথা মনে রাখা ভালো যে সকল যুবক পঞ্চাশের দশকে গ্রন্থাগার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই আজ পঞ্চাশোর্ধে। স্বাধীনতার পূর্বে যারা এসেছিলেন তাদের অনেকে ইতিমধ্যেই গত হয়েছেন—যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁরাও আর সক্রিয়ভাবে বেশীদিন এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। সুতরাং তরুণদের আরও বেশী করে সক্রিয় করতে হবে পরিষদের কাজে। তাদের নানা কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞ করে তুলতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের দুই বৎসর ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

গৌতম গোস্বামী

প্রথমেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি "যদি সমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে তারা চুপ করিয়া আছে, প্রবাদ হিংর হইয়া আছে, মানবাত্মার অনেক আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

শব্দের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায় তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ! এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে"।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অর্থই অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা। এই তিনটি বিষয় হইল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এই তিন-টি বিষয়ের উন্নতি নির্ভর করে গণশিক্ষার প্রসারের উপর। সাধারণ গ্রন্থাগার তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গণচেতনা জাগানোর জন্য ও অবক্ষয়কে রোধ করার জন্য গণশিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সাধারণের গ্রন্থাগার অপরিহার্য।

১৯৭৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরে গ্রন্থাগার আইন রাজ্য বিধানসভায় বিধিবদ্ধ হয় এবং ২৬শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। ১৯৮১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর এর দুই বৎসর পূর্ণ হইল। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একটু পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

প্রথমেই আসা যাক কেন গ্রন্থাগার আইন? যদিও এই সম্বন্ধে অনেকেই ওয়াকিবহাল আছেন তবুও এই সম্বন্ধে একটু বলা যাক। দেশের আপামর জনসাধারণের জ্ঞানের ক্ষুধা মেটানোর জন্য চাই সাধারণ গ্রন্থাগার। একটি গ্রন্থাগারের দ্বারা তা সম্ভবপর না। তা ছাড়া তার সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। এর জন্য চাই বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সমন্বয়। যার ফলে সম্মিলিতভাবে তারা জনসাধারণের সেবা করতে পারে। এই সমন্বয় আনতে গেলে চাই একটি আইন বা সাংগঠনিক দিক থেকে একটি কাঠামো তৈরী করবে যার সাহায্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

জ্ঞান ও তথ্য আহরণের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য। এই আন্দোলন একটি সামাজিক আন্দোলন। ১৯২৫ সালে ২০শে ডিসেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্মলগ্নে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল এখন তা সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল আইন প্রণয়ন। সত্যি ভাল আনন্দে মন ভরে যায় এতদিনের সংগ্রামের ফল প্রাপ্তিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে এর গুরুত্বের সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। এখন আন্দোলনের লক্ষ্য হল বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা।

বিগত ৩০ বছরে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন উন্নতি বা সম্প্রসারণ হয়নি। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সমন্বয় ছিল না, সম্প্রসারণের কোন নির্দিষ্ট এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা ছিল না। পুস্তক ক্রয়ের ক্ষেত্রেও কোন সামাজিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ছিল না; গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার উপর অবহেলা করা হতো।

১৯৭৯ সালে আইন পাশ হওয়ার পর এই ব্যাপারে অনেক কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই আসা যাক গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়ের কথা। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের জন্য নির্ধারিত ব্যয় বরাদ্দ ছাড়াও বর্তমান রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত তালিকানুসারে ব্যয়বৃদ্ধি করেছেন। গ্রন্থাগার খাতে—সাল হিসাবে ব্যয়বরাদ্দ নিচে দেওয়া হল :—

১৯৭৮—৭৯—২৮ লক্ষ ৫০ হাজার
১৯৭৯—৮০— ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৪৭ হাজার
১৯৮০—৮১— ৪ কোটি ১ লক্ষ
১৯৮১—৮২— ৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৭ হাজার

এই ব্যয় বরাদ্দ থেকে এইটাই পরিষ্কার হয়ে যায় শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে এবং ইহা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তা প্রমাণ করে।

এবারে আসা যাক গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও হাতেগুনি গ্রন্থাগারের অনুদান সম্বন্ধে।

বিগত ৩০ বছরে যেখানে ৭৫৬টি জেলা, মহকুমা গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে (১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮১-৮২) মোট ১৫৭৩টি গ্রামীণ ও প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী ৮০টি মহকুমা ও কলিকাতা নগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থক্রয়ের জন্য ১২ লক্ষ টাকা অনুদান দেবেন। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে শুধু গ্রন্থক্রয়ের জন্য বার্ষিক অনুদান ছিল ২ লক্ষ ৪৭ হাজার। এছাড়া গৃহনির্মাণ ও সংস্কার, কর্মীদের বেতন ও বই বাঁধানো ও সংরক্ষণ প্রভৃতি খাতে ব্যয় বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে যা নিম্নের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে—

অঙ্কের পরিমাণে টাকার হিসেবে

অনুদানের বিষয়	রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	ইতর পাড়া জনকল্যাণ গ্রন্থাগার	জেলা গ্রন্থাগার	মহকুমা/নগর গ্রন্থাগার	গ্রামীণ/আঞ্চলিক ও প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগার
১। গ্রন্থক্রয়					
ক) পূর্বে	ক) ৫০ হাজার	ক) ২৫ হাজার	ক) ৩ হাজার	ক) ১ হাজার	ক) ছিল না
খ) বর্তমান	খ) ৫০ হাজার	খ) ২৫ হাজার	খ) ২০ হাজার	খ) ৫ হাজার	খ) ১ হাঃ ৫ শত
২। পত্র-পত্রিকা ক্রয়					
ক) পূর্বে	ক) ছিল না	ক) ছিল না	ক) ছিল না	ক) ছিল না	ক) ছিল না
খ) বর্তমান	খ) ৩৫ হাজার	খ) ২ হাজার	খ) ২ হাজার	খ) ১ হাজার	খ) ৫ শত
৩। আসবাবপত্র ক্রয়					
ক) পূর্বে	ক) ছিল না	ক) ছিল না	ক) ছিল না	ক) ছিল না	ক) ছিল না
খ) বর্তমানে	খ) ১০ হাজার	খ) ৩ হাজার	খ) ২ হাজার	খ) ১ হাজার	খ) ৫ শত

৪। বাঁধাই ও সংরক্ষণ

ক) পূর্বে	ক) ছিল না	ক) ছিল না	ক) ছিল না	ক) ছিল না	ক) ছিল না
খ) বর্তমানে	খ) ১৫ হাজার	খ) ১০ হাজার	খ) ৩ হাজার	খ) ১ হাজার	খ) ৫ শত

এই বিরাট কর্মসূচীকে কার্যে রূপায়িত করতে অনেক বাধা বিপত্তি এবং নানাধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে রাখা দরকার একটা নতুন কাজে সমস্যা থাকবে এবং তা সমাধানের চেষ্টাও করতে হবে। ১) প্রথমেই আসা যাক শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক অভাবের কথায়। যে হারে লাইব্রেরীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে সেইহারে গ্রন্থাগারিক পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে সরকারের নিয়মানুযায়ী সেখানে অগত্যা Non-trained গ্রন্থাগারিক নিতে হবে। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আছে। এই অভাব মেটানোর জন্য রাজ্য সরকার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এগিয়ে এসেছে। এখন পরিষদে ৫টি সেসন্ চালু আছে। ইহা ছাড়াও উত্তরবঙ্গে ও ২৪-পরগণায় নতুন দুটি সেসন্ চালু হতে যাচ্ছে। আশা করা যায় কিছু দিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ২) এতদিন পর্যন্ত কোন জরুরী গ্রন্থতালিকা ছিল না। যার ফলে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে খুবই অসুবিধা ছিল বই ক্রয়ের ব্যাপারে বা তালিকা প্রস্তুত করতে। বাধ্যতঃ সরকারের সহযোগিতায় রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। ৩) বেতন সংক্রান্ত ব্যাপারে যে অসুবিধা ছিল তাও দূর হয়েছে। এখন প্রতি তিন মাসের গ্রন্থাগারের ব্যয় বরাদ্দ অর্থাৎ বেতন গ্রন্থক্রয় ইত্যাদির জন্য যে অনুদান আগাম ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। যার ফলে প্রত্যেক কর্মীই সঠিক সময়ে বেতন পান।

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিতে শিশু ও কিশোর বিভাগকে সংগঠিত করার জন্য ৪০ লক্ষ ৫২ হাজার ৩ শত টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সবশেষে এই কথাই বলি "পেয়েছি অনেক কিন্তু এখনো ধরে রাখার দায়িত্বও কম না। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে যেমন গ্রন্থাগার কর্মীদের চাই অক্লান্ত প্রচেষ্টা, তেমনি চাই জনসাধারণের সহযোগিতা। গ্রন্থাগার কর্মীদের চেষ্টা করতে হবে মানুষের মনে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সুস্থ ধ্যানধারণা সৃষ্টি করা। সঙ্গে জনসাধারণের কাছে ও পাঠকদের কাছে অনুরোধ রাখি—আসুন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ি। জয় আমাদের হবেই।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা

অমিতা কুণ্ড ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

I.S.I. Term গুলি তারকা চিহ্ন (•) দেওয়া আছে কারণ ঐগুলি Standard Term হিসাবে স্বীকৃত। যে সকল শব্দের পরিভাষা বিভিন্ন গ্রন্থের গ্রন্থকার তাঁহাদের গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন সেই পারিভাষিক শব্দগুলি কেবলমাত্র গ্রন্থকারের নামের আদ্যক্ষর সহ লিখিত আছে।

গ্রন্থকারের নাম	উল্লিখিত চিহ্ন
জীমূতবাহন রায়	জী
তপনকুমার সেনগুপ্ত (গ্রন্থাগারে প্রকাশিত)	গ্র ত
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	রা
বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বী
বিমল দত্ত	বিদ
সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়	সু
গ্রন্থাগারে প্রকাশিত	গ্র
রঙ্গনাথন, এস. আর	R

D

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
Dash (The Symbol)	অনুরেখিকা (R)	ড্যাশ
Date		তারিখ
Decimal Classification	দশমিক বর্গীকরণ (সু) (জী) (গ্র ত) দশমূলক বর্গীকরণ (সু) ডেসিম্যাল বর্গীকরণ (R)	দশমিক বর্গীকরণ
—notation	ডেসিমল অঙ্কন (R)	দশমিক সংকেত চিহ্ন
—number	ডেসিমল সমঙ্ক (R)	দশমিক সংখ্যা
Dedication	উৎসর্গপত্র (রা) (বিদ)	উৎসর্গ
—page		উৎসর্গ পত্র
Department	প্রভাগ (বী) বিভাগ (R)	বিভাগ

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
Dependent body	উপসংস্থা (R)	নির্ভরশীল সংস্থা
•—work		নির্ভরশীল গ্রন্থ
Descriptive	বর্ণক (R)	বর্ণনামূলক
—Catalogue	বর্ণনাত্মক সূচীকরণ (প্রক্রি)	বর্ণনামূলক সূচী
	বর্ণনামূলক সূচী (বিধি)	
•—element	বর্ণক বাক্তি (R)	বর্ণনামূলক উপাদান
• Device, Alphabetical	দেখুন Alphabetical device	
•—, Chronological	দেখুন Chronological device	
•—, Geographical	Geographical device	
•—, Subject	দেখুন Subject device	
Diagram	রেখাঙ্কিত ছক (বা)	রেখাঙ্কিত ছক
Dictionary	অনুবর্ণ (সূ) (গ্রন্থ) অনুকোষ (সূ)	অভিধান
	অভিধান (গ্রন্থ)	
—book catalogue		পুস্তকাকৃতি আভিধানিক সূচী
•—Catalogue	অনুবর্ণ সূচী (সূ) (বা) (বী) (গ্র) (বিধ)	আভিধানিক সূচী
	সর্বানুবর্ণ সূচী (R) অভিধান ও লিপি	
• Digit	অঙ্ক (সূ) (R)	অঙ্ক
•—Connecting		সংযোজক অঙ্ক
•—, Quasi	দেখুন Quasi digit	
Directing	নির্দেশক (R)	নির্দেশী
—element	নির্দেশক বাক্তি (R)	নির্দেশী উপাদান
• —Section		নির্দেশী বিভাগ
Director	নির্দেশক (R)	নির্দেশক
Directory	নির্দেশিকা (গ্রন্থ) (R)	নির্দেশিকা
Discarding	পরিবর্জন (সূ) (গ্র)	পরিবর্জন
Display	প্রকটন (সূ) (গ্র) প্রদর্শন (সূ)	প্রদর্শন
Dissertation		গবেষণালোচনা
Distinctive name		স্বাতন্ত্র্য সূচক নাম
Distinguishing number		বিশিষ্ট সংখ্যা
Distributor		পরিবেশক
District	মণ্ডল (R)	জেলা
Divided Catalogue	দেখুন Bipartite Catalogue	

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
Division	বিভাগ (বা) (বী) (গ্রন্থ)	বিভাগ
• Document	দলিল (বা) (গ্রন্থ)	গ্রন্থ
—, Host	দেখুন Host document	
—, Macro	দেখুন Macro document	
—, Micro	দেখুন Micro document	
• Documentation list		ডকুমেন্টেশন তালিকা
• —periodical		ডকুমেন্টেশন সাময়িকী
Double entry	একের অধিক লিখন (বা)	দ্বি বিষয়ক সংলেখ
Duplicate Checking	প্রতিরূপ নিরূপন (ক্রী)	প্রতিলিপি পরীক্ষণ
—machine	প্রতিলিপি মুদ্রক যন্ত্র (ক্রী)	প্রতিলিপি মুদ্রণ যন্ত্র
Duplicating	প্রতিলিপীকরণ (সং) (গ্র)	প্রতিলিপিকরণ
Dust jacket	পুস্তকাবরণ (বা) ধুলপটাবরণী (ক্রী)	গ্রন্থ আবরণ
Dust wrapper	দেখুন Dust jacket	

E

Earlier title	পূর্বাখ্যা (R) (গ্রন্থ)	পূর্বাখ্যা
Earliest title	প্রথম আখ্যা (গ্র)	প্রথম আখ্যা
Editing	সম্পাদন (R) (সং) (গ্রন্থ)	সম্পাদন
•Edition	সংস্করণ (সং) (বী) (বিণ) আবৃত্তি (R) (সং) (বা) সংরক্ষণ (বা)	সংস্করণ
Editor	সম্পাদক (R) (সং) (বা) (বিণ)	সম্পাদক
—entry	সম্পাদক সংলেখ (R) (গ্রন্থ)	সম্পাদক সংলেখ
—index entry	সম্পাদক নির্দেশী সংলেখ (R) (গ্রন্থ)	সম্পাদক নির্দেশী সংলেখ
—of series entry	মালা সম্পাদক সংলেখ	সিরিজ সম্পাদক সংলেখ
Element		উপাদান
Elision marks		বর্ণলোপ চিহ্ন
• Embodied thought	দেখুন Document	
Encyclopaedia (Generalia)	বিশ্বকোষ (R) (গ্রন্থ)	বিশ্বকোষ
— (of a particular subject)	জ্ঞানকোষ (R) (গ্রন্থ)	বিষয়কোষ
End paper	পুস্তানি (বী) শেষপত্র (বিণ)	গ্রন্থের শেষপত্র
Engineering drawing	দেখুন Technical drawing	
• Entry	সংলেখ (R) (সং, গ্র, গ্রন্থ, বিণ) আলেখ, লিখন (বা) সংলেখ	

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
• —,collaborator	দেখুন Collaborator entry	
• —, consolidated	দেখুন Consolidated entry	
—, cross reference	দেখুন Cross reference entry	
• —, element	সংলেখ প্রথম বাক্য	সংলেখ উপাদান
• —, general	দেখুন General entry	
• — , name		সংলেখ
— naming of		সংলেখ নাম (যেমন আখ্যা, গ্রন্থকার ইত্যাদি)
— — — a person		ব্যক্তির সংলেখ নাম
Entry number	দেখুন Number entry	
—See also Subject	দেখুন See also Subject entry	
• —section		সংলেখ অংশ
•—specific	দেখুন specific entry	
•—Statement for author		গ্রন্থকারের নামের সংলেখ
—word	সংলেখ প্রথম পদ (R) লিখনের প্রথম কথা (বা) সংলেখ পদ (প্রস্তা)	সংলেখ পদ
Epitome	সংক্ষেপ (R) সংক্ষিপ্তসার (বা)	সংক্ষেপ
Epitomisation	সংক্ষেপন (R)	সংক্ষেপণ
Epitomiser	সংক্ষেপক (R) (সং)	সংক্ষেপক
Errata	ভ্রমসংশোধন (বা) শুদ্ধিপত্র (বিদ)	শুদ্ধিপত্র
Evaluation		মূল্যায়ণ
Excerpts	হুবহু উদ্ধৃতি অংশ (বা)	উদ্ধৃত করা
Executive	পরিচালকমণ্ডল (R)	পরিচালক
Expansive classification	প্রসারণশীল বর্গীকরণ (গ্রন্থ) (বা)	প্রসারণশীল বর্গীকরণ
Explanatory reference		ব্যাখ্যামূলক নির্দেশ
Explicit	সমাপ্তিজ্ঞাপক বাক্য (বা এখানে শেষ) বিদ (বিব)	বিশদ
*Expressed thought	দেখুন works	
Expurgated edition		পরিশুদ্ধ সংস্করণ
• Extension Card	দেখুন Continuation Card	
Extract	ভাগোদ্ধৃতি (গ্রন্থ) উদ্ধৃতাংশ (R)	নির্যাস
• — note	উদ্ধৃতাংশ অধিসূচন (R)	নির্যাস টীকা
Extraction note	দেখুন Extract note	
Extra illustrated	আলাদা সংযুক্ত করা ছবি বা ছক (বা)	অতিরিক্ত চিত্রাবলী

F

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
Fact	মুখ (স)	বিষয়াংশ
— formula	মুখসূত্রী (স) মুখপরিসূত্র (R)	বিষয়াংশ নির্দেশন
Facsimile	প্রতিরূপ, অবিকল প্রতিরূপ (বা) অনুলিপি (গ্রত)	প্রতিরূপ
• — edition		প্রতিরূপ সংস্করণ
— reproduction		প্রতিরূপ সৃষ্টি
• False link	লক্ষাভাষ (R)	অকার্যকরী যোজক
• Family name	দেখুন Surname	
• Fascicule	অবয়ান (R) (বা) খণ্ডভাগ (বা) পত্রক (গ্রত)	একটি গ্রন্থের অংশ (যা বিক্রয় করা যেতে পারে)
Favoured country	ইষ্টদেশ (R) (গ্রত)	বাঞ্ছিত দেশ
• — language	ইষ্টভাষা (R) (গ্রত)	বাঞ্ছিত ভাষা
• — script	ইষ্টলিপি	বাঞ্ছিত লিপি
Feature heading		বিষয় বৈশিষ্ট সূচক শিরোনাম
• Festschrift	ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্মারকগ্রন্থ (বা) অভিনন্দন গ্রন্থ (গ্রত) অভিনন্দন পত্র (R)	স্মারক গ্রন্থ
• Fifth Law		পঞ্চম সূত্র
File	অনুযোগ (ক্লী)	শ্রেণীবদ্ধ
• Filing	বিন্যাস (বা)	শ্রেণীবদ্ধকরণ
— title		শ্রেণীবদ্ধকরণের আখ্যা
Filmstrip		ফিল্মের অংশ
Finis	সমাপ্ত (বা) সমাপ্তঃ (বিব)	সমাপ্ত
• First heading	দেখুন Main heading	
— Indention		প্রথম লম্ব রেখা
• — law		প্রথম সূত্র
• — name		সূচীতে ব্যবহৃত প্রথম নাম
— part of a chain		পরম্পরাপ্রথমাংশ
• —series	প্রথম মালা (R) (গ্রত)	প্রথম সিরিজ
• — vertical	প্রথমাধ্বর্বা (R) প্রথমাধ্বরেখা (স) প্রথম লম্ব (গ্রত)	প্রথম লম্বরেখা
Five laws of Library Science	গ্রন্থালয় শাস্ত্র পঞ্চসূত্রী (R) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পঞ্চসূত্রী (স) পঞ্চসূত্রী (ক্লী)	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
Flash card		নির্দেশক কার্ড
Fly leaf	অমুদ্রিত পত্র (বী) শ্বেতপত্র (বিণ)	অমুদ্রিত পত্র
• Focus	লক্ষ্য (R) (সং) (প্রত) কেন্দ্রস্থল (বা)	লক্ষ্য
Folio	ফোলিও (বিণ)	ফোলিও
Footnotes	পাদটীকা (বা) (বিণ)	পাদটীকা
* Forename	যৌলিক নামের আগের নাম (বা) আদ্যনাম (বা) (প্রত) নামাদ্যংশ (R)	ব্যক্তিনাম
Foreword	প্রাক্‌পরিচয় (বা)	ভূমিকা
From	রূপ (বা)	রূপ বা আকৃতি
— heading	রূপশিরোনাম (প্রত)	রূপশিরোনাম
Format	ধরণ, পত্রসজ্জা (বা) আকার (বিণ)	আকৃতি
— (incunabula)		আকৃতি (অতি প্রাচীন গ্রন্থ)
— (Machine readable data files)		আকৃতি (শ্রেণীবদ্ধ উপাত্তের যন্ত্রপাঠ্য আকৃতি)
• Formula	পরিসূত্র (R) (সং)	সূত্র
• Fourth law		চতুর্থ সূত্র
Frontispiece	সম্মুখ চিত্র (বা) (বী) পূর্বচিত্র (বা)	পূর্বচিত্র
Full score	দেখুন Score	
— stop	পূর্ণ বিরাম (R)	পূর্ণবিরাম
Fundamental	যৌলিক (R) (সং) প্রাথমিক (প্রত)	যৌলিক
— law	মূলসূত্র (বা)	যৌলিক সূত্র

ক্রমশঃ

গ্রন্থাগার আন্দোলন ঃ আমোদ-প্রমোদ-সংস্থা গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সত্যব্রত সেন

সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলন এদেশে খুব বেশী দিনের নয়। খুব বেশী শক্তি এখানে সংযোজিত হয়েছে একথাও বলা যাবে না। কিন্তু স্বদেশী, সমাজ কল্যাণকামীদের এ চেষ্টায় একটা আন্দোলন বিগত ৬০।৬৫ বৎসর যাবৎ গতিশীল হয়ে উঠলেও একটা সাবেক-সংস্কার চলা-বলার ধরণ খুব বেশী শক্তি বা ব্যাপ্তি এই গ্রন্থাগার আন্দোলনে আসেনি, আসলেও, ধরে রাখা যায় নি। অধুনা একটা বড় শক্তি—যাঁরা গ্রন্থাগারে সেবাকর্মে নিযুক্ত সর্বস্তরের কর্মী অর্থাৎ যাঁরা গ্রন্থাগার সেবাকার্যে প্রধানই জীবিকা হিসেবে নিয়েছেন, তাঁদের সহযোগ ও উদ্যোগ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দ্রুতগতি ও তীব্রগতি সম্পন্ন করে তুলেছে, একথা বলা যায়।

এখন কথা হচ্ছে, এই গ্রন্থাগার আন্দোলনটা কি ও কেন এবং আমোদ-প্রমোদ-সংস্থা গ্রন্থাগারগুলোর (Recreation Club Library) প্রকৃতিই বা কি তা বিবেচনা না করে গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাদের ভূমিকা নির্ধারণ করা যাবে না। গ্রন্থাগার আন্দোলন মানুষের শিক্ষার তথা আজীবন শিক্ষার জন্য একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে পরম্পরায় বজায় রেখে চলার আন্দোলন। জীবনকে প্রতিনিয়ত সুচেতনশীল না রাখতে পারলে সমাজ পঙ্গু হয়ে পড়ে—অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা রাজনীতিক অগ্রগতির শিকার হয়ে পড়ে। সুচেতনশীল জীবন প্রতিদিন পঠনপাঠন, বলা-কওয়া, দেখাশোনার মাধ্যমে জ্ঞানোন্মেষের সাধন ও উদ্যোগশীল থাকার জীবন। গ্রন্থাগার পঠন-পাঠনের শিক্ষাটিকে প্রধান অবলম্বন করেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত।

আমোদ-প্রমোদ-সংস্থা-গ্রন্থাগারগুলিকে মনে করা হয়, অবসর বিনোদনের উপায় বা ক্লান্ত-শ্রান্ত সময় কাটাবার উপায়। আসলে কিন্তু এগুলিরও ঐ শিক্ষার তথা আজীবন শিক্ষার উপায় হিসাবে সামাজিক স্থান অস্বীকার করা খুব কঠিন। এগুলি প্রধানত গড়ে উঠেছে অফিস পাড়ায় বা অফিসে অফিসে—অফিসেরই সম্ভবত ক্যান্টিনহলের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে অফিসের কাজে অবসর বিনোদনের চেয়ার, টেবিল, পাখা, আলমারী বেমানান করে। অফিস বলতে কোন ব্যবসা বা শিল্প কারখানা বা সরকারী কাজকর্মের ব্যাপ্তের অফিস বা কার্যালয়। কর্মীরা এখানে দশটা-পাঁচটা বা হয়তো ছটা কেটে কিছু রোজগারের জন্য দৈনন্দিন আসাযাওয়া করেন। বছরের পর বছর সে এক একঘেয়ের জীবন। তাই যাতে মধ্যে একটু আধটু আনন্দস্ফূর্তির প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসা থেকে গড়ে তোলা হয় খেলাধুলো বা সংস্কৃতি চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান—যার এক উপাঙ্গ হলো একটি আমোদ-প্রমোদ-সংস্থা-গ্রন্থাগার। সে যে এক মৌল অঙ্গ। অনেক ক্ষেত্রে আবার শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগ্রামী মুখ চুপচাপ করে রাখার জন্য বা ঘুষ সম্ভাবা আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখার জন্যও কোন কোন মালিকপক্ষীয় এখানে সাহায্যের হাত কিঞ্চিৎ বাড়িয়েও দিয়ে থাকেন। দান অনুদান বাবদ সাহায্যের হাত ঐসব গ্রন্থাগার যে শিক্ষা তথা আজীবন শিক্ষার থেকে আসছে এমন কথা স্বীকৃতি হিসাবে সম্ভবত নয়।

এখানে কার্যবিধিও প্রায় সেই রকম—কোন একজনকে অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক—অবশ্যই অনুপস্থিত

ফুলনী—আংশিক সময়ের জন্য—নির্বাচিত করে, টিফিনের সময় বা ছুটির পর ঘণ্টা আধঘণ্টা থাকবেন্দের মধ্যে বই পত্র বিলি করে কাজ দেখে। এই দুইটি পল্লীর গ্রন্থাগারগুলি স্বভাবতই ছোটখাটো—কিতাব প্রকৃতির—কাঠামোরিও বিস্তৃত নয়। অবশ্য এই ক্রান্তিকর দৃশ্যের অবসান ঘটিয়ে অনেক অফিস কারখানা—কারখানার যে সুন্দর-সবল তথা সুন্দর গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তার খবরও আমাদের কাছে আছে। এরূপ গ্রন্থাগারের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২০০ (দুই শত) এর কাছাকাছি তো বটেই। অনেক প্রকাশকরা তো এই সব গ্রন্থাগারের যৌলতে জীবনীশক্তি বজায় রাখছেন। অবশ্য গ্রন্থাগার জগতে এগুলি আলোচনার আসরে এখনও আসন পায়নি। এগুলির সামাজিক মূল্যায়নও তাই চোখে পড়ে না।

চোখে পড়লে ভাল হত। এরা কত কষ্টে বা সমৃদ্ধিতে আছে, কোথা থেকে গ্রন্থাগারের রসদ আসে—এরা সেখানে কতটা অংশীদার হতে পারে—কতটা যুক্তিযুক্ত তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতো—সামাজিক অবদানের ক্ষেত্রেও যথাযথ মর্যাদা পেত।

এই গ্রন্থাগার জগতটির একটা খসড়া চিত্র এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এই সব আমোদ-প্রমোদ-সংস্থা-গ্রন্থাগারের অর্থ আসে, ১) ক্লাবে চাঁদার অংশ বিশেষ থেকে। বড় অংশ কম্ম অংশ—বড় জোর শতকরা ২৫ ভাগ, ২) অফিস কর্তৃপক্ষের বা কোম্পানীর মালিকের বৎসামান্য অনুদান থেকে—যা পাঠক বা সদস্য পিছু ৷ত্যাদি কোনরকম পড়তা অনুযায়ী নয়। এখানে সংগৃহীত অর্থের ব্যয় হয়, ১) বই কেনা, ২) আসবাবপত্র কেনা, ৩) খাতাপত্র কেনা ও ৪) বই বাঁধাইয়ের জন্য। যে যার বই দেওয়া নেওয়া, সংরক্ষণ ও সাজানোর কাজ করেন তাঁদের জন্য আর বরাদ্দ বড় একটা হয় না। আলোবাতাসের খরচ অবশ্য অফিসের উপর দিয়ে যায়—ঘর ভাড়া বাড়ানোর খরচও তথৈবচ।

এই চিত্র দুর্বল চিত্র। অন্য সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এখন দুর্বল হওয়া উচিত নয়।

দুর্বল হওয়া উচিত নয় বলার প্রধান কারণ, এইসব গ্রন্থাগারের সামাজিক মূল্য সঠিকভাবে উপলব্ধি না হওয়ায়। বিশ্লেষণের পথে এগোলে দেখা যাবে এখানকার পাঠকরা শুধু ক্লান্তি-ভ্রান্তি নিরাময়ের জন্য এখানে ভিড় করেন একথা ঠিক নয়। এখানেও সেই বাণিজ্যের তথা আজীবন শিক্ষার কার্য সম্পাদন হয় এবং তার মধ্যেও সৃজনশীল দিক আছে। এখনকার পাঠ করা অনেকে লেখক, কবি বা পাড়ার খুব সমাজ সংগঠক ইত্যাদি আছেন। তাঁদের অনেক সময় বাঁচিয়ে দেয় এই সব গ্রন্থাগার। দেশবিদেশের খবরাখবর রাখা এবং তৎসঙ্গে নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সুস্থ নীল মন দিয়ে উদ্যোগী হয়ে কাজ করা তা অনুপ্রাণিত হয়ে সকলের সঙ্গে কাজ করা বা সকলকে জানবে এমন কৌশল বা যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন বিষয়ে অবহিত করার ক্ষমতা সম্পন্ন অফিস-কর্মী-পাঠকও রয়েছেন। গ্রন্থাগারের এইসব পাঠকরা অফিসের বা কোম্পানীর উন্নয়ন সহায়ক। আমোদ-প্রমোদ-সংস্থা গ্রন্থাগারের এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। যে অফিস কারখানায় কাজ করেন, সেখান থেকে ঘুরে না গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে অল্পস্বল্প সময় বাঁচিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার করা পরোক্ষ নিজ নিজ কাজের সময়ের অপচয় কমানোও এই সব গ্রন্থাগারের আরেক অবদান। পাড়া বা গ্রামে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে গেলে যে সময় দরকার তা হয়ত সপ্তাহে একদিনের বেশী পাওয়া যাবে না, কারণ অফিসে আসার প্রস্তুতি, আসা, ফেরা, খানিক বিশ্রাম নেওয়ার মধ্যে সারাদিনের অনেক সময় চলে যায়। এক্ষেত্রেও কর্মীদের পাঠস্পৃহা চরিতার্থ করতে অনেক সংস্থের সপ্তাহ ঘটিয়ে দেয় সপ্তাহে একদিনের পরিবর্তে ২/৩ দিন ব্যবহারের সুযোগ থাকার জন্য। এছাড়া পাঠক এখানে সুবিধামত

অফিসকর্মী বা কারখানা কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কর্মীদের স্ত্রী, মা-বাবা তথা পরিবারকেন্দ্রিকও এখানে গড়ে প্রায় ২ জন বা তিনজন পাঠক। কাজেই এক্ষেত্রে ও এইসব আমোদ প্রমোদ সংস্থা গ্রন্থাগার বা সাধারণের গ্রন্থাগারেরও পরিপূরক সংস্থা হিসেবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থাগারের এক সক্রিয় দীপ্ত ভূমিকা সংযোজিত হলে গ্রন্থাগার আন্দোলন আর একটি শক্তিশালী সাথী হিসেবে পেত। পাশাপাশি বাংলা বোধের এইসব গ্রন্থাগারের সংগঠক বা পাঠক, কে কখন সময় দিয়ে সংযোগ রক্ষা করবেন এই সমস্যার মধ্যে। সেভেনটুকু কর্মীও নেই যে, তাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। গ্রন্থাগার কর্মীরা যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দ্রুতগতি তীব্রগতি দান করার জন্য তিন কারণ একথা এখানেও উপলব্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অতএব যে আন্দোলন সুচেতনশীল মানুষের জন্য আন্দোলন, সেখানে কর্মীসংস্থানের অর্থনৈতিক ব্যাপারে আটকে রাখার চিন্তা কি সঠিক চিন্তার পরিচায়ক? আমার মত—সুস্পষ্ট নয়, না। সঠিক চিন্তা থাকলে কর্মীসংস্থানের অর্থ ও বই কেনা, বা দোকান অর্থের মত বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত হতে পারে। আন্দোলন—সুস্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে আন্দোলনকে এখানেও দরকার হবে এই যা। এখানে যে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এখানেও গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা সহর গ্রন্থাগারের মত গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালন মানদণ্ড নির্ধারণের প্রয়োজন আছে। সেখাকার প্রধানে ঐ ধরণের অনেক গ্রন্থাগারের চাইতে এই আমোদ প্রমোদ সংস্থা গ্রন্থাগারের পরিধি ও মূল্য কম নহে। আনুমানিক হিসাব সারণিও এখানে একটি উপস্থাপন করছি:

সন্তান সংখ্যা বাংসরে	অতিরিক্ত পাউণ্ড বাংসরে	মোট পাউণ্ড	প্রতি মাসে পুস্তক দেওয়ার হার	প্রতি বছরে কয় দিনের ছুটি হবে	প্রতি বছরে কাজের সময় ঘণ্টায়	প্রতি মাসে চাঁদা টাকা	মাসিক মোটরের অনুদান মাসিক	রাজা সরকারের অনুদান মাসিক	প্রতি মাসে ঘরে ফেরার ভাড়া	প্রতি মাসে অন্যান্য ব্যয়	প্রতি মাসে কর্মীর জন্য ব্যয়	কর্মীর সমস্ত ও সংখ্যা
৫০ —	৫০	১০০	১২০০—	৫ —	৬০ ঘণ্টা	২৫ টা	১০০ টা	৭৫ টা	৫০ টা	৩০ টা	১২০ টা	প্রতিদিন ১ ঘণ্টার জন্য একজন কর্মী
১০০ —	১০০	২০০	২৪০০—	৮ —	১৩০	৫০	২০০	১৫০	৯০	১১০	২০০	,, ৩
২০০ —	২০০	৪০০	৪৮০০—	১৫ —	২৭৫	১০০	৪০০	৩০০	১৫০	১৫০	৫০০	,, ৬ ,, ,,
৪০০ —	৪০০	৮০০	১৬০০—	৩০ —	৬০০	২০০	৮০০	৬০০	৩০০	২৫০+২৫০	৮০০	,, ১০ ,, ১½ ,,
৮০০ —	৮০০	১৬০০	১৯২০০—	৬০ —	১২৫০	৪০০	১৬০০	১২০০	৬০০	৩০০+৪০০	১২০০	,, ১২ ,, ১½+½
৯০০ —	৯০০	১৮০০	২০৪০০—	৭০ —	১৩৮০	৪৫০	১৮০০	১২০০	৭০০	৫০০+৪০০	১২০০	,, ,, ,, ,,
১০০০—	১০০০	২০০০	২১৬০০—	৮০ —	১৫০০	৫০০	২০০০	১২০০	৮০০	৬০০+৬০০	১৫০০	,, ১৫ ,, ২½ জন
১১০০—	১১০০	২২০০	২৩৪০০—	৯০ —	১৫৫০	৫৫০	২২০০	১২০০	৯০০	৬৫০+৬০০	১৩০০	,,
১২০০—	১২০০	২৪০০	২৫৬০০—	১০০—	১৭৫০	৬০০	২৪০০	১২০০	১২০০	৬৫০+৬০০	১৩০০	,, ,, ,,
১৫০০—	১৫০০	৩০০০	২৯২০০—	১২৫—	২১০০	৭৫০	৩০০	১৫০০	১৫০০	৯০০+৯০০	২০০০	,, ১৮ ,, ২+½+½

এই সংখ্যা দেখানো থেকে প্রাথমিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক। যোবনের বাস্তব বিশ্লেষণে ও আনুষ্ঠানিক হিসাবটির খুব হেরফের হবে না। কাজেই প্রতি—আরাম প্রমোদ সংস্থা প্রতিষ্ঠায় সফল হওয়ার এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী চলতে চাইলে যে উপায় হতে পারে—কর্মী নিয়োগ করেই হতে পারে সে বিষয় অনুমান করা অসম্ভব হবে না। মালিক সোসাইটি ও রাজা সরকার এ ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়াতে বাধ্য। কিন্তু চাওয়া না থাকলে—অনুচিত্তায়। বস্তবাভিত্তিক চাওয়া না থাকলে—তথা আন্দোলন না থাকলে কেই বা দেবে ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২ কলিকাতা

৪৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

বিগত ১০ই অক্টোবর ১৯৮২ (রবিবার) বিকাল ২-৩০ মিঃ মৌলালীস্থ রাজ্য যুব কেন্দ্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ক্ষিতীন্দ্রভূষণ রায়। সভায় ২৪৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে বিগত বছরে রাজ্যের বিশিষ্ট যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী ও সংস্থাকের জীবনাবসান ঘটেছে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এক মিনিট নীরবতা পালন করে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন অনাথ বন্ধু দত্ত, অজিত কুমার ঘোষ, অবধূত সরকার অমিত ব্যানার্জী, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শিবানী রায়। এছাড়া যাদের নাম উল্লেখ করা হয় নি, তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভায় নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা হয়।

১ বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২ ১৯৮১-৮২ সালের বার্ষিক বিবরণী অনুমোদন
৩ ১৯৮১-৮২ সালের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।
৪ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য 'তিনকড়ি দত্ত' স্মারক পদক দান।
৫ ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন।
৬ সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মানুসারে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা
৭ বিবিধ (সভাপতির অনুমতিক্রমে)

প্রারম্ভে কোন কোন সদস্য অভিযোগ করেন যে তাঁরা বার্ষিক বিবরণী হাতে পান নি। এর উত্তরে কর্মসচিব জানান যে ১৮ শুতেরও উপর বার্ষিক বিবরণী আমহার্স্ট স্ট্রীট পোষ্ট অফিস হতে পাঠান হয়েছে। সেই রেকর্ডগুলি সভায় পেশ করা হয় সদস্যদের পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

বিগত ৬ই ডিসেম্বরে ৮১ তারিখে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী সভায় পঠিত ও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। ১৯৮১-৮২ সালের বার্ষিক বিবরণী পেশ করার পর বার্ষিক বিবরণীর উপর নিম্নলিখিত সদস্যরা বক্তব্য রাখেন।

দীপক রায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

শিক্ষায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতি প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই— কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সমস্যা নেই। বিশেষ গ্রন্থাগার সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেতনক্রম সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কিনা সে সম্পর্কে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

কমলেশ ভট্টাচার্য (বজবজ সাধারণ গ্রন্থাগার)

রাজ্য গ্রন্থাগার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন যে এই অংশটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা

হয়েছে। বিবরণীতে কয়েকটি করণীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু কিভাবে কখন করা হবে সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নাই। সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির ব্যাপক / সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয় নি। সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার আন্দোলন সংক্রান্ত বিবরণী থাকা বাঞ্ছনীয়। আন্দোলন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করতে হলে পরিস্থিতির সঠিক চিত্র প্রকাশ করা প্রয়োজন।

প্রদীপ চৌধুরী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

বিগত ৫।৬ বছরের রাজনৈতিক পটভূমিতে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে। গ্রন্থাগারের সংখ্যা এবং কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিষদের কাজের ধারিত্ব ও পরিধিও বেড়েছে। তিনি কয়েকটি বিষয় পরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করেন।—

ক গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের আরো সচেতন করার কর্মসূচী গ্রহণ।

খ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশ করা।

গ শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীরা— শিক্ষক না অশিক্ষক কর্মী এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করা।

অমলেন্দু রায় (কলিকাতা)

পরিষদ গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেকটারী সংকলনের কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী (হাওড়া)

কার্য বিবরণী অনুসারে পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্যের তুলনায় প্রতিষ্ঠানগত সদস্য কম। এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত সদস্যের চাঁদা বাকী। তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল। পরিষদের জেলা শাখাসমূহের কার্যধারা সমূহ কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

গণেশ নন্দী (হুগলী)

বার্ষিক বিবরণী না পাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জেলা গ্রন্থাগারগুলির কর্মসূচী জানতে চান। পরিষদের জেলা কমিটিগুলির একটা সিম্বল থাকা প্রয়োজন।

শেখ আবদুল রহিম (মেদিনীপুর)

আগামী দিনের কর্মসূচীতে জেলা সংগঠনকে শক্তিশালি করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। জেলা সংগঠনকে শক্তিশালী করতে গেলে ব্লকস্তরেও সংগঠন করতে হবে। স্কুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে লাইব্রেরী সার্ভিস ক্যাডার করতে হবে।

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)

পরিষদের সদস্য তালিকাটি ভুটিল করে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। কার্যবিবরণীকে যাতে সমস্ত বিষয় জানা যায় এ রকম ভাবে লেখা প্রয়োজন। ডাইরেকটারীর কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে সে সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়নি। বিজ্ঞাপনের সাহায্য নিয়ে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার জন্য বিবেচনা করতে বলেন।

জ্যোতিষ চক্রবর্তী (২৪ পরগণা)

গ্রন্থাগার পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যা সত্যব্রত সেনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ঐ ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশ করা উচিত নয়।

সত্যনারায়ণ রায় (মুর্শিদাবাদ)

রাজ্য গ্রন্থাগার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন যে, কোন কোন জেলায় কতগুলি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলো, কতগুলি এবং কোন কোন গ্রন্থাগারের পদগুলি

পূরণ হলো তার একটা হিসাবের প্রয়োজন ছিল। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে শুদ্ধমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত নেওয়া হবে কিনা এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত থাকা প্রয়োজন।

সরোজ বিশ্বাস (কলিকাতা)

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে DPI থেকে ইদানীং গ্রন্থাগারিক নিয়োগের যোগ্যতা সম্পর্কে যে সার্কুলার প্রকাশিত হয়েছে এ সম্পর্কে পরিষদের ভূমিকা জানতে চান। এছাড়া যে সমস্ত গ্রন্থাগার সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের অনেকগুলি সমস্যা আছে; সেদিকে পরিষদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন।

শিখা ভদ্র (২৪ পরগণা)

একজন সদ্যশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী একটি গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নেওয়ার পরে অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষভাবে হিসাব নিকাশের পদ্ধতি সমূহ নিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয় বেশী। এ সম্পর্কে পরিষদ যদি একটি কোর্স করার ব্যবস্থা নেন তবে ভাল হয়।

শশাঙ্ক বাগচী (কলিকাতা)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচীই জেলাস্তরে জেলা কমিটিগুলির কর্মসূচী। কিভাবে জেলা কমিটিগুলি তৈরী হবে এবং কি কি কাজ করতে হবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। জেলা সম্পাদকের পক্ষে সমস্ত কর্মসূচী একক ভাবে পালন করা সম্ভব নয়। এটা করতে হবে কর্মী বাহিনীর দ্বারা। এজন্য সদস্য সংগ্রহে সবাই সচেষ্ট থাকতে হবে।

সন্দীপ সরকার (কলিকাতা)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষণকেন্দ্রে সংখ্যাগতভাবে শিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা বাড়লেও, শিক্ষণের মূলগতমান মোটেই নয়।

অমলাংশু সেনগুপ্ত (২৪ পরগণা)

বার্ষিক বিবরণী সদস্যদের কাছে পৌঁছয় না ডাক খরচের গাফিলতির জন্য। এজন্য বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞাপন খবরের কাগজের মাধ্যমে দেওয়া উচিৎ। এছাড়া পরিষদের প্রচুর কাজ বেড়েছে, নতুন নতুন কর্মী পরিষদে আসছেন। এদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতি বৎসর ৫ জন কর্মীকে পুরস্কার প্রদান করা উচিৎ।

প্রবীর দে (২৪ পরগণা)

বার্ষিক বিবরণীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে সব জেলায় সম্মেলন হয়েছে তার দুই একটা রিপোর্ট এখানে রাখা উচিৎ ছিল। দুটি জেলায় কেন বাৎসরিক সম্মেলন হলো না তার কারণ জানতে চান। তিনি পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে বলেন। জেলার অবস্থিত সব 'পাবলিক' লাইব্রেরী সমূহের তালিক সংগ্রহ করে পরিষদে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেন।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া)

'পাবলিক' গ্রন্থাগারগুলিতে নির্বাচন না হওয়ার জন্য জেলা কমিটিগুলিকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যে সব নন-পাবলিক লাইব্রেরী 'পাবলিক' হওয়ার জন্য আবেদন করেও পাচ্ছেন না সেই সব ক্ষেত্রে পরিষদের ভূমিকা কি? তিনি জানতে চান প্রতি মাসে জেলা সম্পাদকদের নিয়ে একটি কার্য সভা করা যায় কিনা এ সম্পর্কে কার্য নির্বাহক সমিতিকে চিন্তা করতে অনুরোধ করেন।

অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলী)

সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধাবলী সমূহ প্রকাশনা হিসাবে বিক্রয় করা হয়। পুনরায় ঐ প্রকাশনাই পরিষদের সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাধ্যমে পাঠানো হয়। সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ যেন গ্রাহকদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

সমস্ত প্রশ্ন ও প্রস্তাবাদির উত্তরে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীরঞ্জন সাহা বলেন, গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলিকে ফিল্মস্ট্রিপে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করলে বিরাটাকার আয়তন খুব বেশী হয়ে যেত, তাই কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যালয় বা কলেজ গ্রন্থাগারের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত কাজ যত এগিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কাজে ততটা অগ্রসর হওয়া যায়নি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কোন ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকের সমমর্যাদা থেকে সরে আসেনি। তবে বিষয়টি কার্যকর করা সহজ নয়, প্রচুর জটিলতা আছে, অর্থনৈতিক সমস্যাও আছে। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিষদের সদস্য তালিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত সদস্যের সংখ্যা কম—এই শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যাঁদের চাঁদা বাকী রয়েছে সেগুলি আদায় করার চেষ্টা চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন যে এটি সম্মেলনের প্রবন্ধ, এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবন্ধকারের খানিকটা স্বাধীনতা থাকে। এছাড়া বার্ষিক বিবরণীতে মার্চ মাস পর্যন্ত কর্মধারারই উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে আরো অগ্রগতি হয়েছে। ডাইরেক্টরী প্রকাশ করতে গেলে প্রাথমিকভাবে ব্যাপক অর্থের প্রয়োজন —বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ও সাবস্ক্রিপশন প্রাইসের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করবার চিন্তা করা হবে। এরপর সভাপতি বিবরণী গ্রহণ করা সম্পর্কে সভার মত গ্রহণ করার পর বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তিনি সভাকে জানান যে সংগৃহীত সমূহে কাউন্সিলের নির্বাচন পেশ করা হবে। এরপর আলোচ্য বিষয়ের ৩ নং ধারা অনুসারে পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচনের বিষয়টি গ্রহণ করা হয়।

সভাপতি জানান যে বিগত ৬ই অক্টোবর '৮২ তারিখে রাত্রি ৮টার মধ্যে যে সমস্ত মনোনয়নপত্র পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি ৭ই অক্টোবরের কার্য নির্বাহক সমিতির সভায় পরীক্ষিত হয়েছে এবং বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছিল। ৮ই অক্টোবর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহৃত হওয়ার পর দেখা যায় যে সভাপতি, সাধারণ কর্মসচিব, যুগ্ম কর্মসচিব, সহ কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ, এবং গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদকের পদগুলিতে একজন করে প্রার্থী। সে কারণে প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

এছাড়া ব্যক্তিগত সদস্যদের মধ্যে ২০টি কাউন্সিল সদস্য পদের জন্য ২৬টি মনোনয়নপত্র পেশ করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৬টি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহৃত হয়। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ২০ জন ব্যক্তিগত সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কাউন্সিল সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

সভাপতি জানান যে ৩টি সহ-সভাপতি পদের জন্য ৮টি মনোনয়নপত্র পেশ করা হয় এবং বৈধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। পরে একটি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহৃত হওয়ার পর ৩টি পদের জন্য ৭টি প্রার্থী রয়ে যান। এজন্য শুধুমাত্র সহ-সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের এম এন নাগরাজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে ব্রজমোহন দাস, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ও রতন কুমার সাহু সহযোগিতা করেন।

নির্বাচিত কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্যদের নাম নিম্নে দেওয়া হল।

সভাপতি—কাঁকুড়গাছি রায়; সহ-সভাপতি—প্রবীর রায়চৌধুরী, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ সেন, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়; সাধারণ কর্মসচিব—শ্রীরঞ্জন সাহা; যুগ্ম কর্মসচিব —অরুণ রায়, সহ-কর্মসচিব—কৃষ্ণপদ মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা—সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাউন্সিল সদস্য (ব্যক্তিগত)—২০ টি পদ
শশাঙ্ককুমার বাগচী, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ বসু, সলিলকুমার চক্রবর্তী, অসিতাভ দাস, প্রবীর সে, হিরণকুমার দত্ত, নারায়ণ চক্রবর্তী, সৌম্য গোস্বামী, গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ, কালী প্রসাদ, রঞ্জিত কুমার মিত্র, পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তনু মুখোপাধ্যায়, অশোক রায়, অরুণ রায়, পরেশ সাহা, অনুপকুমার সরকার, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, অর্চনা শ্রীমানী।

সভাপতি জানান যে প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের মধ্য হতে নিম্নলিখিত জেলার মনোনয়নপত্র বৈধ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

কলকাতা—মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী
হাওড়া—বাটরা পাবলিক লাইব্রেরী
মেদিনীপুর—তমলুক জেলা গ্রন্থাগার
২৪-পরগণা—জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর

বাকী জেলা সমূহের কোন প্রার্থী নেই। জেলা সমূহের প্রতিনিধিরা সভায় নিজ জেলার প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের মধ্যে হতে নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার সমূহের নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়। সভাপতি তাদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন—।

কলিকাতা—বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
কুচবিহার—দেওয়ানহাট প্রগতি সংঘ, দেওয়ানহাট, কুচবিহার
চব্বিশ পরগণা—প্যারীমোহন লাইব্রেরী, বেলঘরিয়া। চণক পাঠাগার, ভালপুকুর।
দার্জিলিং—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সাবডিভিসনাল লাইব্রেরী, শিলিগুড়ি।
নদীয়া—মদনপুর পাঠাগার
পুরুলিয়া—বোড়াবাণী সাহিত্য মন্দির, বান্দুতোড়িয়া
বর্ধমান—আসানসোল জেলা গ্রন্থাগার, পোঃ আসানসোল
বীরভূম—বালিয়াড়ি পাবলিক কাম ওয়ার্কস ক্লাব লাইব্রেরী, বালিয়াড়ি, বীরভূম
বাঁকুড়া—ধ্রুব সংহতি, বালসী
মালদহ—মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, মালদহ
মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর গার্লস কলেজ বহরমপুর
হাওড়া—পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর
হুগলী—চুঁচুড়া বিদ্যোৎ প্রগতি সঙ্ঘ, চুঁচুড়া

আলোচ্য বিষয়ের ৩ নং ধারা অনুসারে পরিষদের কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৮১-৮২ সালের পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন এবং ১৯৮১-৮২ সালের বার্ষিক হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪ নং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সভাপতি জানান যে বিগত বছরে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য ভূবনেশ্বর চক্রবর্তীর নাম কার্য নির্বাহক সমিতির সভায় অনুমোদিত হয়। শ্রী চক্রবর্তী "ছোট বারে ভাবি" রচনার জন্য তিনকড়ি স্মারক পদক পাবেন। আগামী গ্রন্থাগার দিবস বা সমাবর্তন উৎসবের দিনে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

এরপর ৬ নং আলোচ্যসূচী সম্পর্কে সভাপতি জানান যে, যেহেতু কোন প্রস্তাব পরিষদে এসে পৌঁছায় নি সেজন্য সভার কাছে কোন প্রস্তাব পেশ করা যাচ্ছে না।

পরিশেষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক অরুণ রায় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের এবং কর্মীবন্ধুদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar, Vol. 32, No. 5 Aug.-Sept., 1982

Compiled by **Goutam Goswami**

Editorial : The Govt. policy and methods for purchasing the books in Public Library. P. 133-135

Highlights the policy and method of procuring the books in government sponsored public libraries, discusses some of its problems and suggests (1) to institute a " Compilation Dept." in the State Central Library for Compiling the "Bengali Books in Print" (2) State Library Association to take immediate action for this until the institution of the compilation department ; (3) authorisation for—purchasing the books from the trade licence owning publisher, maintaining 70 : 30% ratio as directed by the Govt. (4) to get the book list duly approved by the DACSE or State Library Authority (5) suggests also inspection to assess proper purchase of books in the libraries.

1. An Appeal.

2. General Secretary, BLA appeals to all library workers, library minded people for donation to the Chief Minister's Drought Relief Fund. P. 136.

3. S D I by Bhabani Kumar Ghosh P. 137-139.

Defines the term SDI and discusses its aims, suggests principles and procedures to identify the information needs of the specific users and to prepare users' profile.

4. Evaluation of Public Library System in West Bengal, by Sibananda Pal. P. 140-145

The author attempts to evaluate the public library system and to appraise its present state and functioning from various aspects.

5. Association News. P. 146

a) District Library Association, Howrah.

6. Library News. P. 147-148

(1) Rabindra Maitra Smriti Pathagar, Calcutta (2) Sahid Smriti Pathagar, Calcutta (3) Chanak Pathagar, Barrackpore (4) Banagram Sadhu Jan Pathagar (5) Rashtriya District Library, Taki (6) Sashadhar Pathagar, Sukbchar (7) Sahid Pathagar, Haldia (8) Khalsani Pathagar, Nandannagar (9) Sanskriti (10) Domjur Sadharan Pathagar

Granthagar, Vol. 32, No. 6, September-October, 1982

Editorial : Library movement and the Bengal Library Association in Eighties. P. 149-151

Highlights the development of library movement in West Bengal in Eighties supported by some relevant data ; urges the association upon its duties and onerous responsibilies ; indicates some ways, for carrying on the new responsibilities thrust upon it. It approaches the existing young and forthcoming members to come forward as well as to make all out efforts to achieve the objectives.

2. **Library movement and the Library Act after two years, by Goutam Goswami, P. 152-154**

Presents in brief the developmental trends of library movement in West Bengal. Presenting some relevant statistics, it compares the trends of the movement with what was prior to the enactment of library legislation. Lastly it emphasizes on the need for unqualified support and cooperation of the people of all castes, creeds and communities to come forward and assist the association to carry about the task.

3. **Glossary of library terms, by Amita Kundu and Amarnath Chattopadhyay. P. 155-160**

Makes the glossary of certain terms used in cataloguing of bengali books in libraries. This is in continuation of the glossary published in Granthagar, Vol, 31, No. 11-12, Feb.-April, 1982.

4. **The Role of Recreation Club Library in library movement by Satyabrata Sen. P. 161-164**

The article endeavoures to define the recreation club libraries organised and run generally in offices or other such working places ; tries to find out its contributions, if any, to complement the library movement in West Bengal.

5. **Proceedings of the 47th Annual General Meeting of Bengal Library Association, held on 10 October 1982. P. 165-**

Phanibhusan Roy presided. Discussions and deliberations were confined to the announced agenda such as (a) Confirmation of the previous annual general meeting proceedings (b) adoption of the annual report of 1981-82 (c) acceptance of the annual statement of accounts for 1981-82 (d) awarding "Tincouri Dutta Medical" to the contributor of the best article published in Granthagar, Vol. 31. election of the office bearers and council members for 1982-84. (f) proposals from members received within stipulated date announced earlier as well as others with permition from the chair. About 244 members were present many of whom perticipated in the discussions and deliberations. Meeting ended with a vote of thanks to the Chair and congratulations to the members, extended by Arun Roy, Joint Secretary of the association.

বিজ্ঞপ্তি

যাঁরা এখনও ১৯৮২-৮৩ এর জন্য চাঁদা দেননি তাঁরা অবিলম্বে চাঁদা পাঠান। চাঁদা না পাঠালে গ্রন্থাগার পত্রিকা পাঠান সম্ভব হবে না।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

Annual Price Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 32 : No. 6 September-October, 1982

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

28 JAN 1983

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press
23, Dixon Lane, Calcutta—700014

Editor : Sudhendubhusan Bandyopadhaya

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৮ | সম্পাদক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩

॥ সূচী ॥

পৃঃ

সম্পাদকীয়

গ্রন্থ সংরক্ষণ : [illegible] ও তার প্রতিকার
—গোবিন্দপদ [illegible] ২০১

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা—অতিরিক্ত কিছু ও
অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০৪

পরিষদ বার্তা

গ্রন্থাগার সংবাদ ২১০

English Abstract ২১২

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এইজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। ও ছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকগণ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন্ পৃষ্ঠার	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	— ৪০০	— ৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	৩৫০	৪৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৭৫	— ২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	— ৩০০	— ৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৫০	— ২৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	— ১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৬ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যার বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৪৪-৮৩৩৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

। পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০
মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৪·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

বাণী বসু (সংকঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।
মূল্য—৭·০০
১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৯০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৮২।
মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]
খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩১-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা
আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৮ সম্পাদক : সুবেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯

সম্পাদকীয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান

বিরাশি সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে অনুষ্ঠিত ইরা-সালিকের দশম জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধন অধিবেশন সূচিত হল সরস্বতীস্তুতির মধ্য দিয়ে। পরে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় কেউ কেউ এ-ধরনের ধর্মানুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করেন। সমালোচকেরা সবাই কিন্তু ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁদের দৃষ্টিতে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় সেকিউলার অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান সমীচীন নয়। এদেশে সর্বত্রিক সভা ও সম্মেলনের প্রারম্ভেই প্রায়শ স্তর থেকে গ্রাম এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রায়শই দেখা যায়।

বিপরীত চিত্র বিরল হলেও উল্লেখযোগ্য। কলকাতার একটি খ্যাতনামা গ্রন্থাগারের শতবার্ষিক উৎসব বৈদিক স্তোত্রপাঠের মধ্য দিয়ে সূচনার প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু সদস্যদের কারো কারো আপত্তিতে সে-প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা দেখা গিয়েছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের সময়ে। সেদিনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় নি।

সেকিউলার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় আচরণ এখন এতই গা-সহা হয়ে গেছে যে আপত্তির দিকটি নিয়ে সেকিউলার মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরাও দ্বিধার ধার ধারেন না। দেখা যায় যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়ে সরস্বতী পুজো এখন ব্যাঙ্ক ও সরকারি অফিসেও অনুপ্রবেশ করেছে, দ্রুত বিস্তার লাভ করছে অন্যান্য ক্ষেত্রে। চাঁদার লোভে সাধারণ মানুষের বিড়ম্বনার কথা না তোলাই ভাল।

এখন প্রশ্ন হল সেকিউলার প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঔচিত্য সম্পর্কে। বেশির ভাগ লোক মনে করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সমর্থকদের নানান যুক্তি খর্ণাতে দেখা যায়। অনেকে বলেন ছাত্রছাত্রীরা কিম্বা কর্মচারীরা কেউ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে আইনত কিছু বলা যায় না। কথাটা অনেকটা নজরুলের আড়ালে ইঁদো খাওয়ার মতো। পুরোপার্বণে সংশ্লিষ্ট সেকিউলার

প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সুযোগসুবিধা নিতে উদ্যোক্তাদের কার্পণ্য দেখা যায় না। প্রশ্নটা আইন বাঁচানো নয়, নীতিগত দিক থেকেই বিষয়টি সুবিবেচনার দাবি রাখে।

অনেকে যুক্তি দেখান যে পুজোটা আসলে একটা উপলক্ষ মাত্র, উৎসবের আনন্দই বলে বড়। তাঁদের মতে তাতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু ঠাকুরপুজোকে কেন্দ্র না করে কি উৎসব করা যায় না? ইংরেজি ও বাংলা নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব, বৃক্ষরোপন, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদিকে অনায়াসেই উৎসবের উপলক্ষ করা যায়।

ধর্ম, তা যে-কোনো সম্প্রদায়ের হোক না কেন, সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। প্রকাশ্যে বিশেষ করে সেকিউলার ক্ষেত্রে সেটাকে যতই টেনে আনা হবে ততই বাড়বে সামাজিক বিভেদ ও সম্প্রদায়গত মনোমালিন্য একথার সাক্ষ্য ইতিহাসই বহন করে। বেশীর ভাগ হিন্দুপ্রধান বলে সর্বত্র হিন্দু অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দেখা যায়। অনিচ্ছাতে সেকিউলারিজমের স্থান নেই। যদি মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ও এমনকি খ্রীষ্টানদের সংখ্যাধিক্য এবং তাঁরা তাদের নিজেদের ধর্মীয় আচরণ কোনো সেকিউলার প্রতিষ্ঠানে চালু করে নেতেন তাহলে হিন্দুদের মনের অবস্থা কি হত সেটা কল্পনা করা উচিত। আমাদের প্রতিবেশী কোনো কোনো দেশ খোলাখুলি মুসলিম রাষ্ট্র বলে নিজেদের ঘোষিত করে। সেখানকার সংবিধানে এটা লিপিবদ্ধ করা হয়। বলা বাহুল্য হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম ও বিশ্বাসীরা তাতে আঘাত পায়।

কিন্তু ভারতের গর্ব ও বৈশিষ্ট্য হল তার ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান। নামেই ধর্মনিরপেক্ষ অথচ কাজে হিন্দুত্বের আধিপত্য চলে বলে যদি কোনো অভিযোগ ওঠে তাহলে সেটাকে খণ্ডন করা কঠিন হবে। স্কুল-কলেজ গ্রন্থাগার প্রচলিত স্থানে মুসলমান, খ্রীষ্ট ইত্যাদি ধর্মের কিছু কিছু ব্যক্তি সরস্বতী পুজোর উৎসবে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়ে থাকেন বলে পুজোর স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়। বস্তুত সামান্য কিছু লোকের অবস্থা বিশ্লেষে উদার আচরণের নীচেরে কোনো ধর্মের অন্তর্গত সবাইকার সেন্টিমেন্ট সমান বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

এসব প্রশ্ন ছাড়াও বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী থাকেন অনেক, যাঁদের সেন্টিমেন্টকে সম্মান করা অনুচিত। তাঁদের দৃষ্টিতে আত্মাস্তিত্বের আচ্ছাদনে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তা নিছক কল্পনামাত্র। তাতে মানুষের আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা এবং সম্মান খর্ব হয়। সভ্যতার যাবতীয় বিকাশ ও অগ্রগতি মানুষের স্বজাত শক্তির সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে, কোনো দৈবশক্তির জোরে নয়। এখানে সে-প্রসঙ্গে বেশি না গিয়ে শুধু এইটুকুই বলা যথেষ্ট যে সমাজে আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষে বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী বিশ্বাসী মানুষ বাস করেন, স্বভাবতই সেখানকার যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকার অধিকার সমান, সেখানে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান, তা যেকোনো সম্প্রদায়ের হোক না কেন, বর্জিত হওয়া বিধেয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২৪ পরগণা জেলা শাখা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ২৪ পরগণা জেলা শাখার যে বার্ষিক সম্মেলন আগামী এপ্রিল মাসে ভাটপাড়ায় অনুষ্ঠিত হইবে। পরিষদের ২৪ পরগণা জেলার সকল সদস্যকে অবিলম্বে পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

গ্রন্থ সংরক্ষণ ঃ কাগজ অ্যাসিডের মাত্রা ও তার প্রতিকার

গোবিন্দগোপাল চৌধুরী

• ভূমিকা—গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি সংরক্ষণের একটি প্রধান সমস্যা হ'ল কাগজে অ্যাসিডের মাত্রা। কাজেই এই অ্যাসিডের মাত্রা দূর করতে হলে কাগজ প্রস্তুতির সময় থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং একবার কাগজে অ্যাসিডের মাত্রা সনাক্ত হ'লেই তা অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন।

১ কাগজ কি—কাগজের প্রধান উপাদান হ'ল সেলুলোজ $[(C_6H_5O_{10})_n]$—কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত জলে অদ্রাব্য এক ধরণের সাদা রাসায়নিক পদার্থ। কাগজের স্থায়িত্ব এবং কাগজের ধর্ম নির্ভর করে প্রধানতঃ এই সেলুলোজ-এর উপর।

২ অ্যাসিড ও অ্যাসিডজনিত সমস্যা ঃ

সাধারণভাবে বলা যায় অ্যাসিড হ'ল এরূপ একটি রাসায়নিক যৌগ যা হয় (ক) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) উৎপন্ন করতে পারে (খ) যারা ক্ষারে সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন আসে—কাগজের উপর অ্যাসিডের প্রভাব কি। অ্যাসিড কাগজের সেলুলোজের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে সেলুলোজ অণিমার সংযোজককে ভেঙ্গে দেয় ফলে কাগজ হয়ে যায় ভঙ্গুর (Brittle) ও অস্থায়ী। সুতরাং কাগজকে স্থায়ী করতে হলে ও তার গুণগুলিকে বজায় রাখতে গেলে সর্বপ্রথমে কাগজকে অ্যাসিডমুক্ত করা প্রয়োজন।

৩ অ্যাসিডের উৎস ঃ কাগজে অ্যাসিডের মাত্রা নির্ভর করে মূলতঃ ৩টি বিষয়ের ওপর—

৩·১ কাগজ প্রস্তুতির সময় ব্যবহৃত লোডিং ও সাইজিং দ্রব্যের ওপর কাগজে অ্যাসিডের মাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করে।

৩·১১ সাইজিং এর সময় ব্যবহৃত যৌগ ফটকিরি (অ্যালাম = $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$) বায়ুর জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন উৎপন্ন করে ও সালফিউরাস অ্যাসিড (H_2SO_3) উৎপন্ন করে। এই সালফিউরাস অ্যাসিড পরবর্তী পর্যায়ে উৎপন্ন করে সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) যা কাগজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

৩·১২ কাগজ প্রস্তুতির সময় ব্লিচিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত অতিরিক্ত ক্লোরিন জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে বিক্রিয়ার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCL) ও হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড উৎপন্ন করে যা কাগজের স্থায়ীত্বকে ক্ষুণ্ন করে।

$$CL_2 + H_2O = HCL + HOCL$$

৩·১৩ কাগজে ব্যবহৃত কালি কখনো কখনো কাগজের ক্ষতি করে। বর্তমানে ব্যবহৃত অধিকাংশ কালিতেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অথবা সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় স্থায়ীকারক (Stabilizer) হিসেবে। এই সকল স্থায়ীকারক অ্যাসিড কালিকে স্থায়ী করে বটে কিন্তু কাগজের স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে এই অ্যাসিডগুলি ক্ষতিকারক।

৩·২ বায়ুতে অবস্থিত রাসায়নিক যৌগসমূহ ঃ

৩·২১ বায়ুদূষণজনিত সমস্যা ঃ দূষিত বাতাসে যে নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড বর্তমান থাকে তা নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) উৎস। নাইট্রোজেন-ডাই-

অক্সাইডের (NO_2) অনুগুলি ডাইমেরাইজ করে (dimerize) N_2O_4 অণুর সৃষ্টি করে যেগুলি পরবর্তী পর্যায়ে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। HNO_3 সেলুলোজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

$$NO_2 + NO_2 = N_2O_4$$
$$N_2O_4 + H_2O = HNO_3 + HNO_2$$

৩·২২ কাগজের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অ্যাসিড ক্ষতিকারক তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীব্র হল সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)। বায়ুতে মিশ্রিত SO_2 এই অ্যাসিডের প্রধান উৎস। এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 30°C তাপমাত্রার বায়ুতে বায়ু এবং সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) যথাক্রমে 1000,000 : 2·9 এই অনুপাতে মিশ্রিত থাকলেই কাগজ অত্যন্ত দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। আরো দেখা গেছে কলকারখানা আছে এমন সব অঞ্চলে বায়ুতে যে পরিমাণ SO_2 মিশে থাকে তা কাগজকে মাত্র কয়দিনে শতকরা 15 ভাগ পর্যন্ত দুর্বল করে দিতে পারে SO_2 ধূলি ও মিশ্রিত জলীয় বাষ্প, লোহা ও তামার উপস্থিতিতে সালফিউরাস অ্যাসিড (H_2SO_3) উৎপন্ন করে। এই H_2SO_3 আবার পরবর্তী পর্যায়ে নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি অনুঘটকের উপস্থিতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

$$SO_2 + H_2O \xrightarrow{Fe/Cu} H_2SO_3$$
$$H_2SO_3 + H_2O \xrightarrow{N_2O/O_3} H_2SO_4 + H^+$$

৪ প্রতিকার : কাগজে অ্যাসিডের মাত্রা হ্রাস করতে হলে অ্যাসিডের মাত্রা সনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা দূর করা প্রয়োজন। অ্যাসিড দূরীকরণ ও কাগজকে অ্যাসিডমুক্ত করার তিনটি বিশেষ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। এইগুলি হল :

৪·১ ধারোর পদ্ধতি :

৪·১১ এই পদ্ধতিতে বইয়ের অ্যাসিডযুক্ত পাতাগুলি প্রথমে ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট ($CaPH$)$_2$ কাগজের দ্রবণে ডোবানো হয় যাতে অ্যাসিড কাগজের সঙ্গে বিক্রিয়ার নিষ্ক্রিয়তা লবণ প্রস্তুত করে। কাগজে অবশিষ্ট অতিরিক্ত $Ca(OH)_2$ কে দূর করার জন্য একে আবার ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেটের ($Ca(HCO_3)_2$) দ্রবণে ডোবানো হয়। এই পর্যায়ে যে লবণ উৎপন্ন হয় তা কাগজের তন্তুর ওপর জমা হয়ে কাগজকে ভবিষ্যত অ্যাসিডমাত্রার হাত থেকে রক্ষা করে।

$$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 = CaSO_4 + 2H_2O$$
$$Ca(OH)_2 + Ca(HCO_3)_2 = 2CaCO_3 + 2H_2O$$
$$CaCO_3 + H_2SO_4 = CaSO_4 + CO_2 + H_2O$$

৪·১২ যে সমস্ত কাগজে মৃদু অ্যাসিডমাত্রা লক্ষ্য করা যায় সেইসকল কাগজকে অ্যাসিডমুক্ত করার জন্য বাজো আরও একটি সহজ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে কাগজকে ম্যাগনেসিয়াম বাই কার্বনেট ($Mg(HCO_3)_2$) দ্রবণের মধ্যে ডোবানো হয় যাতে কাগজটি অ্যাসিডমুক্ত হয়। অতিরিক্ত $Mg(HCO_3)_2$ বাতাসে উপস্থিত কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট ($MgCO_3$) লবণ প্রস্তুত করে যা ভবিষ্যতে বাফারিং এজেন্ট (Buffering agent) হিসেবে কাজ করে।

$$Mg(HCO_3)_2 + H_2SO_4 = MgSO_4 + 2H_2O + 2CO_2$$
$$Mg(HCO_3)_2 + CO_2 = MgCO_3 + 2CO_2 + H_2O$$
$$MgCO_3 + H_2SO_4 = MgSO_4 + CO_2 + H_2O$$

৪·১৩ এই পদ্ধতিতে যদিও কাগজ দীর্ঘস্থায়ী হয়, এর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এই যে, যেহেতু এটি একটি জলীয় পদ্ধতি (wet Process), তাই

দ্রবণীয় ক্ষারি ব্যবহৃত হয় যে বইপত্রে, তাদের পাতাগুলিকে এই পদ্ধতিতে অ্যাসিডমুক্ত করা যায় না। এছাড়া এই পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল। ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেসের এক হিসাবে দেখা যায়, এই পদ্ধতিতে 8" X11" মাপের একটি কাগজকে অ্যাসিডমুক্ত করতে মোট 1·10 মার্কিন ডলার ব্যয় হয়।

৪·২ বিউচল বিউজিয়াম লেবরেটারী পদ্ধতি।

৪·২১ এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বিখাইল অ্যাসকোহলে দ্রাব্য বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড ($Ba(OH)_2$) ক্ষারক বাতাসের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া ক'রে, অ্যাসিডের সঙ্গে লবণ উৎপাদন করে।

$$Ba(OH)_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + 2H_2O$$
$$Ba(OH)_2 + CO_2 = BaCO_3 + H_2O$$
$$BaCO_3 + H_2SO_4 = BaSO_4 + CO_2 + H_2O$$

$Ba(OH)_2$-এর দ্রবণ অ্যাসিডকে মুক্ত করে এবং $Ba(OH)_2$ বাতাসের CO_2-এর সঙ্গে বিক্রিয়ার বেরিয়াম কার্বনেট ($BaCO_3$) লবণ প্রস্তুত করে যা কাগজের উপর জমা থেকে কাগজের ভবিষ্যত—অ্যাসিডমাত্রাকে হ্রাস করে।

৪·২২ এই পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হল এই যে, যেহেতু এই পদ্ধতিতে জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হয় না, জলে দ্রাব্য পলিগ্লুকিউরোনিক অ্যাসিড (Polyglucuronic acid) কাগজে বর্তমান থেকে যায় যা ধীরে ধীরে কাগজের অ্যাসিডমাত্রা ফিরিয়ে আনে। সুতরাং এই পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

৪·৩ চিকাগো পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিতে প্রধান বিক্রিয়ক (reagent) হিসেবে ব্যবহৃত হয় ম্যাগনেসিয়াম মিথক্সাইড ($Mg(CH_3O)_2$)। $Mg(CH_3O)_2$ বাতাসের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড ($Mg(OH)_2$) উৎপন্ন করে। এই $Mg(OH)_2$ সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ($MgSo_4$) উৎপন্ন করে।

$$Mg(CH_3O)_2 + 2H_2O = Mg(OH)_2 + 2CH_3OH$$
$$Mg(OH)_2 + H_2SO_4 = MgSO_4 + 2H_2O$$
$$Mg(CH_3O)_2 + H_2SO_4 = MgSO_4 + 2CH_3OH$$

অতিরিক্ত $Mg(OH)_2$ বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইডের (CO_2) সঙ্গে বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে যা কাগজকে ভবিষ্যত অ্যাসিডমাত্রার হাত থেকে রক্ষা করে।

$$Mg(OH)_2 + 2O_2 = MgCO_3 + CO_2 + H_2O$$
$$MgCO_3 + H_2SO_4 = MgSO_4 + CO_2 + H_2O$$

৫ উপসংহার। উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে সবশেষে বর্ণিত চিকাগো পদ্ধতিটি হল সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বযোগ্য পদ্ধতি। অন্যান্য পদ্ধতিগুলি এত ব্যয়বহুল যে, গ্রন্থাগারে সেগুলি প্রয়োগ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে রিচার্ড স্মিথ (Richard Smith) উদ্ভাবিত চিকাগো পদ্ধতিটি গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি অতুলনীয় পদ্ধতি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা

অমিতা কুণ্ডু, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(I. S. I Term গুলি তারকা চিহ্ন (•) দেওয়া আছে কারণ ঐগুলি Standard Term হিসাবে গৃহীত। যে সকল শব্দের পরিভাষা বিভিন্ন গ্রন্থের গ্রন্থকার তাঁহাদের গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন সেই পরিভাষিক শব্দগুলি কেবলমাত্র গ্রন্থকারের নামের আদ্যাক্ষর সহ লিখিত আছে।)

গ্রন্থকারের নাম	উল্লিখিত চিহ্ন
জীমূত বাহন রায়	জী
তপন কুমার সেনগুপ্ত (গ্রন্থাগারে প্রকাশিত)	গুপ্ত
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	রা
বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বী
বিমল দত্ত	বিদ
সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়	সু
গ্রন্থাগারে প্রকাশিত	গ্র
রঙ্গনাথন এস আর	র

G

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
gangway guide	অন্তর্মার্গ প্রদর্শক (সু) ; অন্তর্মার্গ দর্শক (জী) (R)	অন্তর্মার্গ প্রদর্শক
• ganeran entry		সাধারণ সন্নিবেশ
generalia class	সর্ববর্গ (সু), সার্বিক বিভাগ (গ্রন্থ), সমূহ বর্গ (R)	সমূহ বর্গ
generic title	সামূহিক আখ্যা (গ্রন্থ), সামূহিকাখ্যা (R)	সামূহিক আখ্যা
geographical area	ক্ষেত্র (R)	ভৌগলিক ক্ষেত্র
• — device		ভৌগলিক বিভাগ
• gestalt alphabetization		জেসটাল্ট বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস
— theory	রচনাতন্ত্র (R)	জেসটাল্ট বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের সূত্র
• given name		প্রদত্ত নাম
globe		গোলক

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
glossary	শব্দকোষ (বা), ব্যাখ্যান (বিণ)	শব্দকোষ
• government		সরকার
grangerizing		গ্রেনজার পদ্ধতি
graphic		চিত্রাঙ্কিত
group	সংগ্রহ (R)	সংগ্রহ
guide	দর্শক (স.) (R); নির্দেশক (ত্রি); প্রদর্শক (ত্রিত), পথনির্দেশক (বিণ)	নির্দেশক
• guide card	দর্শক পত্রক (স.) (R); সূচিত পত্রক (স.) (ত্রী) (ত্রি) দর্শক পরিচায়ক পত্র (বা), নির্দেশক পত্র (ত্রী) (ত্রিত), প্রদর্শক পত্র (ত্রিত)	নির্দেশক কার্ড

H

• Half leaf	দেখুন Half title page	
• — title	লঘু আখ্যা (বা) (ত্রিত); অভিধান (ন্), গ্রন্থনাম পত্র (ত্রী)	অপূর্ণ আখ্যা
	সংক্ষিপ্ত আখ্যা (ত্রি) (বিণ), উপাখ্যা (R)	
• — — page	গ্রন্থনাম পত্র (বিণ)	অপূর্ণ আখ্যা পত্র
• Heading	শীর্ষ (স.); শীর্ষক (বা) (ত্রী) (R); শিরোনাম (ন্) (ত্রি) (ত্রিত)	শিরোনাম
	শীর্ষলেখ (বিণ)	
—, main	দেখুন Main heading	
—, multiple	দেখুন Multiple heading	
• — section		শিরোনাম অংশ
• —, simple	দেখুন simple heading	
Head quarters	কেন্দ্র (R)	প্রধান কেন্দ্র
Helpful order	দেখুন Helpful sequence	
— sequence	অনুকূল ক্রম (ন্) (R)	অনুকূল ক্রম
Hereditary	আনুবংশিক (ত্রিত) (R)	বংশগত
• Homonym	একনামিন (R)	ভিন্নার্থক সমোচ্চারিত শব্দ
• Homonymous heading		ভিন্নার্থক সমোচ্চারিত শিরোনাম
Honorific word	মানপদ (R)	সম্মান সূচক শব্দ
Horizontal line	সমান্তর রেখা (স.), সমরেখ (R)	সমান্তরাল রেখা
• Host document		আশ্রয়ক গ্রন্থ

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
• — section		আরম্ভক গ্রন্থাগার
• House document		সংস্থার গ্রন্থ
• House journal		সংস্থার পত্রিকা
• House magazine	দেখুন House journal	
• —Organ	দেখুন House journal	

I

Illustration	চিত্রশোভন, চিত্র (বী), চিত্রাবলী (গ্র), চিত্রন (গ্রভ)	চিত্রাবলী
Illustrator	চিত্রকর (ব্য) (গ্রভ)	চিত্রকর
— entry	চিত্রকরের নামে লিখন (ব্যা), চিত্রকর সংলেখ (R)	চিত্রকর সংলেখ
• Impression	ছাপন (স.); মুদ্রাঙ্কন (গ্র)	মুদ্রণ
• Imprint	মুদ্রণাঙ্ক (স.) (R) (বিণ); গ্রন্থ প্রকাশ পরিচয় (ব্যা) গ্রন্থ পরিচয়, মুদ্রণবৃত্ত (বী); প্রকাশন বিবরণী (গ্র)	মুদ্রণাঙ্ক
• — section		মুদ্রণাঙ্ক প্রকরণ
Incipit	পুরাতন পুঁথির সূত্র (ব্যা); এখানে সুরু (বিণ)	প্রথমারম্ভ
Inclusion notation	সমাবেশাঙ্কন (R)	সমাবেশ সংকেত
• Inclusive notation	নির্দেশী (স.)	অন্তর্ভুক্ত সংকেত
• Incunabula	১৬শ শতাব্দীর পূর্বে ছাপা বই (ব্যা); দুষ্প্রাপ্য বই (বিণ)	১৫০০ খৃীঃ পূর্বে মুদ্রিত গ্রন্থ
Independent	একত্রে বাঁধান বই বা পত্রিকা (ব্যা); স্বতন্ত্র (R)	স্বতন্ত্র
Index	নির্দেশ (R); নির্দেশী (স.); সূচীপত্র, নির্দেশ সূচী (ব্যা); নির্দেশিকা, অনুক্রমিকা (বী); নির্ঘণ্ট (গ্র)	নির্দেশী, নির্ঘণ্ট
— entry	নির্দেশী সংলেখ (স.) (গ্রভ); নির্দেশ সংলেখ (R)	নির্দেশী সংলেখ
— —, cross reference	দেখুন Cross reference index entry	
Indexer	নির্ঘণ্টকার (গ্রভ); নির্দেশকার	নির্দেশীকার
Indexing	নির্ঘণ্টকরণ (গ্র); নির্দেশন (গ্রভ); নির্দেশ করণ (R)	নির্দেশীকরণ
• Indexing periodical	নির্দেশী সাময়িকী (গ্রভ); নির্দেশ সাময়িক (R)	নির্দেশী সাময়িকী
• Index number		নির্দেশী সংখ্যা
— — section		নির্দেশী সংখ্যা প্রকরণ
• Individualisation	ব্যক্তিসাধন (R)	নির্দিষ্টকরণ
• Individualised	ব্যক্তিসিদ্ধ (R)	নির্দিষ্ট
• — heading		নির্দিষ্ট শিরোনাম
• — word		নির্দিষ্ট শব্দ

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
• — —		শিরোনামের নির্দিষ্ট
Group in a heading		শব্দ সমূহ
Individualising	ব্যক্তি সাধক (R)	নির্দিষ্টকৃত
• — element	ব্যক্তি সাধক বিষয় (R)	নির্দিষ্টকৃত উপাদান
Initial	আক্ষরিক নাম (বিদ) ; অক্ষাক্ষর (R)	আদ্যাক্ষর
Initionym	অক্ষাক্ষর নাম (সং) (R)	আদ্যানাম
• Institution	সংস্থা (গ্রন্থ) (R)	সংস্থা
• Instrument record phenomenon		যান্ত্রিক উপায়ে প্রাপ্ত নথি
Integar	পূর্ণ সমাংক (R)	পূর্ণ সংখ্যা
Integrated catalogue	পূর্ণাঙ্গ সূচী (গ্র)	পূর্ণাঙ্গ সূচী
• Inter dependent	অন্যোন্যাশ্রিত (R)	পারস্পরিক নির্ভরশীল
Inter governmental body		আন্তঃসরকারী শাসকবর্গ
Internal user lable	দেখুন lable	
International standard book number		আন্তর্জাতিক মানের পুস্তক সংখ্যা
International standard serial number		আন্তর্জাতিক মানের ক্রমিক সংখ্যা
Interrupted publication	বাহত প্রকাশন (R)	বাহত প্রকাশন
• Intra array phase		পংক্তিস্থ পর্ব
• —facet phase		বিষয়াংশস্থ পর্ব
• — — —relation		বিষয়াংশস্থ পর্বের সম্পর্ক
Introduction	পুস্তক পরিচিতি (রা); উপক্রমণিকা, অবতরণিকা (গ্র) পরিচয়পত্র (বিব)	ভূমিকা
Inventory	সঞ্চিত পুস্তকের হিসাব (রা); অন্তর্ভুক্ত পত্র	অন্তর্ভুক্তগত তালিকা
Inverted commas	উদ্ধার কটক (R)	উদ্ধৃতি চিহ্ন
—title		আবর্তিত আখ্যা
Irregular	অনিয়মিত (গ্রত); নিয়মবিহ (R)	অনিয়মিত
• Irremovable attachment		অনপসারণীয় সংযোজন
• —auxiliary word		অনপসরণীয় সহায়ক শব্দ
• Isolate at telescoping		পংক্তির নির্দিষ্ট অংশ

ইংরাজী শব্দ	ব্যবহৃত শব্দ	মনোনীত শব্দ
Issue	নির্গম (বী); নির্গমন (ক্রি); পরিবেশন (গ্র) অবদান (প্রত)	নির্গমন
—(of periodicals)	অবদান (R)	অবদান
—reprint		পুনর্মুদ্রিত অবদান
Item		স্বতন্ত্র অবদান
	J	
Jaket	পুস্তকাবরণ (ক্রি)	পুস্তকাবরণ
• Joint author	সহগ্রন্থকার (সং) (ক্রি) (R); যুগ্ম গ্রন্থকার (সং) (বিণ) (প্রত); সংযুক্ত লেখক (ক্রি)	যুগ্ম গ্রন্থকার
Joint author entry	যুগ্ম গ্রন্থকার সংলেখ (প্রত); সহ গ্রন্থকার সংলেখ (R)	যুগ্ম গ্রন্থকার সংলেখ
— —index entry	সহ গ্রন্থকার নির্দেশ সংলেখ (R)	যুগ্ম গ্রন্থকার নির্দেশ সংলেখ।
• —compiler		যুগ্ম সংকলক
—corporate author	সহ সমষ্টি গ্রন্থকার (R)	যুগ্ম সংস্থা গ্রন্থকার
—editor	যুগ্ম সম্পাদক (সং) (প্রত); সহ সম্পাদক (বী) (R)	যুগ্ম সম্পাদক
—name	যুক্ত নাম (বিণ)	যুক্ত নাম
Joint personal author	দেখুন Joint author	
• Jointed heading		সংযুক্ত শিরোনাম
Judiciary	ন্যায় বিভাগ (R)	ন্যায় বিভাগ
Jurisdiction	অধিকার ক্ষেত্র (R)	এক্তিয়ার

পরিষদ কথা

গত নভেম্বর, ১৯৮২তে, কার্যনির্বাহক সমিতির সভা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কয়েকটি উপসমিতির সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয়। এই সুপারিশগুলির মধ্যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতির সুপারিশ এবং সংগঠন ও সম্প্রসারণ উপসমিতির সুপারিশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতির সুপারিশ সমূহ :

১। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সমীক্ষা ;

২। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুমোদিত সংস্থা ব্যতিত গ্রন্থাগারিক নিয়োগের সুযোগ বন্ধ করা ;

৩। বে-সরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বেতন বৈষম্যের অবসান ;

৪। সরকারী বিদ্যালয়ের বি. লিব. এসসি শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের বেতন হার সংশোধন ; ইত্যাদি।

সংগঠন ও সম্প্রসারণ উপসমিতির "গ্রন্থাগার দিবস" উদ্‌যাপন করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেন। এ ছাড়াও তার সংযোগ উপসমিতির সুপারিশ ও সভায় পেশ করা হয়। তার সংযোগ উপসমিতির উল্লেখযোগ্য সুপারিশ :

(ক) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা এবং (খ) দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা :

অন্যান্য বিষয়সমূহও সভায় আলোচনা হয়। সভায় স্থির হয়, পশ্চিমবঙ্গের অভূতপূর্ব খরার প্রভাবে গ্রাম-বাংলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র জনসাধারণের নিকট আবেদন করেছেন। এর ব্যবস্থায় পরিষদের পক্ষ থেকে ন্যূনপক্ষে ১০০০০০ টাকা সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রীর হাতে দেওয়া হবে। এই অর্থ পরিষদের সদস্যদের ও অন্যান্য সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের নিকট হতে সংগ্রহ করা হবে বলেও স্থির হয়।

—প্রতিবেদক : গৌতম গোস্বামী

বিজ্ঞপ্তি

ডাক মারফৎ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সঠিকমত পৌঁছাবার জন্য সদস্য ও গ্রাহকদের সঠিক ঠিকানা (PIN Code সহ) পরিষদের অফিসকে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ঠিকানা পরিবর্তন করলে পরিবর্তিত ঠিকানাও অবিলম্বে জানাবেন।

সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'

গ্রন্থাগার সংবাদ

অরুণোদয় পাঠাগার, মেদিয়া

গত শনিবার ইং ১০ই নভেম্বর অরুণোদয় পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগারগৃহে বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পাঠাগারের প্রশাসক শ্রী অজয় ভট্টাচার্য মহাশয় উপস্থিত সকলকে গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান। শ্রী অরুণ কুমার দত্ত মহাশয় পাঠাগারের সার্বিক উন্নয়নে সকলকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান।

২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর

বিগত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮২ তারিখে ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগরে গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলিপুর মহকুমার গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে এই সম্মেলনের প্রধান বিষয় ছিল "জনমুখী গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব।" বিদ্যানগরস্থিত জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা, সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস চন্দ্র রায়, অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও সাব অঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত উৎসাহ কর্মীরা। মন্ত্রীদ্বয় এবং প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান জেলা গ্রন্থাগারের সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক যথাক্রমে শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২৪ পরগণা শাখার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ গ্রন্থাগার মন্ত্রীর নিকট স্মারকপত্র উপস্থাপন করেন। এরপর শ্রীঘোষ মাননীয়া মন্ত্রীর হাতে দুঃস্থমন্ত্রীর খরাত্রাণ তহবিলে জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে ৫০১ টাকা প্রদান করেন। প্রধান অতিথি শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেন যে, বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগার-গুলিকে জনমুখী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং গ্রন্থাগারিকদের উপর সেই দায়িত্ব ভার ন্যস্ত করেছেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী ছায়া বেরা। তিনি বলেন এই সংকার চান গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হোক্ এবং শহর ও গ্রামে পরিকল্পনামাফিক ছড়িয়ে পড়ুক। গ্রন্থ নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকদের সদাসতর্ক দৃষ্টি থাকা চাই। সমাজের পেছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে গ্রন্থাগার-গুলির কাজ করা দরকার।

শ্রীমতী বেরার অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সভা পরিচালনা করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী কমলেশ ভট্টাচার্য, লিপি ভদ্র, কাজি ইমামুদ্দিন, সরোজ বিশ্বাস, কুন্তল দত্ত, পার্থ সরকার, কৃষ্ণপদ মজুমদার, অসিতাভ বাগ, অরবিন্দ ঘোষ, সুকুমার ভট্টাচার্য এবং অমলাংশু সেনগুপ্ত। অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন না করলে সমাজে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। জেলা গ্রন্থাগারের বিদায়ী সম্পাদক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সম্মেলন শেষে আলিপুর মহকুমার সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কোতরং সাধারণ পাঠাগার, হিন্দ মোটর

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে এক সাধারণ কোতরং সাধারণ পাঠাগারের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন স্থানীয় লোকসভা সদস্য শ্রীঅজিত বাগ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এস, এ এবং সচ্চিদানন্দ দে বার এট্‌ল্যা মহাশয়। ঐ দিন ভবন উদ্বোধন-উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার (৫ই জানুয়ারী, ১৯০৬) দিন থেকে সরকারী অধিগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত (১৯৮০) পাঠাগারের কার্যপরিচালনায় যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ঐ দিনই পাঠাগারের শিশু বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষে শিশু পুস্তক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

— প্রতিবেদক : অসিতাভ দাশ

অবিলম্বে সংগ্রহ করুন

কালজয়ী ট্র্যাজিক ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির উপন্যাস

- দি মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজ ২০৲
- ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড ১৬৲

ভাষান্তর : অনুপ বসু

পরবর্তী প্রকাশন :

টেস্ অফ দি ডার্বারভিলস্

প্রবীণ সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর অভিমত :

"অনুপ বসুর ভাষা স্বচ্ছ ও সুখপাঠ্য এবং এই অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। টমাস হার্ডি কালজয়ী ঔপন্যাসিক, তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সমূহের এই জাতীয় অনুবাদ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে।"

প্রাপ্তিস্থান :

দে ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী, শৈব্যা পুস্তকালয়,
ডি. এম. লাইব্রেরী, নাথ ব্রাদার্স

স্কাইলার্ক পাবলিকেশনস্
১৪/৬২ আচার্য পল্লী, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar, Vol. 32, No. 7 Oct.,-Nov. 1982

Compiled by **Goutam Goswami**

1. **Editorial : Public Libraries and Librarians in Sponsored System P. 173-174.**

Traces the aims and objects of public libraries in the sponsored system and the helpful approaches of the left front government in West Bengal to achieve the goal ; emphasizes on the role of librarians in this situation as well as urges upon them to carefully carry on their function in this regard combating the difficulties calmly.

2. **AACR 1967 and the problems of cataloguing. by Bijaypada Mukhopadhyay and Arjun Dasgupta. P. 175-184**

The authors point out some salient features of AACR 1967 with special reference to certain categories of the rules which have been, in the opinion of the authors, are being interpreted and used differently at different ends, the practitioners and the teachers. The authors try to find out solutions of the conflicting opinions in this regard by indicating certain examples.

3. **Speech by Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura, in the 3rd Library Seminar held at Tripura, Oct. 8, 1982. P. 185-187**

The lecture brings to bear certain distinctive features of both formal and non formal education. The policy of the Left Front government in Tripura is to spread education to the masses through democratising library systems and imparting organised library services to the people of all castes, creeds and communities have been discussed.

4. **Book Review P. 188-190**

Surul Sarkar' O Maharshir' Santiniketan, reviewed by Nirmalendu Mukhopadhyay.

5. **Association News, P. 191**

Contains the resolutions approved in the council meeting.

6. B. L. A. List of office Bearers and standing committees for the year 1982-84.

Granthagar, V. 32, No. 8 ; Nov.-Dec. 1982

1. **Editorial : Religious functions in educational institutions. P. 199-200.**

Ceremonising religious occasions in the premises of educational institutions in the context of secularism has been discussed in pros and cons : emphasizes the unwarrantedness of religious ceremonies in public institutions particularly when the country preaches secularism for the well being of all castes, creeds and communities.

2. **Book Preservation : The srength of acid in paper and its remedy, by Gobinda Gopal Chowdhury, P. 201-203**

The strength of acid in paper is the main problem for the preservation of books in library. The article describes different processes by which the strength of acid in paper can be reduced. It suggests that Richard Smith process is the best one for preserving books in library.

3. **Glossary of library terms. by Amita Kundu and Amarnath Chattopadhyay, P. 204-208**

Makes the glossary of certain terms used in cataloguing of Bengali books in libraries. This is in continuation of the glossary published in Granthagar, V. 31, N. 11-12 : Feb.-April 1982 and V. 32. N. 6 : Sept.-Oct. 1982.

4. **Association News**

Contains the discussions and decisions in the executive committee on the reports and recommendations laid down by the school library sub-committee and organisation & co-ordination Sub Committee. Manifests the desision of the executive committee to raise a fund of at least Rs. 1000·00 with the help of donations of the members of the association and non-members to contribute to the Chief Minister's Drought Relief Fund with a view to combat the unprecedented Drought in West Bengal.

Annual subscription Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 32 : No. 8 November-December, 1982

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press 23, Dixon Lane, Calcutta—700014

Editor : Sudhendubhusan Bandyopadhyay

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা | সম্পাদক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রাবণ ১৩৮২

সূচী

সম্পাদকীয়

—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

[illegible]

[illegible] থেকে [illegible]

[illegible]

[illegible]

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বাংলার গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এইজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারব্যবহারকারীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচনে করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায়	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৬ষ্ঠ মলাট	৭০০ —	৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	৩৫০ —	৭৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ —	১৭৫ —	৩০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ —	৩০০ —	৭০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ —	১৫০ —	২৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ —	১০০ —	১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৯ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৬ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যার বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৩৫, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৭
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৪৪-৮৩৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৪·০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

বাণী বসু (সম্পাঃ—বাংলা) শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৩,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৮২।

মূল্য—৪·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান ব্যক্তিকুলপতি এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা

আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৩৫, সি আই টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৯ সম্পাদক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌষ, ১৩৮৯

সম্পাদকীয়

প্রকাশিত গ্রন্থাদির সর্বজন লভ্যতা
(Universal Availability of Publications—UAP.

IFLA এবং UNESCOর যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা বিশেষ করে উন্নত দেশগুলিতে উদ্ভবকালে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যার নামকরণ করা হয়েছে প্রকাশিত গ্রন্থাদির সর্বজন লভ্যতা (Universal Availability of Publications) সংক্ষেপে (UAP)। যে কোনও দেশের প্রকাশিত গ্রন্থাদিকে দেশকালের বাধা অতিক্রম করে যে কোনও পাঠকের প্রয়োজনে পৌঁছিয়ে দেওয়া যে সংগঠিত সমাজের কর্তব্য এই কথা ঐ পরিকল্পনার মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত গ্রন্থাদির যাবতীয় তথ্য সার্বজনীন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হওয়ার পর (Universal Bibliographical Control UBC) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতীয়মান হয় যে প্রকাশিত গ্রন্থাদি যদি সর্বত্র লভ্য হওয়ার ব্যবস্থা না থাকে তবে শুধু মাত্র তার প্রকাশের তথ্যাদিকে সর্বজনলভ্য করে তোলার সার্থকতা সর্বাংশীন হতে পারে না। এই চিন্তার পরিণামে এই প্রকাশিত গ্রন্থাদির সর্বজন লভ্যতার কর্মসূচী।

এই চিন্তাধারা এবং কর্মসূচীর যে ভাবেই সূত্রপাত হয়ে থাকুক না কেন বর্তমানে এই পরিকল্পনাটি চিন্তার এবং ব্যাপারে ব্যাপকতায় তার উদ্ভবস্থলের সীমিত অর্থের সীমানাকে বহুদিকে এবং বহুভাবেই অতিক্রম করে গেছে। ফলে UAP ধারণার প্রয়োগ আজ শুধু সমকালের প্রকাশিত গ্রন্থাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বকালের গ্রন্থাদিকে সর্বদেশে এবং সর্বসময়ে সহজলভ্য করে তোলাই এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

IFLA এবং UNESCO-র এই কর্মসূচী নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এই কারণে যে বহু দেশের উপরই এই কর্মসূচীর প্রভাব কম বেশী পড়তে পারে। কিন্তু তবুও এ কথা স্বীকার না করলে অপরাধ হবে যে বর্তমান যুগে গ্রন্থাদিকে সর্বজনলভ্য করা সম্বন্ধে যিনি সার্থহীন ভাষায় প্রথম ঘোষণা করেন তাঁর নাম ডা এস আর রঙ্গনাথন। তাঁর পঞ্চসূত্রের ঘোষণা—

Books are for all, or every reader his book এবং every book its reader একদিকে প্রত্যেক

পাঠককে তার প্রয়োজন মত এই যোগাযোগের নির্দেশ দিয়েছে। অপর দিকে প্রতিটি গ্রন্থের সঠিক ব্যবহারকারীকে খুঁজে বার করারও নির্দেশ দিয়েছে।

এই উভয় সূত্রের সম্মিলিত তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে গ্রন্থের ব্যবহারের পূর্ণ প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগারিকের সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ব অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। এ ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয় ভাবে পালনীয়। সংগৃহীত গ্রন্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তার মাধ্যমে পাঠকের চাহিদা যতদূর পূরণ করা সম্ভব তাও নিশ্চিত করা যেমন গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়েছে, তেমনি গ্রন্থ হতে যে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হল না তাকেও উপযুক্ত ভাবে বিশ্লেষিত করে সমাজমানসকে সচেতন করার দায়িত্ব পালনও এই সূত্রের অন্তর্ভুক্ত নির্দেশ হয়ে পড়েছে। UAP-র কর্মসূচীতে এই দ্বিতীয় নির্দেশ সুস্পষ্ট নয়। ফলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে UAP-র চিন্তাধারা পালিত হলে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত গৌণ এমন কি গ্রন্থপ্রকাশক তথা গ্রন্থব্যবসায়ীদের তাপোষাইকদের ভূমিকায় পরিণত হওয়ার ভয় আছে।

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ডঃ রঙ্গনাথনের কাছে কোনও রূপ ঋণ স্বীকার করবেন কিনা তা ভেবে দেখার দায়িত্ব IFLA এবং UNESCO-র কর্তৃপক্ষের। কিন্তু আমরা যারা উন্নয়নশীল দেশের বাসিন্দা, যেখানে কোনও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হয় আদৌ নেই নাহলে যা আছে তা অতি ক্ষীণ। তাঁরা সকলেই বিশেষ প্রত্যাশা নিয়েই IFLA-UNESCO-র কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাবো। আমাদের আশার কারণ এই যে বিভিন্ন দেশের সরকারী এবং বেসরকারী মহলে IFLA এবং UNESCO-র প্রভাব যথেষ্ট দেখা। তাঁরা যদি আন্তরিক ভাবে ইচ্ছা করেন যে তাঁদের গৃহীত কর্মসূচী তাঁদের সদস্য দেশগুলি সার্থক ভাবে প্রয়োগ করুক তবে তাঁরা তার জন্য উপযুক্ত নৈতিক চাপের সৃষ্টি করতে পারেন। এ চাপ বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে অনেক দূরগামিতা করে তুলবে।

প্রকাশিত গ্রন্থাদিকে সর্বজনলভ্য করে তোলা ব্যক্তিগত সংগ্রহ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই হতে পারে না। কাজেই তার পরিকল্পনা কেউ করেন না। কাজেই এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রথম ধাপ সর্বকালের সর্বজনের ব্যবহার যোগ্য গ্রন্থাগার সংগঠন। যে কোনও নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের সাথেও সর্বাধিক দিয়েই সীমিত। তাই এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর দ্বিতীয় ধাপ একটি পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পন্ন সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। যে কোনও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তা যতই সুসংগঠিত বা সুসংবদ্ধ হোক না কেন, শুধু মাত্র সাংগঠনিক এবং অর্থনৈতিক কারণেই সর্বজনের সকল প্রকার গ্রন্থাদির চাহিদা মেটানোর পক্ষে কখনোই যথেষ্ট নয়। ফলে একাধিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্ন দেখা দেয়। ক্রমে এই সহযোগিতার ক্ষেত্রকে উত্তরোত্তর প্রসারিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই এই কর্মসূচীর তৃতীয় ধাপ বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে ক্রমশঃ প্রসারিত করা। এই কর্মসূচী সার্থক ভাবে প্রতিপালিত হলে আমরা কল্পনা করতে পারি যে দেশী উপনালীর যোগাযোগ সম্পন্ন একটি সমগ্রিক সেচব্যবস্থার মত একটি আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং পৃথিবীর কোনও দেশ বা কোনও অঞ্চল এই সেচ ব্যবস্থার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হবে না।

IFLA-UNESCOর এই কর্মসূচীর পটভূমিকায় নিজেদের দেশের কথা ভাবলে আপনা হতেই দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ভারতসরকারের India, a reference annual, 1980 গ্রন্থে দেওয়া আছে ১৯৭১ সালের আদমসুমারী মত ভারতের আয়তন ৩২,৮৭,৭৮২ বর্গ মাইল, জন সংখ্যা ৫৪,৮১,৬৯,৬৫২, গ্রাম সংখ্যা ৫৭৫,১০৬ শহরের সংখ্যা ২,৫৯৩ এবং সর্ব-

প্রকারের গ্রন্থাগার মিলিয়ে মোট সংখ্যা ৫২,০০০। উপরের সংখ্যাগুলি থেকে যদি একটি গড় গ্রন্থাগারের সেবার ক্ষেত্রের পরিমাপ করার চেষ্টা করি তবে তার পরিমাণে দাঁড়াবে যথাক্রমে—এলাকা ৫২৭ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ১,৬১৭, গ্রাম-শহরের সংখ্যা ১০ এই গ্রন্থাগারগুলি কোথায়, কি ভাবে। কি গ্রন্থসম্ভার নিয়ে বিরাজ করছে তা সরকারের আদৌ জানা আছে কিনা তা' আমাদের জানা নেই। তবে কোনও এক বা একাধিক গ্রন্থে এ তথ্য যে প্রকাশিত নয় তা' আমরা জানি।

এই মোট এলাকা বা জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশে গ্রন্থাগার আইনের আওতাভুক্ত। ফলে ঐ এক তৃতীয়াংশে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব আংশিক কাগজে কলমে সরকারের উপর বর্তেছে। বাকি দুই তৃতীয়াংশে সরকারের দায়িত্ব কিছু কিছু অনুদান বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রয়োজনের তুলনায় অনুদান নগণ্য। তবুও যে গ্রন্থাগারগুলি টিকে থাকে তার কারণ বিভিন্ন এলাকার প্রতি প্রজাদের কিছু কিছু আগ্রহশীল মানুষের সমাজ কর্মীর উৎসাহ আর সমস্ত উদাসীনতা আর প্রতিকূলতার মধ্যেও অঞ্চলের জনসাধারণের অসংগঠিত শিক্ষা সংস্কৃতির আকাঙ্খা।

গ্রন্থাগার আইনের আওতাভুক্ত এলাকার অবস্থা ঐ আইনের বাইরের এলাকার অপেক্ষা তুলনামূলক ভাবে ভাল ঠিকই তবে তাও আশংসিত হবার মত কিছুই নয়। এখনও পর্যন্ত যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোটামুটি ভাবে তা পরস্পর যোগাযোগহীন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাগার মাত্র। বিচ্ছিন্ন কূপের মত তাদের প্রত্যেকের সম্পদ নিজ নিজ গ্রন্থসম্ভারের মধ্যেই কম বেশী সীমাবদ্ধ। সংগঠনের অভাবের ফলে এবং কতকগুলি সহায়ক সরঞ্জামের অভাবে গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে নিজেদের মধ্যে বা অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত পুঁজীর অর্থাগত গ্রন্থসম্ভারের, প্রয়োজনীয় আলোকে নিজেদের দেশের মধ্যে সংহত এবং সহজ করে তোলার জন্য সেচ ব্যবস্থার যে কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন তা' আমাদের দেশে আজও গড়ে ওঠেনি, এবং কবে গড়ে উঠবে তা বলাও বোধ হয় দুরূহ।

দেশজোড়া এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করতে আমাদের সর্ব প্রথম যে কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার তা হল দেশজোড়া সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর ভারতবর্ষ UNESCO র সদস্য হোল, সুতরাং UNESCO-র কর্মসূচীতে প্রকৃত অর্থে অংশ গ্রহণ করতে হলে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো প্রাথমিক প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের এই কাঠামো হয় অনুপস্থিত, না হয় অসম্পূর্ণ। অনুপস্থিত কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং অসম্পূর্ণ কে পূর্ণ একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বভারতীয় কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী এবং প্রয়োজনীয় সম্মিলিত সূচীলেখ (Union catalogue) ও অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম গড়ে তোলার UAP কর্মসূচীতে সহযোগিতার ঝোঁক করে গড়ে তোলা। এই কর্মধারাকে সম্ভব করে তুলতে সমস্ত রাজ্য কেন্দ্রের পরিপূর্ণ সহযোগিতার মধ্যে ভারতবর্ষের সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করুক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা ১৯৮২

আগামী ২৫শে মে ১৯৮৩ বুধবার, সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় পরিষদ ভবনে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালা—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা দেবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক সন্তোষ কুমার বসু।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি।

রামকৃষ্ণ সাহা

সাধারণ কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা ১৯৮৩

আগামী ৮ জুন বুধবার সন্ধ্যা ৬ টায় পরিষদ ভবনে শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং সি এ ডি পির ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত 'গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন। আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

রামকৃষ্ণ সাহা

সাধারণ কর্মসচিব

এসপেরান্তো সম্পর্কে কয়েকটি কথা

বিশ্বনাথ পাল
কৃষি বিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮৮৭ সালে লিথুনিয়া নিবাসী ডাঃ লুডউইক জামেনহফ D-ro Esperanto ছদ্মনামে Internacia Lingvo শিরোনামে এই কৃত্রিম ভাষাটি সৃষ্টি করেন। পরে উহা 'এসপেরান্তো' ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করে। Esperanto কথাটির মানে "One who hopes."

ভাষাটির জন্য রোমান বর্ণমালাকে সামান্য সংস্কার করে গ্রহণ করা হয়েছে। ইংরাজি বর্ণমালা থেকে Q, W, X, Y বাদ দেওয়া হয়েছে, আবার C, G, H, J, S ও U অক্ষরগুলি সংযোজন করা হয়েছে।

শব্দমূল ও ধাতুমূলগুলি প্রধানতঃ পৃথিবীর সুপ্রাচীন লাটিন বংশোদ্ভব ভাষা ফরাসী, স্পেনীয় ও ইটালিয়ান থেকে চয়ন করা হয়েছে।

এই ভাষার ব্যাকরণ ১৬টি সাধারণ নিয়ম দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। এর কোন Indefinite article নাই। আবার ইংরাজি, হাঙ্গেরীয়ান, হিব্রুর ন্যায় Definite article-La আছে। কোন শব্দের মূলের শেষে O বসালেই ঐ মূলটি বিশেষ্যপদে (Noun) রূপান্তরিত হবে এবং কোন মূলের শেষে A বসালেই তা বিশেষণপদে (Adjective) পরিণত হবে। স্প্যানিশ, ইটালিয়ান বা পর্তুগীজ ভাষায় এর ব্যতিক্রম আছে, পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে O দিয়ে, স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে A দিয়ে শব্দ শেষ করতে হয়। ক্রিয়া বিশেষণ (Adverb) এর ক্ষেত্রে মূল শব্দটির শেষে E বসালেই হল। Plural বা বহুবচন করতে হলে Singular বা একবচন শব্দটির শেষে J যোগ করলেই হল। এই ভাষায় ১০টি উপসর্গ (Prefine) ও ৩১টি প্রত্যয় (Suffin) আছে, শব্দমূলে বা ধাতুমূলের সাথে এই উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করে নূতন শব্দ সৃষ্টি করা যায়। প্রত্যয় যোগ করে এইরকম শব্দ সৃষ্টি ফিনিশ, হাঙ্গেরীয়ান ও টার্কিশ ভাষার একরকম বৈশিষ্ট বলা যেতে পারে। তুলনামূলক ক্ষেত্রে Pli (comperative) ও Plej (Supclative) ব্যবহৃত হয়। সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে A বসিয়ে সংখ্যাবাচক বিশেষণ করা হয়, যেমন Unu (এক)—Una (প্রথম)। এর ২৮টি অক্ষরের প্রত্যেকটির নিজস্ব উচ্চারণ আছে, যা শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয় না। এই ভাষার সৃষ্টিকালে মাত্র ১০৪৫টি মূল ছিল, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত Plena Vortaro নামক একটি ডিকসনারিতে ৬৯০০টি মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। অধুনা Plena Illustrita Vortaro ১৯৭০ ডিকসনারিতে ১৫০০০ মূলের উল্লেখ আছে।

পৃথিবীর বিভিন্নদেশে এসপেরান্তো ভাষার প্রচার ও প্রসারের কাজে নিযুক্ত বহু সংস্থা আছে, তার মূল কেন্দ্রটি হল, Universala Esperanto Asocio (UEA এটি হল্যান্ডের রটারডামে অবস্থিত। দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্রটি লন্ডনে অবস্থিত, BEA বা "British Esperanto Association"। UEA এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৮ সালে ঐ একই বছরে ব্রিটিশ পোস্ট অফিস "ইনলান্ড টেলিগ্রামে" 'এসপেরান্তো' ভাষার ব্যবহার সুরু করে। ১৯২২ সালে তদানীন্তন লীগ অব নেশনস" এই অভিমত পোষণ করেন যে, এসপেরান্তোর প্রসারের মাধ্যমে পৃথিবীর জাতিগুলির

গ্রহণ 'নৈতিক একতা" বৃদ্ধি পাবে। ১৯২৬ সালে "ইন্টারন্যাশনাল টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন" এই ভাষাটি ব্যবহারের স্বীকৃতি দেন। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত "লীগ অব নেশনস" এর একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় (SG 382) কয়েকটি খবরের উল্লেখ আছে। যেমন "ব্রিটিশ বোর্ড অব এডুকেশন এই মতব্য করেছেন যে, এসপেরান্তো ভাষা অন্য ভাষা শিক্ষাতে, এমন কি পাব্লিক স্কুলে ইংরাজি বলতে সাহায্য করে। "একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রাচ্যের কয়েকজন প্রতিনিধি একথা ঘোষণা করেছিলেন যে, চীন দেশের একজন লোক দুবছরে যে পর্যায়ে এসপেরান্তো আয়ত্ত করতে পারে ঐ পর্যায়ে ইংরাজি আয়ত্ত করতে দশ বছর লাগে এবং ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করতে আরও বেশী বছর লাগে। এই আলোচনা সভায় আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী ভাষা হিসাবে এসপেরান্তোর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, ইহা বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্থাপনে সাহায্য করতে পারে।"

অবশ্য একথাটি ঠিক "A common tongue makes commonsense".

১৯৫৯ সালে UNESCO এই ভাষাটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দেয়, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী করে ১৯৫৬ সালে একটি সামান্য 'ডিকসনোরী' প্রকাশিত হয়, যথা— Sciencia Kaj Teknika Terminero R. Hofer Kerm, K. Dellian, Tr. J. Belinfante। ১৯৬১ সালে UNESCO এর সহায়তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির উপর নজর রেখে বহু বই প্রকাশ করা হয়। গোর্কি, রোলা, মাক্সমুলার, রবীন্দ্রনাথ, মাও সে তুং, জে. বি. টিটো প্রমুখ ও এ ভাষার যথেষ্ট প্রশংসা করে গেছেন। এই সমস্ত ব্যক্তিদের উক্তিগুলি নিয়ে Reseerch and Documentation Centre, Rotterdam, Nedarland, একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

পৃথিবীর কোন না দেশে প্রতিবছর একটি করে "বিশ্ব এসপেরান্তো মহাসম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের "বিশ্ব এসপেরান্তো মহা সম্মেলনের প্রারম্ভিক বক্তৃতা দেন Unesco এর Director General Mr. Amadon Mahter M. Bow। ১৯৮৮ সালে ৭৩ তম "বিশ্ব এসপেরান্তো মহাসম্মেলন" বুলগেরিয়ার ভার্ণাতে অনুষ্ঠিত হয় পৃথিবীর ৫০টি দেশের প্রায় ৪৪০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়া ১৩০ জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। পৃথিবীর কোন কোন দেশে এই ভাষাটি বিশেষভাবে সমাদৃত তার তালিকা নীচে দেওয়া হল। প্রথমে দেশটির নাম পরে বন্ধনীর ভিতর ঐ দেশটির রাষ্ট্র ভাষার নাম দেওয়া হল।

১। অস্ট্রিয়া (জার্মান), ২। অস্ট্রেলিয়া (ইংরাজি), ৩। আর্জেন্টিনা (স্পানিশ), ৪। আমেরিকা (ইংরাজি), ৫। বুলগেরিয়া (বুলগেরিয়ান), ৬। ব্রেজিল (পর্তুগীজ), ৭। বেলজিয়াম ফরাসী, ফ্লেমিশ), ৮। কলম্বিয়া (স্পানিশ), ৯। কানাডা (ইংরাজি, ফরাসী) ১০। কিউবা (স্পানিশ), ১১। চিলি (স্পানিশ), ১২। চেকোস্লোভিয়া (চেক), ১৩। চীন (চাইনীজ), ১৪। ডেনমার্ক (ডানিশ), ১৫। ইংলাণ্ড (ইংরাজি), ১৬। ফ্রান্স ফরাসী), ১৭। ফিনলাণ্ড (ফিনিশ), ১৮। পূর্ব জার্মানি (জার্মান), ১৯। পশ্চিম জার্মানি (জার্মান), ২০। গ্রীস (গ্রীক), ২১। হাঙ্গেরী (হাঙ্গেরীয়ান), ২২। আইসলাণ্ড (মিশ্র ইউরোপীয় ভাষা), ২৩। আয়ারলাণ্ড (আইরিশ), ২৪। ইটালি (ইটালিয়ান), ২৫। ইস্রায়েল (হিব্রু), ২৬। জাপান (জাপানীজ), ২৭। লুক্সেমবার্গ (ফরাসী, জার্মান), ২৮। মালাগাসি বা মাদাগাস্কার (ফরাসী), ২৯। মেক্সিকো (স্পানিশ) ৩০। নরওয়ে (নরওয়েজিয়ান), ৩১। নিউজিলাণ্ড (ইংরাজি), ৩২। নেদারল্যাণ্ড বা হলাণ্ড (ডাচ) ৩৩। পর্তুগাল

পর্তুগীজ), ৫৪। পেরু (স্পানিশ), ৩৫। পোলাণ্ড (পোলিশ), ৩১। রাশিয়া (রাশিয়ান), ৩৭। সাউথ আফ্রিকা (ইংরাজি), ৩৮। সুইজারল্যাণ্ড (ফরাসী, জর্মান, ইটালিয়ান), ৩১। সুইডেন (সুইডিশ), ৪০। স্পেন (স্পানিশ), ৪১। উরুগুয়ে (স্পানিশ), ৪২। ভেনেজুয়েলা (স্পানিশ) ৪৩। যুগোস্লোভিয়া (সেরবো ক্রোট)।

উপরোক্ত তালিকা থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এসপেরান্তো ভাষাটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, রাষ্ট্রনৈতিক বা রাজনৈতিক যে দিক দিয়ে বিচার করা হোক না কেন। কারণ এই ভাষাটি কোন দেশের রাষ্ট্রভাষা নহে, আবার কমিউনিস্ট এবং অকমিউনিস্ট উভয় প্রকার রাষ্ট্রেই ইহার সমান কদর।

ভারতবর্ষে এই ভাষাটি বিশেষ মর্যাদা পায়নি। তবে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে এই ভাষাটি প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে তার নাম Hindu Unia Esperanto Asocio (সংক্ষেপে HU EA, ঠিকানা, 102/1-Kraya Road, Calcutta-700017)। এঁদের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে "নবদ্বীপ বার্তা" নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় গত জানুয়ারী মাস, ১৯৮১ হইতে ফেব্রুয়ারী '৮২ পর্যন্ত এসপেরান্তো ভাষা সহায়ক" শিরোনামায় এসপেরান্তো ভাষাকে মূল বিষয়বস্তু ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। HUEA খুব শীঘ্রই একটি "ত্রিভাষা শব্দমালা" (Tri Lingual Vocabulery (এসপেরান্তো —ইংরাজি বাংলা) প্রকাশ করিতেছেন।

জেলা গ্রন্থাগার আধিকারীক পদ সৃষ্টি সম্পর্কে সরকারী সার্কুলার

GOVERMENT OF WEST BENGAL
Education Department/S. E. Branch

No. 19 Edn (SE)
5L-24 80

Dated Calcutta the 13th January, 1983

From : Shri R. Chowdhury,
Deputy Secretary to the Government of West Bengal.

To : The Director of Library Services.
West Bengal.

Clause (ii) of the Sub – section (2) of Section 8 of the West Bengal Public Libraries Act, 1979 on joins that the District Library Officer shall function as ex-Officio Member Secretary of the Local Library Authority. As the creation of the post of District Library officer is time-consumsng, State Government may, pending the appointment of the District Library Officer, authorise any of its officers at the district level, not below the rank of the District Inspector of Schools, to exercise the powers, perform the duties and discharge the functions of the District Library Officer, in terms of Rule 2 (1) under Notification No. 651-Edn (SE) dated 4th September, 1982.

In the circumstances the undersigned is directed, by order of the Governor to say that the Governor is pleased to authorise Social Education Officers to act as District Library Officer in their respective districts in addition to their duties, pending appointment of District Library Officers.

Sd/-
Deputy Secretary

No. 19/1 (18)-Edn (SE)

Copy forwarded to the :—

1. Director of Public Instruction, West Bengal ;
2. Deputy Director of Public Instruction, West Bengal ;
3. District Social Education Officer .

Calcutta,
The 13th January , 1983.

Sd/-
Officer-on Special Duty

বিষয়ের memoromdum গুলি পরিষদের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়

Ref No. 5/78/82-83. Date 17. 9. 1982.

To
Shri M. Bhattacharyya
Deputy Secretary
Education Department
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta - 700 001.

Sub : Pay scales of Librarians in Government Schools (Class XII Standard.)

Dear Sir,

The State Government has issued an order specifying the qualifications and pay scales for Librarians of Government Sponsored or aided Higher Secondary Schools which are as follows :

"Graduation + Degree/Diploma in Library Science —Rs. 550/- —900/-. (Vide Government order No. 16-Edn(HS) dt. 18. 3. 1982 and 17-Edn(GS) dt. 18 3. 1982.)"

Though the prescribed qualifications for recruitment of Librarians of Government Schools are Graduation + Degree/Diploma in Library Science, they have been placed in the scale of Rs. 425—895. This is a case of great injustice to Librarians of Government Schools. We urge upon the State Government to remove this anomalous situation and place the Librarians of Government Schools in the scale of Rs 550—900.

We also urge upon the State Government to specify clearly the qualifications for recruitment be "Degree/Diploma in Library Science from a University" as there are some substandard unrecognised Diploma Courses operating from different parts of the country.

Thanking you.

Yours faithfully,
Sd/- Ramkrishna Saha
General Secretary.

Ref. No. 7689.82-83.

27 Nov. 1982.

To
Shri Kanti Biswas
Hon'ble Minister-in-Charge of Primary
& Secondary Education
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta – 700 001.

Sub : Pay scales of Librarians of Govt. School of Class XII standard.

Dear Sir,

I like to draw your kind attention to the revised pay scales of Librarians of Govt. Schools of Class XII standard, which are as follows :

(a) Graduate plus Degree or Diploma in Library Science – Rs. 425—895.

(b) Matriculate with/without Certificate in Librarianship—Rs. 300—685.

In this connection we also like to draw your kind attention to the revised pay scales of Librarians of State Govt. Sponsored or Aided Schools upto class XII standard which have been enumerated in the govt. order no. 372-Edn(B) dt. 31st July, 1981, as follows :

(i) Master degree holder with Diploma in Library Science—Rs. 440—1170 with higher initial at Rs. 560.00.

(ii) Graduate with Diploma in Library Science— Rs. 550—900.

(iii) Matriculate with/without Certificate in Librarianship—Rs. 300—685.

(iv) Others (Non-Matriculate)—Rs. 260—537.

It is strange that Librarians of Govt. Schools, having qualifications of Graduation plus Degree or Diploma in Library Science are offered a lower pay scale (Rs. 425—895) in comparison to the pay scale of Librarians of State Govt. Aided/Sponsored Schools of Class XII standard having same qualifications (Rs. 550—900).

Reviewing the whole position, the Association like to place the following suggestions for consideration of the state govt. :

(a) This anomalous position must be immediately resolved and the school Librarians, whether working in govt. or non-govt. schools, be given the same scale of pay as per qualifi-

cations. In other words, the Librarians of govt. schools be given the pay scales in accordance with the govt. order no 372-Edn(B) dt. 31st July, 1981.

(b) It should be clearly specified that following library qualifications are recognised by the state govt.

(i) Diploma/Degree in Library Science from any University.

(ii) Certificate in Library Science from any of the following govt. sponsored financed institutions : Bengal Library Association ; Rahara Ramakrishna Mission Boys' Home Dist. Library : Kalimpong Janata College Training Centre. These courses are recognised by the Directorate of Library Services of the Govt. of West Bengal, constituted under the W. B. Public Library Act, 1979.

We would, therefore, request you to give proper consideration to our representation.

With regards,

Yours sincerely,
Sd/- Ramkrishna Saha
General Secretary.

Copy :—
The Secretary, School Library Sub-Committee,
Bengal Library Association
Calcutta—700014.

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ৫৭তম গ্রন্থাগার দিবস পালন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯২, কলিকাতার মৌলালিস্থ যুব কেন্দ্রে প্রতি বছরের মত এবারেও গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী। বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতি ছায়া বেরা, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শান্তি ঘটক এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শ্রী ভবেশ মৈত্র মহাশয়।

সভার প্রারম্ভে প্রয়াত জননেতা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুহৃদ বঙ্গফুটের চেয়ারম্যান কমঃ প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী তাঁর দীর্ঘ ভাষণে গ্রন্থাগার দিবস তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে কিছু শিক্ষিত ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগে গ্রন্থাগারের সূত্রপাত হয়। এই সব গ্রন্থাগারের কয়েকটি ইতিমধ্যে শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। বৃটিশ আমলে যেমন গ্রন্থাগারের জন্য কিছু হয়নি, তেমনি স্বাধীনতা লাভের ৩০ বছরের মধ্যেও বিশেষ কিছু হয় নি। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বহু শহর ও গ্রামীন গ্রন্থাগার স্থাপন করা, কলিকাতা মেট্রোপলিটান গ্রন্থাগার স্থাপন করা, নিয়মমাফিক শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ ও তাদের বেতনক্রমের পুর্নবিন্যাস এবং গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদানের পরিমাণ বহুগুনে বৃদ্ধি করে, এই সরকার জনগণের বহুদিনের দাবী পূরণের সদিচ্ছা প্রমাণ করেছেন। স্বাভাবতঃই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তির ওপর নতুন দায়িত্ব এসেছে গ্রন্থাগারকে জনমুখী করে গড়ে তোলার। শ্রী রায়চৌধুরী সরকারের দুই আকর্ষণ করে বলেন, জেলা গ্রন্থাগার কুতাক স্থাপন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৭৫০ জন ছাত্র সংখ্যার বাধ্যবাধকতা আছে, তার অবসান প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্দেশে তিনি আবেদন করেন, সমাজ সেবার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করার।

গ্রন্থাগার ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমতি ছায়া বেরা, সভার উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, গ্রন্থাগার দিবসকে পরিণত করুন "প্রতিশ্রুতির দিবসে", "নতুন কর্মপদ্ধতির দিবসে" ও "মূল্যায়নের দিবসে"। গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক দায় দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, গ্রন্থাগারকে গ্রামের লক্ষ কোটি পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শান্তি ঘটক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে তাঁর যোগসূত্রের কথা বলেন। বিদ্যালয়ে বড় গ্রন্থাগার না করে ছোট ছোট গ্রন্থাগার স্থাপন করে, শিশু বয়স থেকে পাঠক পাঠিকা তৈরী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। শুধু মাত্র সরকারী সাহায্য নির্ভর না হয়ে গ্রন্থাগারিকদের ভাবতে হবে কি করে যুব সমাজকে, নারী সমাজকে গ্রন্থাগারের সাহায্যে সুস্থসংস্কৃতির সাথে পরিচিত করা যায়।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শ্রী ভবেশ মৈত্র মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেন, বিগত ৩০ বছরে যে কাজ অনুষ্ঠিত ছিল, বামফ্রন্ট সরকার সে কাজে

সংকট হয়েছেন। সরকার গ্রন্থাগারে বই অর্থ, শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ প্রভৃতির দায়ভার বহন করেছেন। সুতরাং গ্রন্থাগারিকদের উচিৎ গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূলকথা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে গ্রন্থাগারের দরজা খুলে দেওয়া এবং গ্রন্থাগারিকদের আচার, ব্যবহার এমন হওয়া দরকার যেন তাহা সমস্যাসংকুল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।

সভার স্বপক্ষে দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন পরিষদের সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীতরুণ রায় ও শ্রীপ্রবীর দে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভার মাননীয় অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণপদ মজুমদার মুখ্যমন্ত্রীর ঘরাও তহবিলের জন্য ১৫০১৲ টাকার একটি চেক্ তুলে দেন। এই অর্থ প্রাথমিকভাবে পরিষদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সংগ্রহ করেছে।

সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক আহূত ২০শে ডিসেম্বরের গ্রন্থাগার দিবসের এই জনসভা সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করছে :—

১৯৭৭-৯৮২. এই পাঁচ বছরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সভা আশা করে আগামী বছরগুলিতেও এই প্রয়াস অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এই সভা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ পেশ করছে।

ক। এই সভা মনে করে যে জ্ঞান ও তথ্য আহরণের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। আপামর জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে টেনে এনে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দ্বারা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারগুলি থেকে চাঁদা ও ডিপোজিটের বাধা অপসারণ করতে হবে যাতে দরিদ্র ও অনগ্রসর মানুষ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ পান।

খ। রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছেন তার সুষ্ঠু ব্যয় এবং গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রমের যথাযথ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের নির্দেশ অনুযায়ী জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের পদ ও দপ্তর এবং জেলা গ্রন্থাগার কমিটি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য রাজ্যসরকারকে এই সভা অনুরোধ করছে।

গ। উক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৭৫০ জন ছাত্র সংখ্যার যে শর্ত আছে তার অবসান ঘটিয়ে প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছে।

ঘ। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক ভূমিকার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সভা তাই মনে করে যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে তার সার্থক রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মিত অনুদান দেওয়া হোক।

ঙ) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নয়নের জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানানোর সাথে সাথে এই সভা কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত যে সব

সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি। তার আশু সমাধান দাবী করছে। সরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের বেতন বৈষম্যের অবসান এবং কলেজ সংশোধিত ইউ. জি. সি বেতনক্রম প্রবর্তন করার জন্য এই সভা দাবী করছে। সরকার শোষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে পেনসন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার অধিকার প্রবর্তন করা হোক।

৮) পরিশেষে এই সভা গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নত করে প্রকৃত অর্থে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন।

প্রস্তাবক : রামকৃষ্ণ সাহা
সমর্থক : তরুণ রায় ও প্রবীর দে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—কুচবিহার জেলা শাখা

গত ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কুচবিহার জেলা শাখার উদ্যোগে উত্তর বঙ্গ রাজ্যীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন ও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দিগ্বিজয় দে সরকার। সভার শুরুতে প্রয়াত নেতা কমঃ প্রমোদ দাশগুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ১ মিঃ নীরবতা পালন করা হয়। উদ্বোধনী সংগীতের পর জেলা শাখার সম্পাদক জিতেন নন্দী গ্রন্থাগার দিবসের উপর বক্তব্য রাখেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় পেশ করেন। প্রস্তাবের সমর্থনে রজত রায়, শিখা দে, মনোমোহন দাস এবং ডঃ মনাতোষ দাশগুপ্ত বক্তব্য রাখেন।

প্রস্তাব সমূহ—

১। বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে এবং সর্বসাধারণের প্রবেশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

২। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পূর্ব শর্ত ৭৫০ জন ছাত্র সংখ্যা তুলে দিয়ে সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৩। শিশুদের জন্য আলাদাভাবে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষায়তনে যথাযথ কর্মী নিয়োগের দ্বারা গ্রন্থাগারগুলির সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হউক।

৫। গ্রামীন গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে পেনসন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা, সরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বেতন বৈষম্যের অবসান, কলেজে গ্রন্থাগারিক ও সহঃগ্রন্থাগারিকের জন্য ইউ. জি, সি বেতন ক্রম প্রবর্তন এবং উত্তরবঙ্গ রাজ্যীয় গ্রন্থাগারের কিছু কর্মীর বেতন কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে।

৬। জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭। গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে ছাত্রদের উপযোগী গ্রন্থের পরিমান বৃদ্ধি এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা যুক্ত করতে হবে।

পরিশেষে সভায় সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রয়াসী হওয়ার জন্য আবেদন করা হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—দার্জিলিং জেলা শাখা

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮২ নকশাল বাড়ী সুব্রতী সঙ্ঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন

দার্জিলিং জেলা শাখার সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীনৃপেন বসু। সভায় জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীবীরেন চন্দ, প্রধান অতিথি উত্তর বঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপগ্রন্থাগারিক দিগীশ চৌধুরী, খড়িবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিমল চৌধুরী, মানিরাম পঞ্চায়েত প্রধান ও সুব্রতী সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক ফুলেহরি বিশ্বাস, নিত্যরঞ্জন গুহ সুনীল ঘোষ, দীনেশ চক্রবর্তী প্রমুখ, গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য, বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামে গঞ্জে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাতে গড়ে উঠে তার উপর বক্তব্য রাখেন। সভায় বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, প্রতিটি গ্রন্থাগারে লিপ্ত বিভাগ চালু করা, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির মানোন্নয়ন এবং সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের দাবীগুলির উপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

দার্জিলিং জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে ডেপুটেশন

গত ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৮২ দার্জিলিং জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের নানা সমস্যার বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দার্জিলিং জেলা শাখার পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই ডেপুটেশনে জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের মাসিক বেতন, মহার্ঘভাতা, মেডিকেল ও বাড়িভাড়া ভাতা এবং গ্রন্থাগারগুলি তাদের পুস্তক ক্রয়ের জন্য ও অন্যান্য আর্থিক অনুদানের সরল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দার্জিলিং জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক আই. পি. রাইয়ের কাছে দাবী পেশ করা হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা

গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮২ হেমতাবাদ পঞ্চায়েত ভবন প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৫ম জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। প্রথম অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সমিতির প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন শশাঙ্ক বাগচী, সলিল চাকলাদার ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়। এঁরা উপস্থিত প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন এবং সাফল্য সম্পর্কে বিবরণ পেশ করেন। অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য জেলাশাখার কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

১। সভাপতি সুজিত ভূষণ রায় ২। সহ-কারী সভাপতি সৌম্যেন্দ্র কুমার ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দত্ত ৩। সম্পাদক—বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৪। সহ-সম্পাদক—জয়ন্ত শিকদার ৫। কোষাধ্যক্ষ—পঙ্কজ কান্তি কর ৬। হিসাব পরীক্ষক—সৌম্যেন্দ্র কুমার বর। ৭। সদস্যবৃন্দ—প্রবীর কুমার নন্দী, ফণীন্দ্রনাথ সরকার, শচীন্দ্রলাল চৌধুরী, অরবিন্দ দত্ত, অনিতা চৌধুরী।

দ্বিতীয় অধিবেশনে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদযাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শম্ভুনাথ রায়, প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক বৈদ্যনাথ মিত্র ও বিশেষ অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শশাঙ্ক বাগচী, সলিল চাকলাদার ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। শশাঙ্ক বাগচী গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মুর্শিদাবাদ জেলাশাখা

মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে কাশী,

লালবাগ সদর ও জঙ্গীপুরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। জেলা কমিটির শিক্ষাপ্রসার গ্রন্থাগার উপসমিতি পুনর্গঠিত করা হয়। আহ্বায়ক মদন মণ্ডল। খ) কাশী মহকুমা কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন প্রচার অধিকারী। ঘ) গত ২১শে আগস্ট ১৯৮২ বেলার স্মৃতি পাঠাগারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ভগবানগোলা মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। আহ্বায়ক সত্যবান দাস। গ) গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ রামকৃষ্ণ মিশনে বিবেকানন্দ ভবনে একটি সভার মাধ্যমে জঙ্গীপুর সদর মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। আহ্বায়ক গৌতম চক্রবর্তী। ঘ) ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ বড়ঞা দাস সাব ডিভিসনাল লাইব্রেরীতে জঙ্গীপুর মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। আহ্বায়ক হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এই সভাগুলিতে শ্রীযুক্তা কণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যব্রত রায়, মদন মণ্ডল, গৌতম চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদক : গৌতম গোস্বামী

DECLARATION

1.	Place of Publication	Calcutta
2.	Periodicity of its Publication	Monthly
3.	Printer's Name Address	Sourendramohan Gangopadhyay Indian 100/1, Bhupen Bose Avenue Calcutta – 700004
4.	Publisher's Name Address	Sourendremohan Gangopadhyay Indian 100/1, Bhupen Bose Avenue, Calcutta 700004
5.	Editor's Name Address	Sudhendu Bhusan Bandyopadhyay 251/A/6D, Netaji Subhas Ch. Bose Road, Calcutta—700047
6	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or share holders holding more than one per cent of the total capital.	Indian Bengal Library Association P-134, C I T Scheme No. 52 Calcutta—700014

I, Sourendramohan Gangopadhyay hereby declare that particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Sourendra Mohan Gangopadhyay
Signature of Publisher

Dated :

॥ গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

॥ কলিকাতা ॥

সি ঐ বঙ্গবাসী বিদ্যাসাগর সাধারণ গ্রন্থাগার
কলিকাতা-৯০

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮২ তারিখে গ্রন্থাগার ভবনে "গ্রন্থাগার দিবস" পালিত হয়। সভার পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তন বিচারপতি ধীরেন চন্দ্র চক্রবর্তী। উদ্বোধন করেন দেবব্রত ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রশান্ত কুমার গুপ্ত। সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক হরেন চন্দ্র দত্ত রায়মহাশয়-পাল, মৃত্যুঞ্জয় ঘর, জ্যোতির্ময় সিংহ, কালীপ্রসাদ রায় মুখার্জী, দেবনাথ চক্রবর্তী ও রাসবিহারী দাস।

সাধারণ পাঠাগার, বাপুজীনগর, কলিকাতা-৫০

পাঠাগারের উদ্যোগে স্বরচিত কবিতা পাঠের এক সভা গত ২৮শে ডিসেম্বর, '৮২ ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিয় কুমার সিংহ রায় ও সম্পাদক স্বপন চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

॥ পশ্চিম দিনাজপুর ॥

বাণী তীর্থ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, ঘমনপুর।

গত ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮২ তারিখে বাণী তীর্থ গ্রন্থাগারের ১৭ বর্ষপূর্তী উৎসব গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

॥ মেদিনীপুর ॥

নন্দীগ্রাম ২নং ব্লক গ্রন্থাগার সমিতি, নন্দীগ্রাম

গত ২৫শে ডিসেম্বর নন্দীগ্রাম ২নং ব্লক গ্রন্থাগার সমিতি এবং বেরেপাড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ভাস্কর চন্দ্র দাস ও বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর

গত ২৮শে জুলাই, ১৯৮২ সালে কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে গ্রন্থাগার বিভাগ থেকে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ আদিত্য ওদেদেকার। তিনি "কলেজ গ্রন্থাগার—বাস্তব ও আদর্শ" এই বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি ও সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীআজাহারউদ্দীন খান ও ডঃ শ্রীমতী সুনীলা মণ্ডল।

॥ হাওড়া ॥

ছাত্রবন্ধু, রামরাজাতলা

গত ১১।১।৮৩ তারিখে বেলা ৩-৩০ মিঃ এ গ্রন্থাগারের ষোড়শ সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠান গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দীপক কুমার ভট্টাচার্য। ১৯৮৩ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়—সভাপতি—দীপক কুমার ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি—নির্মল পাল, সম্পাদক—স্বপন কুমার ঘোষ, সহ সম্পাদিকা শ্রীমতী মঞ্জু মহাপাত্র, পত্রিকা সম্পাদক—ফাল্গুনী মুখার্জী, কোষাধ্যক্ষ—জগদীশ মণ্ডল, গ্রন্থাগারিক—সুনীল কুমার দাস, সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী গোপাল ভট্টাচার্য, চন্দ্রনাথ লাহিড়ী, অমিতাভ সেনগুপ্ত, অরুণ্য মাইতি, সুনীতা ভাদুড়ী, সনৎ দাস, কালিপদ ভট্টাচার্য ও কল্যাণ আদক।

বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া

বিগত ২রা জানুয়ারী '৮০ হাওড়া জেলার দ্বিতীয় সর্বসাধারণ গ্রন্থাগার ও প্রথম জনশিক্ষামূলক সংস্থা বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর শতবর্ষ উৎসব (১৮৮৩-১৯৮৩)-এর সূচনা হয়। প্রভাতে এলাকার সর্বস্তরের দুই সহস্রাধিক ব্যক্তি এক বর্ণাঢ্য মিছিলে অংশ গ্রহণ করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। বিকাল চারটের সময় গ্রন্থাগারের প্রবীণতম সদস্য শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার মহাশয় শতবর্ষীপ প্রজ্বলন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে শতবর্ষ উৎসবের উদ্বোধন করেন। বিকাল পাঁচটায় আয়োজিত জনসভায় শতবর্ষ উৎসবের অভ্যর্থনা সমিতি উপাচার্য ডঃ রবীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী সমাগত সকলকে স্বাগত জানান। এরপর উৎসব সমিতির সম্পাদক হরপ্রসাদ ঘোষ শতবর্ষ উৎসবের কর্মসূচী তুলে ধরেন। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের অগ্রগতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপতিতপাবন পাঠক এবং কুটির শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রভাস ভাণ্ডুকুমার গ্রন্থাগারের উন্নতি কামনা করেন। হাওড়া পৌরসভার সভাপতি শ্রীআলোক দত্ত দাস ঘোষণা করেন যে গ্রন্থাগারের শতবর্ষ উপলক্ষে হাওড়া পৌরসভা মাকড়দহ রোডের কিছু অংশ বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী সরণী নামে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সভাস্থ সকলে এই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করেন। এরপর হুগলী গ্রন্থাগার পরিষদের সহসভাপতি অধ্যাপক শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধতির ধারাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে শিক্ষা আন্দোলনের প্রসারে এই গ্রন্থাগারের সম্ভাবনীয় ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে শুধু উদাহরণ নয় প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। প্রধান অতিথির ভাষণে প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন যে শুধু অতীত ও বর্তমানে নয় আগামী দিনে এই গ্রন্থাগারকে সকলের প্রচেষ্টায় জনশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে, তবেই গ্রন্থাগার আন্দোলনে সার্থকতা আসবে। সভার শেষে সম্পাদক শ্রীতপন রায়চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায়, পরিচালনায় এক আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

প্রতিবেদক। অসিতাভ দাশ

P8435

এতদ্বারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রতি সোমবার সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় হুগলী গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে সমস্যাদি আলোচনা ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মিলিত হবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পিনাকী মুখার্জি,
আহ্বায়ক,
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি
হুগলী গ্রন্থাগার পরিষদ

Annual subscription Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB CC/CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN 2674/57

Volume 32 : No. 6

December 1982-January 1983

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University.
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press
23, Dixon Lane, Calcutta—700014

Editor : Sudhendubhusan Bandyopadhyay

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

1 JUN 1983